সৃজন

২য় সংখ্যা

বার্ষিক পত্রিকা - ২০২২

MANIKCHAK COLLEGE
EDUCATION EMPOWERMENT EXCELLENCE
ESTD - 2014
MATHURAPUR, MALDA

মানিকচক কলেজ

মথুরাপুর, মালদা

মানিকচক কলেজ

মথুরাপুর, মালদা - ৭৩২২০৩, পশ্চিমবঙ্গ

সৃজন

২য় সংখ্যা

বার্ষিক পত্রিকা

২০২২

সৃজন
বার্ষিক পত্রিকা - ২০২২
প্রকাশকাল - ডিসেম্বর ২০২২

প্রকাশক ঃ
অধ্যক্ষ, মানিকচক কলেজ
মথুরাপুর, মালদা

@ মানিকচক কলেজ, মথুরাপুর, মালদা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ
মোহাঃ সাদেকুল ইসলাম

মুদ্রক ঃ
অ্যাকিউরেসি
গৌড় রোড, মালদা
মোঃ - ৯৮৩২৩ ৯৩২০৬

সূ চি প ত্র

পৃষ্ঠা নং

আহ্বায়কের কলমে ৫
Administrative Body ৭
At a Glance ৮
Staff Details ৯
Teachers Activity ১০
ফিরে দেখা ১১-১৪
শুভেচ্ছাবার্তা ১৫-১৭

প্রবন্ধ

ক্যারিয়ার গঠনে নিজস্ব ভূমিকা
ফরিদা পারভীন ১৯
মন
সমরেশ অধিকারী ২১
ঝারনি গান
এমি খাতুন ২৩
'দ্রৌপদী' একজন দলিত নারীর আত্মকথন
মারিয়াম জাহান ৩০
ডোমনি গান
সুজিৎ মণ্ডল ৩৮
গম্ভীরা ঃ একটি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর
রাজকুমার মণ্ডল ৪৪

ESSAY

The Present Days : A Time to Revisit Clasics on Screen
Dr. Debaditya Mukhopadhyay 51
The Indian Gulliver : A Comparative Study of Gulliver's Travels By Jonathan Swift & Jajantarammamantaram
Samim Akhtar 57
Co-presence of Science and Imagination of Satyajit Ray in selective stories (The *Unicorn Expedition* and *El Dorado*)
Tanmay Mandal 59
The Omen King
Pratyay Chowdhury 62

পৃষ্ঠা নং

কবিতা

প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী • *শ্রাবণী মণ্ডল* ৬৪
জিজ্ঞাসা • *পূজা মণ্ডল* ৬৫
কন্যাদান • *মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল* ৬৫
অভ্যেস • *ব্রজশেখর ঘোষ* ৬৬
নিদ্রা • *জিমি আখতার* ৬৬
হারানো • *সৈয়দ আরজুমান বানু* ৬৭
ভাইয়ের অভাব • *নাজিফা খাতুন* ৬৮
নিষ্ঠুরত্ব • *মৌসুমী মণ্ডল* ৬৮
গ্রামের ছেলে • *প্রদীপ মণ্ডল* ৬৯
আত্মহত্যা • *রাজপতি রজক* ৬৯
বিদায়ের বেদনা • *রাইহান আনসারি* ৭০
নদী পারাপার • *সঞ্জয় চৌধুরী* ৭০
অসহায় জীবন • *জীতেন্দ্র দাস* ৭১
ঘুমিয়ে গেছে বাবা • *বাপন রজক* ৭১
শঙ্কর • *বিক্রম মণ্ডল* ৭২
মধ্যবিত্ত ছেলে • *মাসুম রেজা* ৭২
উড়া • *শুভ্রা শর্মা* ৭৩
Picture of him in my eyes •*Reecha Parveen* 73

গল্প

অসুখী একজন ছাত্র
সিন্টু মণ্ডল ৭৪
অলৌকিক এক ঘটনা
মাসুম আজহার ৭৬
জীবনের প্রথম দিনগুলি
বেচন মণ্ডল ৭৭

Overall Activity 2019-22 79
Datasheet of Scholarship 2019-22 81
Appreciations 83
Facilities & Future Plan 84

"শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটি কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব এই দুটি কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।"

"অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না - বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়া যায়।"

"বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না।"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"মনকে রাশি রাশি তথ্য দিয়ে ভরে রাখার নাম শিক্ষা নয়। মনরূপ যন্ত্রটিকে সুষ্ঠুতর করে তোলা এবং তাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা — এই হল শিক্ষার আদর্শ।"

"যাতে চরিত্র তৈরী হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এইরকম শিক্ষা চাই।"

— স্বামী বিবেকানন্দ

"রাজার অপেক্ষাও, যাঁহারা সমাজের শিক্ষক, তাঁহারা ভক্তির পাত্র।... যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি বলে, পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষায় নিযুক্ত, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাহারাই যথার্থ রাজা।"

"শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না। সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্তব্য।"

— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"আমরা বাল্যকাল হইতেই উপরচালাকি বা ফাঁকিদারি দ্বারা কাজ ফতে করিতে চাই। রীতিমত পরিশ্রম করিয়া বিদ্যার্জন করা যেন এখন রেওয়াজের বাইরে।... কোন শিক্ষক বা অধ্যাপক যদি একটু বেশি রকমের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে ছেলেরা অধৈর্য হইয়া উঠে এবং সে অধ্যাপক অপ্রিয় বা ছাত্রদের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন।... যে শিক্ষক যত নোট দিতে পারেন তিনি ছাত্রসমাজে তত প্রশংসার ভাজন হন। এইরূপেই গোড়াতেই কাঁচা থাকার দরুণ প্রকৃত শিক্ষা হয় না।"

— প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আহ্বায়কের কলমে

ডুবুরি ডুব দেয়, জেলে ফেলে জাল। লক্ষ্য, কাঙ্ক্ষিত ধনলাভ। সেই মানসে দু'চার কথা বলি। সাহিত্যচর্চা বা কলমপেষা কেবল মনের আনন্দোচ্ছ্বাস নয়, সুপ্ত মনের সম্প্রসারণ ও জমাট মেধার রীতিসিদ্ধ বহির্বিকাশও বটে। এক কথায় আমাদের মনের শ্রীসুন্দর অঙ্গ বিশেষ। আমাদের ঘরে, ঘরের বাইরে সূর্যকে ধরেছি নানা রূপে কিন্তু চাঁদের সুধা বিজ্ঞান আজও বাড়াতে পারেনি। অনুরূপ, সাহিত্য আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে নানা আঙ্গিকে কিন্তু সাহিত্যের সুধা সেই মাত্রায় তালুবন্দী হয়ে ওঠেনি আজও।

সাহিত্য কোনো উড়ন্ত পাখি নয় যে তাকে পিঁজরায় বন্দী করা যায়, আবার উদ্বায়ী কর্পূর নয় যে বোতলবন্দী করা আয়াসসাধ্য; যাপিত ক্ষণের নির্যাসকে অনুভব করে তার সাথে মনের মাধুরী মিশিয়ে পরিবেশন করলে তা সাহিত্য তক্‌মা পেতে পারে। সেই অর্থে সাহিত্য সর্বত্র বিরাজিত। মাটি খুঁড়লে যেমন জল ওঠে, তেমনি সর্বভূমে সাহিত্যের অঙ্কুর বিরাজিত। তাকে খুঁজে নিতে হয়, মনের রঙপালিশ ঘষে পরিবেশন করতে হয়।

কলেজ-ম্যাগাজিন 'সৃজন' বার্ষিক পত্রিকা রূপে নিজের শ্রীছাঁচ প্রকাশ করল সকলের সমবেত প্রয়াসের কুঁড়ি রূপে। কিন্তু তার অন্তর্বয়ন গুচ্ছিত পুষ্পের শতকোরক সমন্বিত সুগন্ধ মালিকা। নানা ধর্মী লেখা, ভিন্ন মনন ফসল, বিচিত্র রুচিবোধের সমাহার মহাবিদ্যালয়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ শৃঙ্খলারই প্রতিচ্ছবি, তা বলা বোধ করি বাহুল্য হবে না।

নাগরিক সমাজের থেকে প্রান্তিক দূরত্বে কলেজের স্থিতি, স্বভাবতই প্রান্তজনের স্নেহলালিত্য ও প্রান্তর-শ্যামলিমায় স্নাত। কোলাহল মুখরতার অবাধ বিচরণ নেই, নেই ধূমদূষিত শ্বাসরোধী পরিবেশের পসার, সব মিলে শান্ত সমাহিত 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়'-এর অঙ্গন। এই পবিত্রাঙ্গন নিয়ত ধুলিধন্য পড়ুয়াদের আগম-সমাগমে। টাল দিয়াড়ার চাঁই মণ্ডল থেকে দেবীপুর রতুয়ার সরকার মুখার্জী, সেখপুরা নূরপুরের সেখ ইসলাম আনসারী সবার জন্য অবারিত দ্বার মানিকচক থানার এই স্বপ্নসৌধখানি।

'সৃজন'-এর সিংহভাগ লেখাই মানিকচক জনপদের ছাত্রছাত্রীদের। তাদের আঁতের কথা, যাপনের সালতামামি ও রয়ে-সয়ে চলার আলেখ্য এতে বিধৃত। ছাত্র-ছাত্রীদের মননমেধার পাশাপাশি পাশে দাঁড়ানোর উদার মানসিকতার অকপট স্বাক্ষর দৃশ্যমান। হোক ভাঙাচোরা ভাবনা, বলুক শ্রীহীন খোট্টার মিশ্রণে নির্মিত কৃত্রিম ভাষা, তবু সাধ্যাতীত সাধনায় লেখা জমা দিয়ে পত্রিকার মান সমৃদ্ধ

করেছে তাতে আমরা গর্বিত। সঙ্গে পেয়েছি অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও অধ্যক্ষ মহাশয়ের জ্ঞানঋদ্ধ লেখনী, যা অপরিমেয় আনন্দের বিষয়ও বটে। বহুমূল্য শুভেচ্ছা পত্র 'সৃজন'-এর শ্রীবৃদ্ধি করেছে। এছাড়াও স্টাফ ডিটেইল্‌স, টিচিং অ্যাক্টিভিটি, কর্মপঞ্জির চিত্রমালিকা কলেজের কর্মযজ্ঞের বর্ণালি প্রিজম রূপে ফুটে উঠেছে।

শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অনুপ্রেরণা দিয়ে সম্মাননীয় অধ্যক্ষ ড. অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী মহাশয় সর্বাধিক সাহায্য করেছেন। নিখাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি তাঁর ঐকান্তিকতাকে। কলেজের প্রশাসক এবং মালদা সদরের মহকুমা শাসক আমাদের পাশে রয়েছেন। ডাকে যথার্থ সাড়া দেন, সাহায্য করেন। অশেষ ধন্যবাদ জানাই তাঁকে। ধন্যবাদ জানাই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয়কে, যিনি আগাম শুভেচ্ছাবার্তা প্রেরণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাডোরে বদ্ধ করেছেন। কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীদের ধন্যবাদ দিই, যাঁরা সকলেই কোনো-না-কোনো ভাবে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। টাইপিস্ট সুব্রত পাল মহাশয়, যিনি সুনিপুণ কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে মানানসই মলাটবন্দী পত্রিকা আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গৌরব বৃদ্ধি করিয়েছেন, তাঁকে কেবল আমারই নয় — সকলের পক্ষ থেকে অপরিমেয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

পরিশেষে বলি, শুদ্ধিপত্র দেওয়া সম্ভব হল না। ভুল-ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখবেন, আশা করি।

ম্যাগাজিন কমিটির পক্ষে
ড. মোহাঃ সাদেকুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ও
আহ্বায়ক, ম্যাগাজিন কমিটি
মানিকচক কলেজ

ADMINISTRATIVE BODY

MANIKCHAK COLLEGE

Mathurapur, Malda

Administrator & SDO
Malda Sadar

Dr. Anirudhha Chakraborty
Principal, Manikchak College

MANIKCHAK COLLEGE

AT A GLANCE

Name of College	:	**MANIKCHAK COLLEGE**
Year of Establishment	:	2014
Affiliating University	:	University of Gour Banga
Recognition	:	UGC 2(f) & 12(B)
Sanctioned Posts	:	Principal - 01 Teaching - l0 Non-Teaching - 5
Existing Status	:	Principal - 1 Teaching (Substantive) - 8 SACT - 8 Non-Teaching (Substantive) - 5 Contractual Non-Teaching - 6 Karmobandhu - 1 Sweeper - l
Current Enrolment Status	:	lst Sem - 2526 3rd Sem - 1973 5th Sem - 1612
Subjects Offered (Intake)	:	Hons : Bengali (75), English (30), Sanskrit (25), History (40), Education (25), Political Science (25)
General (2500)	:	Bengali, English, Sankrit, History, Education, Political Science, Sociology, Philosophy
Total Library Books	:	6000 Approx.

MANIKCHAK COLLEGE

STAFF DETAILS

PRINCIPAL

Dr. Aniruddha Chakraborty

M.Sc (Chemistry), MA (Education), M.Ed., Ph.D. (Chemistry & Education)

SUBSTANTIVE TEACHING POST

Sri Somnath Das, MA, B.Ed.
Assistant Professor in Sanskrit
Sri Bijan Sarkar, MA, B.Ed.
Assistant Professor in History
Md. Masud Ali, MA, B.Ed., M. Phil.
Assistant Professor in English
Dr. Debadity Mukhopadhyay, MA, Ph.D.
Assistant Professor in English
Dr. Goutam Sarkar, MA, M Phil., Ph.D.
Assistant Professor in Bengali
Dr. Md. Sadequl Islam, MA, Ph.D.
Assistant Professor in Bengali
Samaresh Adhikary, MA
Assistant Professor in Sanskrit
Prashanta Chowdhury, MA
Assistant Professor in Pol. Sc.

SUBSTANTIVE NON-TEACHING POST

Aktar Hossian, MA
Clerk
Dibakar Mandal, HS
Clerk
Hasina Begam, MP
Peon
Abhiram Mahaldar, HS
Peon
Amit Mahaldar, HS
Guard

SACT

Sri Nimai Chandra Paul, MA
Bengali
Sarada Pal, MA B.Ed.
Sanskrit
Farida Parvin, MA, B.Ed.
Sociology
Sujit Ghosh, MA
Education
Priyanka Paul, MA, B.Ed.
Education
Rajkumar Mandal, MA, B. Ed., M. Phil.
History
Motaleb Ali, MA, B.Ed., M Phil.
Political Science
Rajkumar Saha, MA, M Phil.
Political Science

CONTRACTUAL NON-TEACHING POST

Md. Selim Akhtar, BCA, B.Ed.
DEO
Dulal Ch. Mandal, B.Sc
Clerk
Parijat Misra, HS
Clerk
Soumitra Mandal, BA
Clerk
Santosh Mahaldar, HS
Peon
Afsar Hossain, VIII pass
Guard

MANIKCHAK COLLEGE

TEACHERS ACTIVITY

Sl. No.	Name	Designation	No. of Paper Presented in Seminars	No. of Workshop / Symposia Attended	Journal(s) Published	Book(s) Published	Invited Lectures
1	Somnath Das	Asst. Professor	08	04		03	
2	Bijan Sarkar	Asst. Professor	03				
3	Md. Masud Ali	Asst. Professor	03				01
4	Dr.Debditya Mukhopadhyay	Asst. Professor	04		07	12	10
5	Dr. Goutam Sarkar	Asst. Professor	11	03	02	04	08
6	Nimai Chandra Paul	SACT					
7	Dr. Md. Sadequl Islam	Asst. Professor				03	
8	Sarada Paul	SACT	01	04			
9	Priyanka Paul	SACT	04			01	
10	Motleb Ali	SACT	08	03	01	05	
11	Rajkumar Saha	SACT	03	02		01	
12	Rajkumar Mandal	SACT	01			02	18
13	Sujit Ghosh	SACT	03	01	01	01	
14	Farida Parvin	SACT	03	02			
15	Prashanta Chowdhury	Asst. Professor				01	
16	Samaresh Adhikary	Asst. Professor	01				

২রা ডিসেম্বর, ২০২২
নবীন বরণ ও বাৎসরিক সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানে গায়িকা অনন্যা

২রা ডিসেম্বর, ২০২২
গায়িকা অনন্যা চক্রবর্তীর সাথে আমরা কলেজের সহকর্মীগণ

১৯শে নভেম্বর, ২০২২
ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্স অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম

১৮ই নভেম্বর, ২০২২
ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার, ইংরেজী বিভাগ

২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২২
প্রথম সেমেস্টার, ওরিয়েন্টেশন ক্লাস

৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২২
বিশেষ ক্লাস, ইতিহাস বিভাগ

৫ই সেপ্টেম্বর ২০২২
শিক্ষক দিবস পালন, ইতিহাস বিভাগ

৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২২
শিক্ষক দিবস পালন, ইতিহাস বিভাগ

১৮ই জুন, ২০২২
দেওয়াল পত্রিকা, ইংরেজী বিভাগ

২০শে মে ২০২২
দেওয়াল পত্রিকা, অদ্বিতা, ইতিহাস বিভাগ

২৮শে এপ্রিল, ২০২২
পোস্টার প্রেজেন্টেশন, ইংরেজী বিভাগ

২৩শে এপ্রিল ২০২২
শেক্সপীয়র জন্মদিবস পালন, ইংরেজী বিভাগ

২১শে এপ্রিল, ২০২২
সোসিওলজি (পাস) বিভাগের বিশেষ ক্লাস

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০
আন্তর্জাতিক সেমিনার

২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯
স্টুডেন্ট সেমিনার, ইংরেজী বিভাগ

১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০১৯
সেমিনার, সংস্কৃত বিভাগ

২৬শে আগষ্ট, ২০১৯
পোস্টার প্রেজেন্টেশন, ইংরেজী বিভাগ

৫ই জুন, ২০১৯
বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

১লা ফেব্রুয়ারী ২০১৯
ঐতিহাসিক ভ্রমণ, ইতিহাস বিভাগ

৬ষ্ঠ সেমেস্টারের বিদায় অনুষ্ঠান, বাংলা বিভাগ

৬ষ্ঠ সেমেস্টারের বিদায় অনুষ্ঠান, সংস্কৃত বিভাগ

৬ষ্ঠ সেমেস্টারের বিদায় অনুষ্ঠান, বাংলা বিভাগ

শিক্ষক দিবস পালন, সংস্কৃত বিভাগ

আন্তর্জাতিক আলোচনা, বাংলা বিভাগ

স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন

এন.এস.এস. ডে সেলিব্রেশন

উপস্থিতি-পুরস্কার প্রদান, বাংলা বিভাগ

বাংলা বিভাগে বিদ্যাসাগর জন্মজয়ন্তী পালন

বাংলা বিভাগের বিশেষ ক্লাসে প্রফেসা অচিন্ত ব্যানার্জী মহাশয়

স্টুডেন্টস সেমিনার, বাংলা বিভাগ

শ্রুতিনাটক, বাংলা বিভাগ

জে.এন.ইউ.-তে শিক্ষক নিগ্রহের প্রতিবাদ ধিক্কার জ্ঞাপন

UNIVERSITY OF GOUR BANGA

Established under the West Bengal Act. XXVI of 2007
[Recognized U/S 2(f) & 12(B) of the UGC Act and NAAC accredited University with "B" Grade (2016)]

Dr. Shanti Chhetry
VICE CHANCELLOR

Phone & Fax : 03512-223666
URL : www.ugb.ac.in
E-mail : vc@ugb.ac.in

P.O. Mokdumpur, Dist : Malda, West Bengal, Pin : 732103

Ref. No. 93/UGB/VC-22 *Date* 21.11.2022

শুভেচ্ছাবার্তা

মানিকচক কলেজ তার বার্ষিক পত্রিকা **'সৃজন'** –এর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ করতে চলেছে জেনে আমি আনন্দিত। । আমি আশা রাখি এই পত্রিকা সুস্থ সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মানিকচক কলেজের বার্ষিক পত্রিকা 'সৃজন' –এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

শুভেচ্ছান্তে –

(ড: শান্তি ছেত্রী)
উপাচার্য,
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা।

উপাচার্য
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতি,
মোহা: সাদেকুল ইসলাম,
কনভেনর, ম্যাগাজিন কমিটি,
মানিকচক কলেজ, মালদা।

MANIKCHAK COLLEGE

(Affiliated to the University of Gour Banga)
ESTD. : 2014
POST : MATHURAPUR, DIST. - MALDA, PIN - 732203
Website : www.manikchakcollege.com // e-mail : manichakcollege@gmail.com
Phone : 03513-28348

Ref. No..... *Date.....*

আমরা উচ্চতায় পাঁচ কী ছয় ফুট কিন্তু ঘরের উচ্চতা করি দশ-বারো ফুট। বাকিটুকু আমাদের অবকাশ, বাঁচার জন্য প্রাণবায়ুর চলাচল পথ। ডটকমের যুগের ফুরসত নেই, জীবন যেন কি-বোর্ডের খট্‌খট্। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য চাই পাঠ্যপুস্তক পাঠ, আর আত্মপ্রকাশের জন্য তেমনি দরকার কুণ্ঠাহীন নির্বাধ স্বাধীন পাঠ। এই স্বাধীনপাঠ আমাদের মনের, মনের ভেতরের রন্ধ্রপথের এক অলৌকিক ভাবনার জগৎ সৃজন করে, যা কিছু লেখার বলার অনুভব করার রসদভাণ্ডার।

স্বাধীনপাঠে মানুষের অনীহা উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান, ফলত 'সৃজন' ম্যাগাজিন তুল্য প্রতিভার মৌচাকগুলি সজ্ঞান অনাদরে ধুলোধূসরিত। মুঠোভাষ প্রতিভার হরণ ঘটাচ্ছে, মেধার লুণ্ঠন চালাচ্ছে, মস্তিষ্কের অমূল্য জি.বি. চিবিয়ে খাচ্ছে তার প্রতি আমাদের সতর্ক সচেতনতা নেই, এই খেদ বক্ষে ধারণ করেও আমি আশাবাদী যে পারতপক্ষে ছাত্রছাত্রীর কাছে এই ম্যাগাজিন অন্ধরাতের আলোকবর্তিকা তুল্য।

কলেজ পরিচালনায় নানাবিধ দায়িত্ব সমুদ্রের শুশুকের মতো ভস্ করে দেখা দিয়ে ডুব দেয়, জানান দেয় আমায় দেখো, ও-বলে আমায় দেখো। দায়িত্ব পালনের দেখাদেখিতে বহু কিছু লেন্সের বাইরে চলে যায়। তবু কখনো একসময় মনে উঁকি দেয় সৃজনশীল কিছু করার। আর এই থেকেই আমাদের সৃষ্টি 'সৃজন'।

২০১৪ সালে কলেজের পথ চলা শুরু। এই নিয়ে 'সৃজনের' দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল। নানা ধর্মী লেখার ভিন্ন মানসিকতার প্রতিফলন দৃশ্যমান প্রতি পরতে। আমি আনন্দিত। মানসিদ্ধ লেখা সূচিপত্রে স্থান পেয়েছে, সৃজনশীল মানসিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তাতে আরও আপ্লুত আমি। রচয়িতাদের সুকুমার বৃত্তি ও মনের অন্ধকোণে জমে থাকা প্রতিভাকে জনসমক্ষে প্রকাশের মানসে আগামীতে আরও আরও এমন পত্রিকা প্রকাশের বাসনা রাখি। পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি, এহেন প্রয়াস দেশ-দশ-সমাজের শ্রীসাফল্য আনবে।

ধনবাদান্তে -

অধ্যক্ষ

ক্যারিয়ার গঠনে নিজস্ব ভূমিকা

ফরিদা পারভীন
অধ্যাপিকা, স্যাক্ট, সমাজতত্ত্ব বিভাগ

ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তির নিজস্ব ভূমিকা বা কাজকর্ম, দায়িত্ব-কর্তব্য আলোচনা করার আগে ক্যারিয়ার বলতে কি বুঝি তা জানা প্রয়োজন। ক্যারিয়ার শব্দটি শুনেনি এমন তরুণ হয়তো পাওয়া যাবে না। শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে তরুণে পদার্পণ করা থেকেই শুরু হয় এই ক্যারিয়ার গঠনের প্রক্রিয়া। ক্যারিয়ার হল একজন ব্যক্তির জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য উন্নতির সুযোগ সহ একটি পেশা। ক্যারিয়ার হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা পেশায় কাজের ধারাবাহিকতা। ক্যারিয়ার বলতে বর্তমান সময়ে আমরা অনেকেই শুধু একটি চাকরি, ব্যবসা এগুলিকেই বুঝি। কিন্তু ক্যারিয়ার কি শুধু অর্থ আয় করা? ক্যারিয়ার এর মানে দু-রকম হতে পারে, একটি হলো পেশামুখি বা কর্মমুখী শিক্ষার সমর্থক অর্থ বোঝাই অপরটি হলো একজন ব্যক্তির সর্ম্পূ জীবনদশায় তার সকল কাজ যেটি বেশি জটিল বলে মনে হয়। ক্যারিয়ার এর সংজ্ঞা ভিন্ন জনের কাছে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। আমার কাছে ক্যারিয়ার হচ্ছে আমার কর্মজীবন যা আমাকে আর্থিকভাবে সক্ষমতা দিবে, আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে একটি ক্ষেত্র তৈরী করবে এবং যা করতে আমার ভালো লাগে সেটাই আমার কাছে ক্যারিয়ার।

ক্যারিয়ার সম্পর্কে কিছুটা হলেও আমাদের ধারণা হলো। এবার আমরা জানবো একজন ব্যক্তির

ক্যারিয়ার গঠনে তার নিজস্ব কি ভূমিকা, দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। ক্যারিয়ার গঠনে প্রথমে ব্যক্তিকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো দায়িত্বানুভূতি ও সেল্‌ফ মোটিভেশন। কারণ আমার যদি এই অনুভূতি থাকে তাহলে আমি অন্য কারো উপর নির্ভর বা কারে চাপে কাজ করবো না। নিজের দায়িত্ববোধ এবং আবেগানুভূতির মাধ্যমে ক্যারিয়ার গঠন হবে। ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তির প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে কারণ জীবন গড়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তি সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। যার ইচ্ছাশক্তি দুর্বল তার পক্ষে বড়ো কিছু করা সম্ভব নয়। হিটলার ঠেলাগাড়ির চালক ছিলেন, মুসোলিনি মুদির দোকানে কাজ করতেন কিন্তু তারা তাদের প্রবল ইচ্ছাশক্তির কারণে নিজ নিজ দেশের কর্তা হয়েছিলেন। তাই আমাদের চিন্তাশক্তি বিকাশ ঘটাতে হবে। আর একটি বিষয় হলো নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস ও আত্মউপলব্ধি করা। আমরা দেখি একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল তখন আমরা ভাবি সেই ব্যক্তি মেধাবী এবং অন্য ব্যক্তিটি কম মেধাবী। কিন্তু পিছিয়ে পরা ব্যক্তিটি তার নিজের মেধা নিজেই উপলব্ধি করতে না পারার কারণেই ক্যারিয়ার গঠনে অক্ষম হয়ে যায়। আমাদের যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটি হল নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস ও আত্মউপলব্ধি করা। এই আত্মবিশ্বাসকে সামনে রেখে কঠোর পরিশ্রম করতে পারলেই ব্যক্তির ক্যারিয়ার গঠন হবে। ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল সময়, শ্রম ও অর্থ অপচয় না করা এবং প্রতিদিন আগের দিনের চেয়ে উন্নত করার চেষ্টা ও লক্ষ্য অর্জনে অবিরাম চেষ্টা করা। একবার দুবার ব্যর্থ হলে লক্ষ্য অর্জনের হাল ছেড়ে দিলে হবে না। বিজ্ঞানী এডিসন দুই বছরে তিন হাজার বার ব্যর্থ চেষ্টা চালানোর পর বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই আমাদের বার বার ব্যর্থ হওয়র পরও লক্ষ্য অর্জনে অবিরাম চেষ্টা চালাতে হবে।

ক্যারিয়ার গঠনে ভালো বন্ধুত্বের বিরাট প্রভাব রয়েছে। অনেক মানুষ ভালো বন্ধুর সংস্পর্শে এসে ভালো হয়ে যায় আবার অনেকেই খারাপ বন্ধুর সংস্পর্শে এসে মদ, জুয়া খেলে সর্বস্ব হারিয়ে ভিক্ষুকে পরিণত হয়। তাই ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তির ভূমিকা হল ভালো বন্ধুর সংস্পর্শে থাকা। আর একটি কথা লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করবে সেই পরিশ্রম অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। অর্থাৎ সফলতা অর্জন করতে হলে তার প্রতি আসক্ত হতে হবে।

ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তির নিজস্ব ভূমিকা সম্পর্কে উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে ক্যারিয়ার গঠনে নিজস্ব ভূমিকার পাশাপাশি পরিবার, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ একজন ব্যক্তির ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকা এবং উল্লেখিত বিষয়গুলির ভূমিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যাই হোক, পরিশেষে একটাই কথা বলতে চাই, নিজের ক্যারিয়ার গঠন করতে হলে প্রথমে নিজেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং সেই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে অনেক সমস্যা বাধা-বিপত্তি আসবে, সেগুলিকে পার করেই নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেই সফলতা অর্জন করতে পারবে আর সেই সফলতা অর্জনই হবে তোমার ক্যরিয়ার।

মন

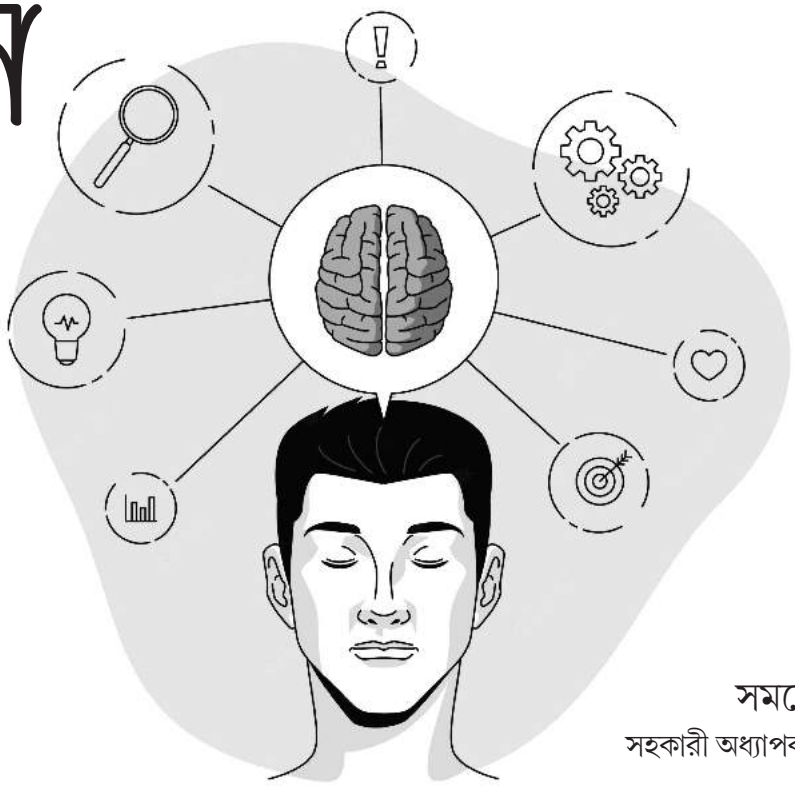

সমরেশ অধিকারী
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

মন বলতে কি বোঝায় ? দর্শনশাস্ত্রে বলা হয়েছে - 'The mind is an internal organ of perception and cognition, the instrument by which objects of senses affect the soul.' বিশ্বকোষ গ্রন্থে বলা হয়েছে - 'A mind is the set of cognitive faculties that enables consciousness, perceptio thinking, judgement and memory - a characteristic of humans, but which also May apply to other life forms.' । সাধারণত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি থাকলে কোনো বস্তুর প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান হয়। কিন্তু মন এমন একটা বস্তু যার না আছে রূপ, না আছে রস, না আছে গন্ধ, না আছে অন্যান্য কোনো গুণ। কিন্তু মনে এমন একটা জিনিস আছে যা প্রাণীদের কর্মচঞ্চল করে এমনকি বিব্রত করে তোলে। তা হচ্ছে ক্রিয়া। মনের এই ক্রিয়ায় যেমন সব কিছু তৈরি করে তেমনি অনেক কিছু ধ্বংসও করে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন -

অসংশয়ং মহাবাহো ! মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় ! বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন মন খুবই চঞ্চল এবং তাকে আয়ত্ত করা খুবই কষ্টকর। অভ্যাস এবং অনাসক্তির মাধ্যমে মনকে আয়ত্ত

করা যেতে পারে। মনই ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালিত এবং কাজে প্রবৃত্ত করে। মন ছাড়া ইন্দ্রয়গুলি ক্রিয়াহীন এবং প্রবৃত্তিহীন। বৈদিক ঋষিরা শরীরকে একটি রথের সঙ্গে তুলনা করে মনকে সেই রথের লাগাম বলেছেন। শরীর যদি রথ হয় রথী হল আত্মা, সারথি বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গুলি ঘোড়া, মন হল লাগাম। আর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়গুলো হল ইন্দ্রিয়রূপক ঘোড়াদের খাদ্য। রাস্তায় রথ গমনকালে ঘোড়াগুলি বারবার রথকে সঠিক রাস্তায় টেনে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে রাস্তার ধারে থাকা খাদ্যের প্রতি ধাবিত হয়। ফলে রথের গতি ব্যাহত হয়। ঠিক সেইভাবে শরীররূপক রথকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায় বর্তায় ইন্দ্রিয়রূপক ঘোড়ার উপরে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক এই ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় হল যথাক্রমে রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ। মনই ইন্দ্রিয়গুলিকে এই সকল বিষয়ে প্রবৃত্ত করে। আবার, বুদ্ধির দ্বারা নিগৃহীত মন এই ইন্দ্রিয়গুলিকে এই সকল বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে। আমরা যাদের জিতেন্দ্রিয় বলি তারা বাস্তবে ইন্দ্রিয় নয় মনকে জয় করে থাকে। কারণ, ইন্দ্রিয়কে সরাসরি জয় করা যায় না। মনের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়কে জয় করা যায়। মনকে জয় করলেই ইন্দ্রিয়গুলি আর নিজ নিজ বিষয়ের প্রতি ধাবিত হতে পারে না। তখন জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করা যায়। আর এই মনকে জয় করা দুঃসাধ্য বলে জিতেন্দ্রিয়দের চেয়ে মুক্তেন্দ্রিয়দের সংখ্যা বেশী। তাই সমাজে এত বেশী সমস্যা এবং এত বেশী উৎশৃঙ্খলতা। এই মনকে নিগ্রহ করতে পাতঞ্জলি যোগদর্শনে বিভিন্ন প্রকার যোগ এবং ব্যায়ামের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চিত্ত বা মনের বৃত্তি বা ক্রিয়ার নিরোধকে তিনি যোগ বলেছেন - ''যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। যোগব্যায়ামের দ্বারা শুধু শরীরে সুস্থতা আসে না, মনও সমানভাবে সুস্থ হয়।

জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি ভেদে আমাদের যে তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রতিদিন যেতে হয় সেই তিনটি অবস্থা মনের দ্বারা প্রাপ্ত হয়। মন ইন্দ্রিগুলির সঙ্গে যুক্ত হলে জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু আত্মার সঙ্গে যুক্ত হলে স্বপ্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয় এবং আত্মা সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মন যখন বিশ্রাম নেয় তখন সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

মনের দ্বারা শুধু জ্ঞানেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত হয় না, কর্মেন্দ্রিয়গুলিও নিয়ন্ত্রিত হয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ - এই পাঁচটি হল কর্মেন্দ্রিয়। এই কর্মেন্দ্রিয়গুলিও মন ছাড়া নিষ্ক্রিয়। কারও প্রতি আমরা যে কুবাক্য বা কটুকথা প্রয়োগ করি, কাউকে শারীরিক নিগ্রহ করি, অশালীন আচরণ করি ইত্যাদি সেসব কিন্তু মনের দ্বারা প্রেরিত হয়। হাত, পা, জিহ্বা প্রভৃতি তো আর নিজেরা গতিশীল হয়ে এসব কাজ করে না। মন যখন চায় তখনই এইসব কাজ সম্পাদিত হয়। সেইসব কাজের দ্বারা কখনো কখনো আমাদের অনিষ্ট সাধিত হয়। আমরা বিভিন্ন আইন কানুন করে সেইসব অনিষ্ট কাজকে দমন করতে চেষ্টা করি। সফল হতে পেরেছি কি? হতে পারবো কি কোনদিন? বরং দিনের পর দিন বিভিন্ন অনিষ্টকারক এবং অপরাধমূলক কাজ বেড়ে চলেছে। কারণ আমরা অপরাধী ব্যক্তির ইন্দ্রিয় (কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়) কে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করছি। তার মনকে বুঝতে বা আয়ত্ত করতে চেষ্টা করছি না। যদি সেটা করা যায় তাহলে সমাজ এমনি সুস্থ এবং সুশৃঙ্খল হয়ে যাবে।

ঝারনি গান

এমি খাতুন
বাংলা অনার্স, পঞ্চম সেমেস্টার

ঝারনি গান হল মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীত বা গীত। এই গানটিতে মুসলিম সমাজের বিশেষ প্রাধ্যান্য দেখা যায় মহরম মাসে। ঝারনি গানের ব্যুৎপত্তিগতভাবে আবির্ভাব হয়েছিল বাংলাদেশ থেকে। ঝারনি গানের স্রষ্টা হলেন পল্লী কবিরা। এই গানের মূলে রয়েছে সর্বজনীন করুণ মানবিক আবেদন। কারবালা যুদ্ধের ইতিহাসের হাসান (রা:) ও হোসেন (রা:) এর যে মর্মান্তিক দৃশ্য আমাদের মনকে শোকাহত করে তুলেছে, তারই একটি প্রতিচ্ছবি হিসেবে এই ঝারনি গানগুলো আমাদের মনের ভেতরে জায়গা করে রয়েছে।

সংজ্ঞা ঃ ঝারনি গানে কারবালার কাহিনি বিশেষ রচয়িতাদের মন-গড়া, অনৈতিহাসিক গল্প, কিংবদন্তী যখন ঝারনি নামক বাদ্যযন্ত্রের সহযোগিতায় সুর লাগিয়ে গীত হয়, তখন তাকে ঝারনি গান বলে।

কারবালা কাহিনির প্রান্ত পটভূমি

আশুরা দিবসে কারবালা প্রান্তরে ফোরাত নদীর তীরে ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে শাহাদাতবরণ করেন। এ নির্মম ঘটনা বিশ্ব মুসলিমের হৃদয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। 'কারবালা' ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রান্তর, যেখানে বাষট্টি হিজরি সনের মহরম মাসের ১০ তারিখ শুক্রবার হজরত হোসাই (রা:) অত্যন্ত করুণভাবে শাহাদাতবরণ করেছিলেন।

কারবালার কাহিনির প্রাক পটভূমি

কারবালার যুদ্ধ ইসলামিক পঞ্জিকা অনুসারে ১০ মুহাররম ৬১ হিজরী (২) মোতাবেক ১০ অক্টোবর ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ (৮)(৯) বর্তমান ইরাকের কারবালা নামক প্রান্তরে সংগঠিত হয়েছিল। এই যুদ্ধটি ইসলামের নবী মুহাম্মদ (স) এর নাতি হোসাইন ইবন আলী এর অল্প কিছু সমর্থক- আত্মীয় এবং

উমাইয়া খলিফা প্রথম ইয়াজিদ, যার বশ্যতা স্বীকার করতে হোসাইন অস্বীকার করেন, তার বিশাল সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে হোসাইন এবং তার ছয় মাস বয়সী শিশুপুত্র আলী আল-আসগর ইবন হোসেইন সহ সকল সমর্থক নিহত হয় ও নারী এবং শিশুরা বন্দী হন। মুসলমানদের মতানুসারে নিহতদের সকলে 'শহীদ' হিসেবে অভিহিত হন এবং এই যুদ্ধ শিয়া মতাবলম্বীদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে। ইসলাম জগৎ চালানোর জন্য তিনি কাউকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্বাচন করে গেলেন না। তাঁর জায়গায় দায়িত্বভার কাকে দেওয়া উচিত এ বিষয়ে তিনি কোনো ইঙ্গিত দেননি। প্রথম খলিফা হিসাবে নির্বাচিত হলেন আবু বক্কর। সম্পর্কের দিক থেকে তিনি ছিলেন হজরত মোহাম্মদের শ্বশুরমশাই।

হজরত মোহাম্মদ ছিলেন আয়েশার পিতা। তাঁর দ্বারা ইসলামিক গণতন্ত্র দুই বছর চার মাস ধরে বন্ধ ছিল। পরে খলিফা হলেন হজরত অমর। হজরত অমর কিছু নতুন বিধান আরম্ভ করেছিলেন, যেটা আরব সাম্রাজ্যকে নতুন রূপ দেয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। তাঁর বিধানগুলি কিছুটা ভালো ছিল। সম্পর্কের দিক দিয়ে তিনিও ছিলেন হজরত মোহাম্মদের শ্বশুরমশাই। তৃতীয় খলিফা হলেন উম্মইয়া বংশের সন্তান হজরত ওসমান। অমরের শাসনের কারণের জন্য স্বার্থপর প্রজারা দেশে হিংসা যুদ্ধ সৃষ্টি করে। এগুলোর কারণে তাকে ফল ভোগ করতে হয়। ওমর বাসভবনে প্রবেশ করলে তাকে তার চার জন আত্মীয় মেরে ফেলে দেয়।

ওসমানের আত্মীয়স্বজনেরা এই হত্যার দায়ভার হজরত আলীর ওপর চাপাতে চেষ্টা করলেন। কারণ হজরত আলী ছিলেন বানু হাসেন বংশের পুত্র। হজরত বংশের সঙ্গে উম্মইয়া বংশের অনেক দিন ধরে বিরোধ ছিল। যদিও তার মাঝখানে নবীর চালাকির কারণে কিছুটা বন্ধ ছিল। হজরত মোহাম্মদের নিজের শ্যালক নিহত আলী হলেন হজরত মোহাম্মদের জামাই। হজরত আলীর মৃত্যুর পর খলিফা হিসাবে নির্বাচন করলেন আলীর সন্তান হাসেনকে। হাসানের বিরুদ্ধে সৈন্যদল নিয়ে সে রওনা হল ইরাকের দিকে। হাসান সামনে মোয়াবিয়ার ধোকাবাজে এড়িয়ে গেলেন। ইমাম হাসান এক হিসাবে আজিনের ভগ্নীপতি। আজিদের দূর সম্পর্কের বোন যায়েদাকে বিয়ে করেন। প্রথম স্ত্রী হাসনে বানু, দ্বিতীয় স্ত্রী যায়েদা, তৃতীয় স্ত্রী জয়নাব। স্বপত্নী বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে এজিদ কূটনী মায়মুনা হাসানকে বিষ দিয়ে হত্যা করে। মায়মুনার দেওয়া বিষ যায়েদা তার স্বামী হাসানকে সরবতের মধ্যে দিয়ে পান করিয়ে হত্যা করে। এজিদ এবারে নিষ্কন্টক হল। এখন হাসানের ছোট ভাই বাকি থাকলো। হোসেন তাকেও হত্যা করে।

কারবালা কাহিনির ঐতিহাসিক বিবরণ

আল্লাহ্‌র হাবিব আখেরি নবীর প্রিয় দৌহিত্র হজরত আলী (রা:)-এর আদরের দুলাল, জান্নাতি রমণীদের সর্দার নবীনন্দিনী হজরত ফাতিমার নন্দন, আহলে বাইতের অন্যতম সদস্য, জান্নাতি যুবকদের সর্দার, বিশ্ব মুসলিমের নয়নমণি হজরত হোসাইন (রা:) আশুরা দিবসে কারবালা প্রান্তরে ফোরাত নদীর তীরে ইয়াজিদি বাহিনীর হাতে শাহাদাতবরণ করেন। এ নির্মম ঘটনা বিশ্ব মুসলিমের হৃদয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে।

'কারবালা' ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রান্তর, যেখানে বাষট্টি হিজরি সনের মহরম

মাসের ১০ তারিখ শুক্রবার হজরত হোসাইন (রা:) অত্যন্ত করুণভাবে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। জগতের জানা ইতিহাসে এটি একটি বিয়োগান্তক ঘটনা। কারবালা যেন আরবি 'কারব' ও 'বালা'-এর সরলরূপে পরিণত। 'কারব' মানে সংকট, 'বালা' মানে মুসিবত। তাই কারবালা সংকট ও মুসিবতের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কারবালার এ হৃদয়বিদারক ঘটনা মহিমাময় মহরম মাসের ঐতিহাসিক মহান আশুরার দিনে সংঘটিত হওয়ায় এতে ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়েছে। এতে এ শাহাদাতের মাহাত্ম্য যেমন বহুগুণ বেড়েছে, তেমনি আশুরা পেয়েছে ইতিহাসে নতুন পরিচিতি। তাই আজ আশুরা ও কারবালা সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'ফোরাত' কুফার একটি সুপ্রাচীন নদী। এ নদীর কূলে অবস্থিত কারবালার প্রান্তর। হোসাইনি কাফেলা যখন কারবালায় অবস্থায় করছে, তখন তাদের পানির একমাত্র উৎস এই ফোরাত নদী, যা উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের বাহিনী ঘিরে রাখে, অবরুদ্ধ করে রাখে নিরস্ত্র অসহায় আহলে বাইতকে। এ নদী থেকে পানি সংগ্রহ করতে গেলে ফুলের মতো নিষ্পাপ দুগ্ধপোষ্য শিশু আলী আসগর এক ফোঁটা পানির জন্য সীমার বাহিনীর তীরের আঘাতে শহীদ হয়। সেদিন ফোরাতকূলে 'পানি! পানি!' বলে অবর্ণনীয় মাতম উঠেছিল।

'কুফা' ইরাকের একটি বিখ্যাত শহর। পরবর্তীকালে হজরত আলী (রা:)-এর শাসনামলে খেলাফতের রাজধানী। আখেরি নবী হজরত মোহাম্মদ (সা:) এর সময় মুসলিম শাসনের প্রাণকেন্দ্র ছিল মদিনা মনাওয়ারা। নবীজি (সা:)-এর ওফাতের পর প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) প্রায় আড়াই বছর খেলাফত পরিচালনা করে ইন্তেকাল করেন। এরপর দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ফারুক (রা.) ১০ বছর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে শহীদ হন। তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান গণি (রা.) ১২ বছর খেলাফত পরিচালনা করে শাহাদাতবরণ করেন। এ সময় পর্যন্ত ইসলামি খেলাফতের রাজধানী ছিল মদিনা। চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রা.) দুই বছরের শাসনামলে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি হলে প্রশাসনিক সুবিধা বিবেচনায় তিনি খেলাফতের রাজধানী ইরাকের কুফায় স্থানান্তর করেন। এ সময় কুফা ছিল একটি প্রদেশ এবং কুফার গভর্ণর ছিলেন উবারদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ। তাঁরই নেতৃত্বে কারবালার নির্মম ঘটনা সংঘটিত হয়। এই কুফাই পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসে 'কুফা'-তে পরিণত হয়েছে। কুফাবাসী ইয়াজিদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য হজরত হোসাইন(রা.) কে শত শত পত্রের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানায়। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি সেখানে আগমন করলে তারা তাঁকে একাকী বিপদের মুখে ফেলে রেখে নিজেরা নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকে। 'দামেস্ক বর্তমানে সিরিয়ার রাজধানী। চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর হজরত হাসান (রা.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং ছয় মাস খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে সিরিয়ার গভর্ণর হজরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে খেলাফতের ভার অর্পণ করেন। হজরত মুয়াবিয়া (রা.) প্রশাসনিক সুবিধার্থে রাজধানী দামেস্কে স্থানান্তরিত করেন। সে সূত্রে ইয়াজিদ ক্ষমতাসীন হলে তার রাজধানী দামেস্কেই রয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে কালক্রমে ইসলামি খেলাফতের রাজধানী তুরস্ক ও মিশরে স্থানান্তরিত হয়। মিশর থেকেই ১৯২৪ সালে ইসলামি খেলাফতের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ও যবনিকাপাত ঘটে। সত্য ও ন্যায়ের

ওপর প্রতিষ্ঠিত কারবালার প্রান্তরে প্রতারিত নির্মম নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হোসাইনি কাফেলা চিরস্মরণীয় ও বরণীয়। প্রতিটি মহরম ও প্রতিটি আশুরা আমাদের সত্য ও ন্যায়ের ওপর দৃঢ়পদ থাকার মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়ে দেয়। জীবনের ব্রত, ত্যাগের শিক্ষা, আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করে; ভয়কে জয় করে, নিজের জীবন উৎসর্গ করে, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সহজ পথ ও সুন্দর সমাজ নির্মাণ করাই কারবালার শিক্ষা দিয়ে থাকে আমাদের বাংলাদেশের লোকদের। ঝারনি গান শুধুমাত্র আমাদের অঞ্চলেই হয় না অন্যান্য দেশে ও বিভিন্ন জেলায় হয়ে থাকে।

কারবালার মাধ্যমে প্রকাশিত
মর্মান্তিক সত্য কাহিনি

সমগ্র বিশ্ব মুসলিম-উম্মাহর কাছে আশুরার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অত্যন্ত গুরুত্বর্পূ। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকেই আশুরা দিবসটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে আসছে।

কারবালা প্রান্তরে মহানবী (সা.)-এর দৌহিত্র হজরত হোসাইন(রা.)-এর মর্মান্তিক শাহাদাত বরণ আশুরা দিবসকে আরও গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। কারবালার ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক কালো অধ্যায়। ৬১ হিজরির এ মর্মান্তিক শাহাদাতবরণ মুসলিম উম্মাহর হৃদয়কে আজও ভারাক্রান্ত করে।

এ মর্মান্তিক ঘটনার সূত্রপাত হল - হজরত মুয়াবিয়া (রা.) ২০ বছর খলিফা হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনার পর হিজরি ৬০ সালে ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের পর ইয়াজিদ অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। ইয়াজিদ ছিল নিষ্ঠুর, মদ্যপ ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক। এ কারণে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ তাকে ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি।

পক্ষান্তরে, মদিনা ও কুফার জনগণ ইমাম হোসাইন (রা.)-কে খলিফা হিসাবে দেখতে চেয়েছে। এরই মধ্যে এক সময় কুফার লক্ষাধিক মানুষ ইমাম হোসাই(রা.)-কে পত্র প্রেরণ করেন। এ পত্রে তারা দাবি জানান, সুন্নাহ পুনর্জীবিত এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে অবিলম্বে তার দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন।

যদিও এ সময় হজরত হোসাইন(রা.) ইয়াজিদের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে ইরাক থেকে চলে গিয়ে মক্কা-মদিনায় অবস্থান করছিলেন। মদিনায় অবস্থানরত সাহাবিরা এবং ইমাম হোসাইনের আপনজনরা এ সময় ইমামকে কুফায় যেতে বারণ করেন। কারণ তারা আশঙ্কা করেছিলেন, ইয়াজিদের পক্ষ থেকে বাধা এলে ইরাকবাসী ইমাম হোসাইনের পক্ষ ত্যাগ করবে।

কুফাবাসীর ডাকে সাড়া দিয়ে হজরত হোসাইন(রা.) তার চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনে আকিলকে ইরাকের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠান। আর বলে দেন যে, যদি সে পরিস্থিতি অনুকূল দেখে এবং ইরাকবাসীর অন্তর সুদৃঢ় ও সুসংহত মনে হয়, তাহলে যেন তার কাছে দূত প্রেরণ করে।

মুসলিম ইবনে আকিল কুফায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ১৮ হাজার কুফাবাসী তার কাছে এসে ইমাম হোসাইনের পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করে এবং তারা শপথ করে বলে, অবশ্যই আমরা জানমাল দিয়ে ইমাম হোসাইনকে সাহায্য করব। তখন মুসলিম ইবনে আকিল ইমাম হোসাইন(রা.)-এর কাছে পত্র পাঠিয়ে জানান যে, কুফার পরিস্থিতি সন্তোষজনক, তিনি যেন আগমন করেন।

ইয়াজিদের বিরুদ্ধে কুফাবাসীর সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে হজরত হোসাইন (রা.) তার পরিবারের ১৯ জন সদস্যসহ প্রায় ২০০ অনুচর নিয়ে কুফার উদ্দেশে রওনা হন। জিলহজ মাসের ৮ তারিখে ইমাম হোসাইন (রা.) মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন।

এ খবরে ইয়াজিদ উত্তেজিত হয়ে কুফার গভর্ণর নোমান ইবনে বশির (রা.) কে পদচ্যুত করে ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে কুফার দায়িত্ব প্রদান করে। ইমাম হোসাইন (রা.) যেন কোনভাবেই কুফায় প্রবেশ করতে না পারে সে নির্দেশও দেয় পাপিষ্ঠ ইয়াজিদ।

ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ কুফায় পৌঁছে সেখানকার জনগণকে কঠোর হস্তে দমন করে এবং মুসলিম বিন আকিলকে হত্যা করে। এরপর ইমাম হোসাইন (রা.) কে প্রতিরোধ করতে চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করে।

পরিবার ও সঙ্গীদের নিয়ে ইমাম হোসাইন (রা.) ফোরাত নদীর তীরে কারবালার প্রান্তরে পৌঁছলে ইবনে জিয়াদের বাহিনী তাদের অবরোধ করে ফেলে এবং ফোরাত নদীতে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেয়। হজরত হোসাইন (রা.) এর শিবিরে পানির হাহাকার শুরু হয়ে যায়।

এ সময় হজরত হোসাইন (রা.) তাদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, 'আমি তো যুদ্ধ করতে আসিনি, এমনকি ক্ষমতা দখল আমার উদ্দেশ্য নয়। তোমরা আমাকে ডেকেছ বলে আমি এসেছি। এখন তোমার কুফাবাসীরাই তোমাদের বাইয়াত পরিত্যাগ করছ। তাহলে আমাদের যেতে দাও, আমরা মদিনায় ফিরে যাই অথবা সীমান্তে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। অন্যথায় ইয়াজিদের কাছে গিয়ে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করি। কিন্তু হজরত হোসাইন(রা.) কে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে আদেশ দেয় ইবনে জিয়াদ। ঘৃণাভরে এ আদেশ প্রত্যাখান করেন ইমাম হোসাইন (রা.)।

মহরমের ১০ তারিখ সকাল থেকে ইবনে জিয়াদের নেতৃত্বে প্রায় ৪ হাজার ইয়াজিদ বাহিনী হোসাইন (রা.) এর ওপর আক্রমণ চালাতে থাকে। ইমাম হোসাইন (রা.) সাথীদের নিয়ে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। এ যুদ্ধে একমাত্র ছেলে হজরত জয়নুল আবেদিন (রহ.) ছাড়া পরিবারের শিশু, কিশোর ও নারীসহ সবাই একে একে শাহাদাতবরণ করেন।

মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ইমাম হোসাইন একাই লড়াই চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত নির্মম ও নির্দয়ভাবে ইমাম হোসাইনকে শহীদ করা হয়। সীমার নাম এক পাপিষ্ঠ তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। শাহাদাতের পর ইমাম হোসাইন (রা.)-এর ছিন্ন মস্তক বর্শা ফলকে বিদ্ধ করে এবং তার পরিবারের জীবিত সদস্যদের দামেস্কে ইয়াজিদের কাছে প্রেরণ করা হয়। ইমামের খণ্ডিত মস্তক দেখে ইয়াজিদ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

বলা বাহুল্য যে, কারবালার প্রান্তরে সে অশুভ দিনে পাপিষ্ঠরা যে নির্মমতা ও নির্দয়তার পরিচয় দিয়েছে, তা পাষণ্ড হৃদয়েও ব্যথার সৃষ্টি করে। শাহাদাতের পর হজরত হোসাইন (রা.)-এর দেহ মোবারকে মোট ৩৩টি বর্শা ও ৩৪টি তরবারির আঘাত দেখা গিয়েছিল। শরীরে ছিল অসংখ্য তীরের জখমের চিহ্ন। এ অসম যুদ্ধ একমাত্র ছেলে হজরত জয়নুল আবেদিন (র.) ছাড়া ৭০ থেকে ৭২ জন শহীদ হন।

ইয়াজিদের এ জয়লাভ বেশী দিন টিকে থাকেনি।

মাত্র চার বছরের মধ্যে ইয়াজিদের মৃতু হয়। এর কয়েকদিনের মধ্যে মৃত্যু হয় তার পুত্রের। কারবালার এ মর্মান্তিক হত্যায় জড়িত প্রতিটি ব্যক্তি কয়েক বছরের মধ্যেই মুখতার সাকাফির বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়। এরপর ইয়াজিদের বংশের কেউ শাসন ক্ষমতা লাভ করেনি।

ইমাম হোসাইন (রা.) আজও সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক হিসাবে মুসলিম উম্মাহর হৃদয়রাজ্যে বেঁচে আছেন। ইসলামের জন্য তার আত্মত্যাগ যুগের পর যুগ মুসলিম উম্মাহ্ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করবে।

ঝারনি গানের উৎসব

মালদা জেলায় জারিগানের জনপ্রিয় নাম ঝারনি। ঝারন শব্দ থেকে ঝারনি'র উদ্ভব হয়েছে। ঝাঁটার ব্যবহারেই এই গীতির এমন নামকরণের কারণ। হাতখানেক লম্বা মাঝারি আকারের বাঁশের একদিকের অংশ সরু সরু করে কেটে অনেকটা ঝাঁটার মতো তৈরি করা হয়, আরেকদিক হাতে ধরে মাটিতে কিঞ্চিত ঠুকে দিলে বিশেষ এক ধরনের শব্দ হয়। একেই বলে ঝারনি। দু'হাতে দুটি ধরে একটির সঙ্গে অপরটি ঠোকাঠুকি করলে এই শব্দ আরো জোর হয়। কমপক্ষে আট-দশজন ঝারনিবাদক তথা তোহার বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে গীতির সঙ্গে তাল ও লয় রক্ষার জন্য দুহাতের ঝারনি বাঁ ও ডানদিকে থাকা দুই জনের ঝারনির সঙ্গে ঠোকাঠুকি করেন। গীতির আঙ্গিকে রচিত এই গান সম্প্রীতির কথাই বলে। বস্তুত, জারিগানের বিষয় সাধারণত কারবালার করুণ কাহিনির বর্ণনাই করে; কিন্তু এই ঝারনি গীতিতে সময়ের দাবি মেনে রচয়িতা হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে গানের কথায় ধরেছেন। বাঙালির গানে গানে এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে। মালদা জেলার ঝারনি গীতিতে যে আচার যুক্ত আছে, তাতে হিন্দুও যুক্ত থাকেন। তাজিয়া ও নিশানের সামনে জল ঢেলে দেওয়া, মানত করা, শিরনি দেওয়া - এসবের পাশাপাশি 'লাঠি-তরোয়াল' খেলায়ও হিন্দুরা অংশ নেন। বাংলাদেশের লোকগীতির মধ্যে ঝারনির বিশেষ কদর আছে। এবং এই গানের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা বলাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

ঝারনি গান

পাহেনে সিঁসদা মেরে আল্লা দোসরে সালাম রাজল্লুউনা ঢেসরে সানাম হ্যায় ইমাম মেসেন কো জিসনে দুর্নিয়া বোধায়া আসেন হোসেন দোন ভাই দুর্গয়া কারাঘুলারে চাইটা সানাম হ্যায় বিধি ফাড়মাশে জিন কা খাতুন নিকা নাম হাসেন হোসেনা দোন ভাই আমাকা দুলারারো পাঁচমে সালাম হ্যায় ইমাম হোসেন কো নাকি উপকা নানা যে পাখি কা বাদানমে সার শর্চ দিনে সাহিদশে মাংণে ওরাণে — ছায়ই সে সানাম হ্যায় সাথ হোসেনকো যো ছুঁড়ে যে সাহিদান কারবালামে খুশি দিলমে সাহিদ থেকে ওয়াটোরে সার্চ মে সালাম হ্যায় মণিমাশাপাহালমানকো যোংকাফির কা মিটায়া নাম কারবালামে কাইদী সাব কো উদ্ধার কারণে ওয়ার্নারে আঠমে সালাম হ্যায় জাইনাল মোঃ খে মদিনা কা ইয়াম মাদিনা শাহারকে ঊর্মি মাসে জিদ সে নামাজ পারলেও যাসারে...

মহরাম আগায়া হ্যায়, আসু বাহানে ওয়ার্ল্ডে-২ এ আমুকেনা আরমে জিতলা চাহে? লানে তা আসুস্থো আরমে জিতনা চাহে ভাসানে এই কারণে অনেওয়ানে সু - হাহানে ওয়ারেন পিঁয়াজে সার এ নাবিকে না ওয়াসে জিতনেথে জাইনার কে সাহারে

বানোকে দুলারে এ আমার কে, সিতারে তুচাল থানা আকেলে মারা বেগুনা টুকু কার কার্ফির নাতির খিঁচকার কি যে তুম কুচভি আপনে দিল পার তির তাকানে ওয়ালো ইতনা কারাম দিঘায়ে লাস পারিখি ডুবে হয়ে যে রুপমে দেখনে ওয়ালে নামিথে ঘুনমে উঠানে ওয়ালে নাহিথে এ উম্মাত কে সিতারে দুনিয়া কে উদ্ধারে উধার বো রাহি থি জাইনাব ফাতেমাকে শাহ কার আটর বানো রোটিথি সিনা পিটকার এ আমাকে দুলারে চাল গাঢ়ে আঙ্কেলে কিতনে গিয়ে যে সাথ মে আল্লাকে দার পারসে নাপিয়ে যে পাশি ঘেমেকে কার বলমে এ সাবার কারণে ওখানে মুঝকো ও ...

আমিনাকে পিয়ারে থালেমাকে দুলারে সাব তুম ওয়ালে জান্নাত কে সরকারে কিনা জুলুম সামালে — দেখ রাহে যে কালে কামলী কাই সে ভুলু এ দাগ কাইসে মুখো হ্যায় হার উম্মাতকে সিতারে তুচলি গায়ে আকেলে সামিনা করে বোলমে থা দাম এ বাচ্চে কা ...

সুল ভালো দো জাহান উপপার দারগো মদিনাকে রাহে যে ওয়ালে কালে কামনী ওয়নে কারো উপসার নাজিল হুয়া করানা, উপপার জিসনে ঢাজ মার্দিনাথে দোজাহানকে বাসাথে সার নাথী কা সারদার নারী পিকাথে মাদিনা মোকাম তুমপে খোদাকেশ চিনায়া, হামকেশ সিধা রাস্তা দিঘায়া উপপার নাজিল হুয়া করান লাহে লাহা ফাইলাপে ওয়ানে কুর্ফিয়োকো চোরণেও উপপার নাজিল হুয়া পুরাই না হার মারি উচ্চাভিদ্য হাসেম জিনকেন তি উম্মাতকে নিয়ে পাতি দোন হুয়া কুরাবান হাসে কারবাল...

উপসংহার

মুসলিম সমাজের আজও এই ঝারনি গানের ধারা আগের নেই সমাদৃত। মহরম মাসের আগমন ঘটলেই ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের মধ্যে যেমন হাসান হোসেন কেন্দ্র করে উপবাসব্রত পালন করতে দেখা যায়, তেমনি অনেকটাই সংস্কৃতি মনস্কদের মধ্যে তাজিয়া-লাঠিখেলা-ঝারনি গানের প্রতি আনন্দ উৎসাহ দেখা যায়। হাসেন-হোসেনের নানা কাহিনী ও তথ্য সম্পূর্ণ জীবনের ঘটনা অবলম্বন করে ঝারনি গানের মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। হাসেন-হোসেনের জীবন, তৎকালীন মধ্য প্রাচ্যের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-মানসিক বিশ্লেষণ একেবারে শেষ হয়েছে, আর কিছু বাকি নেই - একথা স্বীকার করা যায় না।

পৃথিবীর অন্যান্য সংস্কৃতির তাঁর নিস্তব্ধতায় পথ চলা শুরু করে পুরো বিশ্ববাসীকে ভালোবাসা, প্রশংসা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, নিন্দা বিশেষ ধরনের নানা উপহার দিয়েছে। বাংলাদেশের ঝারনি গানের সমস্ত সংগ্রহ ও সমীক্ষায় ফুটে উঠেছে আমাদের দেশ ভাগ হয়েছে যার স্মৃতির কথা মিশ্র ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির ফলে লোকায়ত জীবন চর্চার মধ্যে নানা ধরনের প্রকাশ। বাংলাদেশের লোকেদের কাছে পুরাতনকে ফিরে পাওয়ার অদম্য প্রয়াস রয়েছে। তাঁর সঙ্গে বাংলাভাষী মানুষদের বাংলা ভাষার ঝারনি গান ও উর্দু ও খোট্টা ভাষার ঝারনি গানের চর্চার মধ্যে দিয়ে আলাদা আলাদা ধর্মের সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ দেখা গেছে।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ঝারনি গান)
২। মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা
৩। মোহাঃ সাদেকুল ইসলাম, ঝারনি গান : স্বরূপ ও সমীক্ষা, সমকালের জিয়নকাঠি, কলকাতা।

‘দ্রৌপদী’ একজন দলিত নারীর আত্মকথন

মারিয়াম জাহান
বাংলা অনার্স, তৃতীয় সেমেস্টার

নিম্নবর্গ ও নারী উভয় বিষয়ে যে সম্পর্ক মহাশ্বেতাদেবীর ‘দ্রৌপদী’ গল্পে তা পাওয়া যায়। চম্পাভূমির পবিত্র নির্ভেজাল কালো রঙের এক আদিবাসী কন্যা দ্রৌপদী। দোপ্‌দি মেঝেন, বয়স সাতাশ, স্বামী দুলন মাঝিন। জোতদার ও চা বাগানের মালিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে যায়। দুলন ও দোপ্‌দি কাজ করত বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ-বাঁকুড়ার নানা স্থানে। ১৯৭৩ সালে বিখ্যাত অপারেশন বাকুলিতে সূর্য সাউয়ের হত্যা করে নকশালকর্মী দম্পতি। দুলন ও দোপ্‌দি দীর্ঘদিন ঝাড়খনি জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। রাষ্ট্রের বিশেষ বাহিনী তাদের অনুসন্ধান করতে থাকে। দুলন ও দোপ্‌দি ঝাড়খনি বেলটের পাশে কাজ করত। এক সাঁওতাল যুবক মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে। সে অবস্থায় তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয়। নকশাল কর্মীরা জঙ্গলে আর ধরা পড়ছে না, বুঝতে পারে বিশ্বস্ত ক্যুরিয়ার

পেয়ে। সে যে দোপ্‌দি, সে সম্ভাবনা টাকায় নব্বই পয়সা। সেনানায়ক - "দোপ্‌দি মেঝেনকে ধর। সে ওদের ধরিয়ে দেবে।" ঝাড়খনি বেলটে অপারেশন। এখানে তার মুসাই ও তার বউ জানে। বাকুলি থেকে পালাবার পর নাম উপী মেঝেন। মুসাই-এর বউ-তু পালাতে পারিস না? - নাঃ। কতবার পালাব বল? ধরলে বা কী করবে বল? কাঁউটার করে দিবে, দিক। অবশেষে দোপ্‌দি ধরা পড়ে। দোপ্‌দি আকাশপানে কুলকুলি দিল। ওকে ক্যাম্পে আনা হয়। সেনানায়ক - "ওকে বানিয়ে নিয়ে এস। ডু দি নীডফুল"। তারপর এক নিযুত চাঁদ কেটে যায়। এক নিযুত চান্দ্র বৎসর। লক্ষ আলোকবর্ষ পরে দ্রৌপদী চোখ খুলে। নড়তে গিয়ে ও বোঝে এখনো ওর দু-হাত দু-পা খুঁটোয় বাঁধা। ও কোমরে চটচটে কী যেন। ওরই রক্ত। স্তন দুটি কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত, বৃত্ত ছিন্নভিন্ন। কত জন? চার-পাঁচ-ছয়-সাত- তারপর দ্রৌপদীর হুঁশ ছিল না। ওকে ঠিকমত বানানো হয়েছে। তারপর আবার বানানো হয়। সেনানায়ক বেরিয়ে দেখে সূর্যের প্রখর আলোয় উলঙ্গ দোপ্‌দি তার দিকে আসছে। এ কি? কাপড় কই ওর, কাপড়? দোপ্‌দি তীক্ষ্ণ গলায় বলে, "কাপড় কী হব? কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?" সেনানায়কের দিকে যেতে থাকে। সেনানায়ক প্রথম বার নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।

মহাশ্বেতা দেবী (১৪ জানুয়ারি ১৯২৬ - ২৮ জুলাই ২০১৬) ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক ও মানবাধিকার আন্দোলনকর্মী। মহাশ্বেতাদেবী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তীশগড় রাজ্যের আদিবাসী উপাজতিগুলির অধিকার ও ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করেছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী সমস্ত রকম আপোষের উর্ধ্বে উঠে নিজেকে রত রাখলেন লাঞ্ছিত অবহেলিত আদিবাসী সমাজের গ্রহণযোগ্য অংশীদার করে তুলতে। দেশের জীবনের একটা অংশ নিম্নবর্গীয় আদিবাসী সমাজ। মহাশ্বেতা দেবী বারবারই এই আদিবাসী সমাজের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তার গল্পে শুধুমাত্র আদিবাসী নারীর দুর্দশাই তুলে ধরেননি; পাশাপাশি তিনি সমাজের জাতিভেদপ্রথার জাঁতাকলে নারীরা কীভাবে নিষ্পেষিত হয়, সারা দুনিয়া নারীকে গ্রহণ করে তার চিত্রও তুলে ধরেছেন। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি চোখে পড়ার মতন, ডোম, লোধা, শবর বিভিন্ন জনজাতির কথা। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময়ই তাদের সঙ্গে অতিবাহিত করেছেন। তাদের পরিবেশ, পরিস্থিতি, যাপনচিত্র তাঁর কলমে ঐতিহাসিত দলিল হিসেবে স্বাক্ষর রেখেছে। কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও পরোক্ষভাবে তাদের সংগ্রামে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সমাজে চেতনার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছেন। বিশেষত আদিবাসী নারী চরিত্রেরা তাঁর কলমে অনন্য হয়ে উঠেছে, বুদ্ধিতে সাহসে প্রেমে ও প্রতিবাদে তারা একের পর এক নির্মিত হয়েছে মহাশ্বেতা দেবীর রচনায়। উপজাতিদের, নারীদের বঞ্চনা ও বিপন্নতার কথাই প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর ছোট গল্পগুলিতে। মহাশ্বেতা দেবীর কলমে নারী চরিত্রেরা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। শুধুমাত্র নারীদের মানসিক বিশ্লেষণ নয়, তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থানও স্পষ্ট করেছেন তিনি। এই সব চরিত্র নির্মাণে মহাশ্বেতা দেবী অদ্বিতীয়া। আদিবাসী জনজাতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সমস্যা তাঁর প্রতিবাদী কলমে বারবার উঠে এসেছে।

অনুভবের বিভিন্ন স্তরের নিবিড়ি বিস্তারও তাঁর প্রতিটি রচনার মধ্যে বিরাজমান। নিম্নবর্গ ও নারী উভয়ের মধ্যে যে কলমের টানাপোড়েন মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী'তে স্পষ্ট।

নকশাল আন্দোলনকে ভরকেন্দ্র রেখে প্রান্তিক নিম্নবর্গের উত্তর উপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর গর্ভে শোষণাগ্নির দাহে আর্ততার আখ্যান মহাশ্বেতা দেবী নির্মাণ করলেন অগ্নিগর্ভের নায়ক-নায়িকা। সংকলনের ভূমিকায় লেখিকা তাঁর রচনার স্পটকৃত উদ্দেশ্য বিবৃত করেছেন - "নকশাল-বাহির ঘটনাবলী এবং তার প্রেক্ষাপটে উল্লেখ এখানে মুখ্যত আমার কাহিনীগুলির পটভূমির প্রয়োজন হলেও, অনস্বীকার্য যে এদেশের কয়েক দশকের জীবনযাত্রায় সেটাই ছিল সর্বাধিক উল্লেখ্য এবং প্রাণিত হবার মতো ঘটনা।" নকশাল-বাড়ির ঘটনাবলী এবং তার প্রেক্ষাপটের উল্লেখ এখানে মুখ্যত আমার কাহিনীগুলির পটভূমির প্রয়োজন হলেও, অনস্বীকার্য যে এদেশের কয়েক দশকের জীবনযাত্রায় সেটাই ছিল সর্বাধিক উল্লেখ্য এবং প্রাণিত হবার মতো ঘটনা।" নকশাল আন্দোলনের চূড়ান্ত রায় লেখিকা রেখে যাননি। কিন্তু জোতদার ও চা-বাগানের মালিকদের প্রতি তরুণদের তাৎক্ষণিক জবাবকে সমবেদনা জানাতে ভোলেন নি।

জোতদার ও চা-বাগানের মালিকদের নিরঙ্কুশ শোষণ, স্বেচ্ছাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে শুরু হওয়া নকশাল আন্দোলন উত্তরবঙ্গ থেকে ক্রমশ সারা বাংলায় ছড়িয়ে যায়। কৃষক ও তরুণদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে কেঁপে ওঠে সারা বাংলা। চারু মজুমদারের নেতৃত্বে ওঠে "চীনের পথ আমাদের পথ, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান আর বন্দুকের নল সমস্ত শক্তির উৎস" শ্লোগানে। নকশাল আন্দোলনকে নিজের চরম জায়গায় পৌঁছায় আমাদের অগ্নিগর্ভ-এর নায়ক-নায়িকা। গল্পটির নাম শুনলে মনে পড়ে গায়ত্রী চক্রবর্তী 'স্পিভাককে' বলা হয় মহাশ্বেতা দেবীর কথাগুলো - "মনে রেখো মহাভারতের দ্রৌপদী কৃষ্ণাঙ্গী, নিশ্চয় আদিবাসী কন্যা। হিমাচলন প্রদেশে আজও দেখা যায় একাধিক ভাইকে বিয়ে করে মেয়েটি বহুভর্তিকা হয়। মহাভারতের দ্রৌপদী যেমনটি করেছিলেন।" তাছাড়া আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সঙ্গে আলাপচারিতায় মহাশ্বেতা দেবী নিজে বলেছেন তাঁর সাহিত্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ইতিহাসপ্রিয়তার কথা - 'আমি চিরকালই বিশ্বাস করেছি ইতিহাসে।'

নকশাল আন্দোলনকে ভরকেন্দ্র রেখে প্রান্তিক নিম্নবর্গের উত্তর উপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর গর্ভে শোষণাগ্নির দাহে আর্ততার আখ্যান মহাশ্বেতা দেবী নির্মাণ করলেন 'অগ্নিগর্ভ' সংকলনে। গল্পের নায়িকা দ্রৌপদী চম্পাভূমির পবিত্র নির্ভেজাল কালো রক্তের দ্বৈত সাঁওতাল আদিবাসী কন্যা। মহাশ্বেতা দেবী মহাভারতের দ্রৌপদীকে নতুন ভাবে রূপায়িত করেছেন তার গল্পে। সে হয়ে উঠেছে আদিবাসী নারী দোপ্‌দি মেঝেন। একদিকে সে নকশাল কর্মী এবং অপরদিকে ধর্ষিত লাঞ্ছিত নারী এবং তার শরীর জুড়ে রয়েছে বিদ্রোহের আগুন। ক্রমশ রাষ্ট্র ও প্রশাসনের কাছে ত্রাসের রূপ নেয়। লেখিকা নকশাল আন্দোলন ত্রস্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। 'দ্রৌপদী' গল্পের পূর্বসূত্র নিহিত আছে -অপারেশন। ১৯৭৩ সালে অপারেশন বাকুলিতে জোতদার সূর্য সাউকে হত্যার অন্যতম দুই নকশালকর্মী এই সাঁওতাল

দম্পতি। দ্রৌপদি মেঝেন ওর মা যে বছর বাকুলির সূর্য সাহুর বাড়িতে ধানভানারী ছিল সে বছর তার জন্ম। নকশাল কর্মী দ্রৌপদী একাধিক চরমপন্থী কাজের সঙ্গে যুক্ত। থানা আক্রমণ, বন্দুক অপহরণ, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি ঘটনায় সক্রিয়ভাবে সে অংশগ্রহণ করেছে। দুলন ও দোপ্‌দি দীর্ঘদিন নিয়নডারথাল অন্ধকারে নিখোঁজ থাকে এবং বিশেষ বাহিনী সে অন্ধকারে সশস্ত্র সন্ধানে থাকে। যেহেতু বাকুলি থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে দোপ্‌দি ও দুলন প্রায় সকল জোতদার ঘরে কাজ করেছে, সেহেতু তারা হন্তব্যদের বিষয়ে হন্তাদেরকে টপাটপ খবর দেয় এবং সগর্বে ঘোষণা করে তারাও সেনানী, রেঙ্ক অ্যাণ্ড ফায়ার।

দুই তকমাধারী ইউনিফর্মের মধ্যে সংলাপ

এক তকমাধারী : সাঁওতালীর নাম দোপ্‌দি, ক্যান? আমি যে নামের লিস্টি লইয়া আসছি তাতে ত এমুন নাম নাই? লিস্টিতে নাম নাই এমুন নাম কেউ থুইতে পারে?

দুই তকমাধারী : দ্রৌপদী মেঝেন। ওর মা যে বছর বাকুলির সূর্য সাহুর বাড়িতে ধানভানারী ছিল, সে বছর ওর জন্ম। সূর্য সাহুর বউ ওর নাম দিয়েছিল।

এক তকমাধারী : অহনকার অপিচাররা জানে ক্যাবল ফশফশাইয়া ইংরাজী লিখতে। হেয়ার নামে এত লিখছে কি?

দুই তকমাধারী : মোস্ট নটোরিয়াল মেয়েছেল। লং ওআনটেড ইন মেনি ...

অবশেষে দুর্ভেদ্য ঝাড়খানি জঙ্গল সেনানী দিয়ে চক্রব্যূহে বেড়ে ফেলা হয়, আর্মি ভেতরে ঢোকে ও রণভূমি চিরে চিরে পলাতকদের খোঁজে। পরবর্তী ফেজে তারা সম্মুখ সংঘর্ষে ধরা দেয় না। তাতে এখন মনে হচ্ছে তারা কোনো একজন বিশ্বস্ত কুরিয়ারকে পেয়েছে। সে যে দোপ্‌দি, সে সম্ভাবনা টাকায় নব্বই পয়সা। দোপ্‌দি দুলনকে রক্তাধিক ভালবাসত। এখন সেই ওদের বাঁচাচ্ছে নিশ্চয়। তাই নোনায়কের কঠিন আদেস - 'দোপ্‌দি মেঝেনকে ধর। সে ওদের ধরিয়ে দেবে।' সূর্য সাউয়ের দল রাষ্ট্রকে ব্যবহার তার দোপ্‌দি মেঝেনের মত প্রজন্মব্যাপী করতে থাকে। তাই দুলন ও দোপ্‌দিরা সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে রাষ্ট্রের ওপর প্রত্যাখ্যাত করে নতুন বিদ্রোহ আন্দোলনের সূচনা করেছে। একই সঙ্গে দোপ্‌দির ওপর সম্মিলিত পুরুষ রাষ্ট্রের যে নারকীয় অত্যাচার চলে তাতে ভেঙে না পড়ে সে পুনরায় ধর্ষণে আহ্বান করেছে পুরুষ সমরাষ্ট্রকে।।

রাষ্ট্রের মধ্যে চিরন্তন শান্তি চাই কিন্তু শান্তি হিসাবে কেন নেমে আসে রাষ্ট্রীয় নারী ধর্ষণ? দ্রৌপদী নাম শুনলে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে মহাভারতের দ্রৌপদীর কথা। দুর্যোধনের আদেশে বলপূর্বক কেশাকর্ষণ করে একবস্ত্রা, রজঃস্বলা দ্রৌপদীকে সভাস্থলে টেনে এনেছেন দুঃশাসন। দ্রৌপদীকে সভামধ্যে বিবস্ত্র করার নির্লজ্জ আদেশ তিনিই দিলেন। প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়েও অবশ্য বিবস্ত্রা করা যায়নি দ্রৌপদীকে। ধর্ম তাকে বস্ত্রাবৃত করে রাখে। সভাস্থলে লাঞ্ছিত অবহেলিত অসহায় নারী নিষ্ঠুর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন দ্রৌপদী। কিন্তু এখানে বিজেতা হয়েছেন দ্রৌপদী, দ্রৌপদীর কণ্ঠে ধ্বনি অগ্নিস্বর -

"ধিক, ভারতবংশের ধর্ম লোপ পেয়েছে। ক্ষত্রিয় ধর্মজ্ঞদের চরিত্রও নষ্ট হয়ে গেছে। নইলে সকলে কেমন করে কৌরবধর্মের এই মর্যাদালঙ্ঘন সহ্য করেছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, মহামতি বিদুর ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র যেন প্রাণহীন বলে মনে হচ্ছে।" দ্রৌপীদ লাঞ্ছিতা কিন্তু তেজোময়ী।

আদিবাসী নারী ধর্ষণ ও হত্যার কথা মনে করবেন, তখন মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপীদ' গল্প প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

অতএব অপারেশন ঝাড়খানি ফরেস্ট থামতে পারে না। দুর্ভেদ্য ঝাড়খানি জঙ্গল দিয়ে চক্রব্যূহে বেড়ে ফেলা হয়, আর্মি ভেতরে ঢোকে ও রণভূমি চিরে চিরে পলাতকদের খোঁজে। একই সঙ্গে কার্টোগ্রাফার বনের ম্যাপ আঁকতে থাকেন ও সেনারা জলপানের অবলম্বন ঝর্ণা ও কুণীগুলি পাহারা দেয় আড়ালে থেকে, আজও খুঁজছে। তেমনই এক তল্লাশকালে সেনাদের খোঁজিয়াল দুখিরাম ঘড়ারী দেখতে পায় চ্যাটাল পাথরে উপুড় হয়ে শুয়ে এক সাঁওতাল যুবক মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে। সে অবস্থায় তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয় ও যেতে যেতে সে দু-হাত ছড়িয়ে ভীষণ গর্জমে 'মা-হো' বলে সফেন রক্ত উদ্‌গিরণ করে নিশ্চল হয়। পরে বোঝা যায় সেই কুখ্যাত দুলন মাঝি। এই 'মা-হো' শব্দটির মানে কি? এটি কি আদিবাসী ভাষায় উগ্রপন্থী স্লোগান? ক্যাম্পের জলবাহী সাঁওতাল চমরু দুই বিশেষজ্ঞকে দেখে ফুচফুচিয়ে হাসে, বিড়ি দিয়ে কান চুলকোয় ও বলে, 'উটি মালদ'-র সাঁওতালরা সেই গাঁধীরাজার সময়ে লড়তে নেমে বলেছিল বেটে! উটি লড়াইয়ের ডাক। তা হেখা কোন বেটা 'মা-হো' বলল বেটে? মালদ হতে কেউ এল?

দুলন বলেছিল, আমি আগে কোপ দিব হে। আমার বাপের বাপ ধান বাড়ি নিয়াছিল সে ধার শুধতে আজও বেগারী দেই।

দোপ্‌দির চম্পাভূমির পবিত্র নির্ভেজাল কালো রক্তের আদিবাসী সাঁওতাল কন্যা। চম্পা থেকে বাকুলি, কত লক্ষ চাঁদের উদয়াস্তের পথ। রক্তে ভেজাল মিশতে পারত। দোপ্‌দির পূর্বপুরুষদের জন্যে গর্ব হল। তারা কালো কুঁচের কুচিলায় মেয়েদের রক্ত পাহারা দিত।

ঝাড়খানি বেলটে অপারেশন। এখানে তার নাম মুসাই ও তার বউ জানে। বাকুলি থেকে পালাবার পর নাম উপী মেঝেন। মুসাই-এর বউ-তু পালাতে পারিস না? - নাঃ। কতবার পালাব বল? ধরলে বা কী করবে বল? কাঁউটার করে দিবে, দিক।

অতএব, দোপ্‌দির খোঁজ চলতে থাকে। ঝাড়খানি জঙ্গল বেলটে অপারেশন চলেছে - চলছে - চলবে।

আমাদের গল্পের অগ্নিকন্যা সত্যি একদিন ধরা পড়ে। রাষ্ট্র দ্রোহের পরিণাম সংশোধনাগার নয়, বরং 'সামরিক পৌরুষ' দ্বারা ধর্ষিত হওয়া। সাঁওতাল নকশাল মেয়েদের কাছে এ ভবিতব্য ক্রমশ জলভাতের তুল্য।

অরিজিতের গলা, যখন জিতছ - তা যেমন জানবে, যখন হারলে - তা মানবে এবত পরের স্টেজ থেকে কাজ করবে।

দোপ্‌দি এখন দু-হাত ছড়িয়ে আকাশপানে মুখ তুলে জঙ্গলের দিকে ঘুরে গিয়ে সর্ব সত্তার শক্তি দিয়ে 'কুলকুলি' দিল। দ্রৌপদী তার সহকর্মীদের সতর্ক করতে ভোলে না। দ্রৌপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেণ্ডেড হয়। তাকে ক্যাম্পে আনা হয়। সেনানায়কের নির্দেশ - 'ওকে বানিয়ে নিয়ে এস। ডু দি নীডফুল' বলে তিনি অন্তর্ধান করেন।

তারপর এক নিযুত চাঁদ কেটে যায়। এক নিযুত চান্দ্র বৎসর। লক্ষ আলোকবর্ষ পরে দ্রৌপীদ চোখ খুলে, কী বিস্ময়, আকাশ ও চাঁদকেই দেখে। পাছা ও কোমরের নিচে চটচটে কী যেন? ওরই রক্ত ... নিচের ঠোঁট চাপে। বুঝতে পারে যোনিদ্বারে রক্তস্রাব। কতজন ওকে বানিয়ে দিতে এসেছিল?

ঘোলাটে চাঁদের আলোয় বিবর্ণ চোখ নিচের দিকে নামাতে নিজের স্তন দুটি চোখে পড়ে এবং ও বোঝে হ্যাঁ - ওকে ঠিকমত বানানো হয়েছে। পাশে চোখ ফিরিয়ে দেখে সাদা কি যেন দেখে। ওরই কাপড়। তার ওপর সক্রিয় মাংসের পিস্টন ওটে ও নামে, ওটে ও নামে। তারপর আবার বানানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। থাকে শুধু অন্ধকার। একটি বাধ্য হয়ে পা ফাঁক করে চিতিয়ে থাকা নিশ্চল দেহ।

জেলে পাগলা ঘন্টি পড়লে যেমন হয়, ছুটোছুটি লেগে যায় এবং সেনানায়ক বিস্মিত হয়ে বেরিয়ে এসে দেখেন সূর্যের প্রখর আলোয় উলঙ্গ দ্রৌপদী সোজা মাথায় হেঁটে তার দিকে আসছে। সন্ত্রস্ত সান্ত্রীরা তার কিছু তফাতে।

- কাপড় কই ওর, কাপড়?

- পরছে না সার। ছিঁড়ে ফেলেছে।

দ্রৌপদীর কালো শরীর আরো কাছে আসে। দ্রৌপদী দুর্বোধ্য, সেনানায়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাঁপে। হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে ব সে রক্ত হাতের চেটোতে মুছে ফেলে দ্রৌপদী দাঁড়ায় কুলকুলি দেবার মত ভীষণ আকাশচেরা, তীক্ষ্ণ গলায় বলে - তুর সাঁধানের মানুষ, দোপ্‌দি মেঝেন। বানিয়ে আনতে বলেছিলি, তা কেমন বানিয়েছে দেখবি না?

চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুতু ফেলতে সোননায়কের সাদা বুশ শার্টটি বেছে নেয় এবং সেখানে থুতু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। কাপড় কি হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, পাকড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু? ... আর কি করবি? লেঃ কাউটার কর লে। কাউটার কর?

সে এভাবেই সেনানায়ককে অপমান করে।

দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।

কৌরব সভার মধ্যে যে লাঞ্ছনা, অপমান, সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন দ্রৌপদী। তার কাতর চোখের জলই ছিল তীক্ষ্ণ প্রতিবাদের ভাষা। আর মহাশ্বেতার দ্রৌপদী তার উলঙ্গতাকেই করেছে প্রতিবাদী স্বর। রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের পুরুষ কেন শাসনের আড়াসল নিম্নবর্গ তথা নারীকে শাসন করছে শরীরে। দ্রৌপদী তার উলঙ্গ শরীরকে নিজের অস্ত্র করে তুলে। "১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল আদিবাসী মেয়েদের ধর্ষণ। শাসনের দণ্ড, শান্তির নামে নেমে আসছে নারী ধর্ষণ? নাকি রাষ্ট্র নিজেকেই ধর্ষণ করছে? ঠিক একই রকম প্রশ্ন তুলে নারীবাদ। ভারতের নারীবাদ ভারতের নারীদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার আন্দোলন। এই ধারণাগুলিকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রেও এই আন্দোলনের অংশীদাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। নারীদের সামাজিক অধিকার, সমান পারিশ্রমিকে কাজ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় সমানাধিকার এবং রাজনীতিতে সমানাধিকার, নারী ধর্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করাই নারীবাদ (feminism) এর মূল লক্ষ্য। ভারতের নারীবাদী আন্দোলনের সাফল্য এখনও অবধি সীমিত। আধুনিক ভারতের অধিবাসী নারীদের বহু ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হতে হয়। মহাশ্বেতার দ্রৌপদী তার উলঙ্গতাকেই করে তুলে প্রতিবাদের স্বর। আর এভাবেই নিম্নবর্গী দ্রৌপদীর ওপর রাষ্ট্র দাঁত-নখ বের করে থাকা রাষ্ট্র পুরুষ

তথা উচ্চবর্গের শোষণের বিরুদ্ধে অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি করে তুলে। কত নারী দিনের পর দিন এই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে?... যে নারীগুলো ধর্ষিত হয়েছে তারা কি শুধু ধর্ষিত, নাকি দেশের সমস্ত নারী ধর্ষিত। ধর্ষণের শিকার নারীদের মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হতে হয় এবং আঘাত-পরবর্তী চাপ বৈকল্যে আক্রান্ত হয়। এছাড়া ধর্ষণের ফলে গর্ভধারণ ও যৌন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির পাশাপাশি গুরুতরভাবে আহত হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া, ধর্ষণের শিকার নারী ধর্ষকের দ্বারা এবং কোনো কোনো সমাজে ভুক্তভোগীর নিজ পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের দ্বারা সহিংসতার শিকার হতে হয় নারী সমাজকে।

মহাভারতের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ যেমন করে প্রশ্ন তুলেছে কৌরবদের রুচি, সামাজিকতা এবং মানবিকতা সম্পর্কে; ঠিক একইরকম দোপ্‌দি মেঝেনকে নগ্ন ও ধর্ষণ করার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসা রাষ্ট্রের ভদ্রবেশী চেহারা বেরিয়ে পড়েছে নগ্ন ও কুৎসিত। কোন নিম্নবর্গীয় ধর্ষিত নারী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থাকে জানিয়ে বসে উন্মুক্ত শরীরের আহ্বন? আসলে রাষ্ট্রের নানান ক্ষমতাগুলির মধ্যে নারীকে ধর্ষণ করাটা মতাদর্শনের উপাদান হয়ে ওঠে। কি একটা নিজের দেশের নারীর সম্মান সম্মানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের কাছে ব্যবস্থা। দ্রৌপদীকে সারা রাত ধরে বানিয়ে নিয়ে আসা কি সেনাদের তৃপ্ত করেছে। কিন্তু গল্পের বাঁক ঘুরে যায় যখন দোপ্‌দি তার উন্মুক্ত শরীরে আহ্বান জানায় রাষ্ট্রকে। মণিপুরী মেয়েরা দৌপদী মেঝেন-এর প্রতিবাদ জানায় নগ্ন হয়ে নিজেকে ধর্ষিত হতে চাওয়ার মধ্য দিয়ে। কেবল ধর্ষণের অধিকার নির্ভর করবে পুরুষ সমাজের ওপর? পদ্মকে ছিঁড়ে খুঁড়ে এলাকার করে দেয় রাষ্ট্রের ভদ্রবেশী পুরুষ। দ্রৌপদী নিজের উন্মুক্ত শরীরে আহ্বান জানায় রাষ্ট্রকে কিন্তু দ্রৌপদী কি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হলো না?

মহাশ্বেতা দেবী তার গল্পে শুধুমাত্র আদিবাসী নারীর দুর্দশাই তুলে ধরেননি; পাশাপাশি তিনি সমাজের জাতিভেদপ্রথার জাঁতাকলে নারীরা কিভাবে নিষ্পেষিত হয়, নিম্নবর্গীয় নারীকে গ্রহণ করে তার চিত্রও তুলে ধরেছেন। সবকিছুর মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে বিনয়ী এক অধিকারের দাবী, সেই নিম্নবর্গীয় নারী অধিকারকে, দাবীকে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় 'দ্রৌপদী' ইতিহাস। মহাশ্বেতার আধুনিক ভারতের দ্রৌপদী সম্পূর্ণ বৃত্ত।

উপসংহার - স্বাধীনতার পর থেকে ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষজনদের নিয়ে যে ইতিহাসচর্চা শুরু হয়, তাকেই বলা হয় নিম্নবর্গীয় ইতিহাস। অর্থাৎ নিম্ন জাতি, সমাজের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের দ্বারা লাঞ্ছিত এবং অবহেলিত তারা কি নিম্নবর্গ? দীর্ঘকাল ধরে আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত কিংা উচ্চবিত্ত জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে এই অন্তবাসী মানুষদের আমরা যেন দেশজ মানচিত্র থেকে মুছে দিয়েছি। মহাশ্বেতার 'দ্রৌপদী' গল্পে কি দ্রৌপদী নিম্নবর্গ? মহাভারতের দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর দ্বারা ভুক্ত হন, প্রতি রাত্রে পালা করে। এভাবে যদি হয়ে পরিবারের যান বৃহত্তর রাষ্ট্রিক পটভূমিতে। তার দ্রৌপদী রাষ্ট্রিক নিষ্ঠুরতার শিকার হয়। অ্যাপ্রিহেনশন অ্যাণ্ড এলিমিনেশন করে তরুণ নকশাল কর্মীদের হত্যার

অভ্যাস। বিবস্ত্র দোপ্‌দি সামনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারে শুধু বন্দুকের নলই কি সমস্ত শক্তির উৎস? আর অনার্য দোপ্‌দি নিজেই ধর্ষকামের আহ্বান জানিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিয়েছে সেনাশিবিরে। দ্রৌপদীর মিথ্‌কে ব্যবহার করে বর্তমান সমাজের নগ্ন রূপটি মহাশ্বেতা দেবী তুলে এনেছেন। নারীর ওপর পুরুষ রাষ্ট্রের জন্তব অত্যাচার একই সঙ্গে মিথ আবার ইতিহাস বটে। মহাশ্বেতা দেবীর দ্রৌপদী গল্পে আছে এক নারীর লাঞ্ছনা থেকে শুরু করে তার শরীরকে ভোগ করা মতাদর্শের উপাদান কেবল নির্ভর করে পুরুষের মর্জির ওপর। শুধু না খেয়ে মৃত্যুর সাধক হতে নিম্নবর্গ নয়। দোপ্‌দিকে রাষ্ট্রের পুরুষ নিজের স্বার্থের জন্য সারারাত ধর্ষণের মাধ্যমে সেই যন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত করে রাখে। দ্রৌপদী সেই লাঞ্ছিত ও অবহেলিত দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে। নগ্ন দ্রৌপদীকে দেখে নয়, কলাক্ষেত্রের এই অনুপম প্রয়োজনটি দেখে কুঁকড়ে মরছি লজ্জায়। আমাদের দেশে তো দ্রৌপদীর মতো অনেক নারী শারীরিক নিগ্রহের ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, এখনো হন।

গ্রন্থপঞ্জি : দেবী, মহাশ্বেতা, ১৯৭৮, দ্রৌপদী, করুণা প্রকাশনী, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, ২০১৫, নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, এস. এস. প্রিন্টার্স, ৮-নরসিংহ লেন, কলকাতা - ৯।

ডোমনি গান

সুজিৎ মণ্ডল
বাংলা অনার্স, পঞ্চম সেমেস্টার

ডোমনি গান হল মালদা জেলার একটি বিখ্যাত গান। এই গানটি মালদা জেলার ইংলিশবাজারের পশ্চিমে অবস্থিত মানিকচক, রতুয়া ও হরিশ্চন্দ্রপুরে অবস্থান করেছে। বর্তমান মালদার পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাশের প্রদেশ বিহার ঝাড়খণ্ডের সীমানায় জনপ্রিয় ছিল। রাজমহল, ঝারখণ্ড, তিনপাহাড়, বারহারওয়ার অঞ্চলের আশেপাশে খুব জনপ্রিয় ছিল ডোমনি নাচ ও অভিনয় নিয়ে। মানিকচক ব্লকের ডোমহাট, বাঁকিপুর, শ্যামসুন্দরী, গোপালপুর, খয়ের তলা, তিনঘরিয়া ডোমনি বেশ জনপ্রিয় গান।

ডোমনি গান পশ্চিম মালদা-ঝারখণ্ডের সীমান্ত অঞ্চলের খুব জনপ্রিয় গান। সাধারণ জীবনযাত্রা গ্রাম্য ঘরোয়া কাহিনি এর বিষয়। এদের দুঃখ, দারিদ্র্য, হতাশা প্রভৃতি দিকে গান প্রকট হলেও অনাবিল হাস্যরসের যোগদান দেয় গানের কথা বিষয় ও শিল্পীদের অঙ্গভঙ্গি গান সংলাপে ডোমনি উক্ত অঞ্চলের খোট্টা ভাষাকেই আশ্রয় করে থাকে

ও আছে। ডোমনি অঞ্চলের মানুষের শিক্ষা সচেতনতার অভাব বিশেষ উদ্যোগ ও উদ্যোগীদের অভাব শিল্প ও শিল্পীদের আর্থিক সামাজিক দুরবস্থাও কম দায়ী নয়।

ডোমনি নামে সেই ডোম-ডোমনি অন্ত্যজ আদিবাসী জাত বর্ণের প্রসঙ্গে মনে আসে প্রায় সকলের। ডোম বা ডোমনি অস্পৃশ্যতা, ছলনা, রহস্য বা ডোমদের আচার ব্যবহার প্রেম আসক্তি দিয়ে নাচ গান সংজ্ঞা প্রভৃতি ডোমনি গানের বিষয় ভাবনাকে মনে করায়। আমাদের ভারতবর্ষের সভ্যতা সংস্কৃতি অনুসারে দেবাদিদেব মহাদেবের প্রসঙ্গ এসেই পড়ে। একবার শিব কুচনি পাড়ায় যাতায়াতে কোন ডোম রমণীতে আসক্ত হলে পার্বতী জানতে পেরে বিপথগামী শিবকে রক্ষা করতে সে পথেই ডোমনি বেশ ধারণ করে। পরে আসক্ত শিব বুঝতে পারে এবং দুর্গা বা পার্বতীর নির্দেশে শাস্তি স্বরূপ ডোমরা বা ডোমের স্বামী সাজতে বলে মিলনের আশ্বাস দেয়। এই ডোমডোমনি প্রসঙ্গ ও ডোমনির শিল্পীরা বলে থাকেন।

ডোমনি গানকে কেউ কেউ কেচ্ছা গানও ভাবেন, সেকালে চৈত্র সংক্রান্তির পরে মধ্যবিত্ত পরিবার ছোটো ছোটো ডোম দল গিয়ে সেই বাড়ির আবার কখনো বা অন্য পরিবারের কেচ্ছা কাহিনি গানে গল্প তুলে ধরত। এই কেচ্ছা কাহিনি ফাঁসের ভয়ে পরিবারের কর্তা গিন্নিরা গানের দল বা শিল্পীদের বিদেয় দিতো। আবার কেউ ডোমনি নাম প্রসঙ্গে নারীর মুখরা স্বভাব ও তাদের তৈরি চ্যাঙারি, ফিরনি প্রভৃতি বিক্রি করতে গিয়ে যে উপযুক্ত দাম না পেয়ে যেভাবে গালাগাল দিত ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতো বা তারা মদ-তাড়ি খেয়ে সমাজের মুখ খারাপ করতো বা একে অন্যের কেচ্ছা কাহিনি ফাঁস করতো বা ডোমের কথা গোছের স্বভাব ভঙ্গীকে ডোমনি প্রসঙ্গ বলে থাকেন।

মালদার মানিকচক এলাকার চাঁই বা চাঁই মণ্ডল সম্প্রদায়ের সেই ২০-৪০ বছর পূর্বে একটু হলে

ডোমকচ নামের এক প্রথার চল আছে। বরযাত্রীগণ বর-সহ বিয়ের উদ্দেশে রওনা হলে পুরুষ-শূন্য বিয়ে বাড়ির মহিলারা সারারাত জেগে চোর ডাকাতের হাত থেকে বাঁচতে বা নিছক মজা মস্করা করে বাড়ি পাহারা দিয়ে রাত কাটাতো এমনকিট তাদের গান-কথা-মজা করে পরের দিন সকাল-দুপুর পর্যন্ত অন্যের বাড়িও ঘুরে বেড়াতো। আর তাই বাড়ি ফেরার সময় তাদের গীত সংলাপ কখনো কখনো পুরুষ মানুষদের লজ্জা-সরমে মুখ ঢেকে দিতো। এই নাচ গানের সাজ সাজতো তারা শার্ট-প্যান্ট গোঁফ দাড়ি সহযোগে ও এই অনুষ্ঠানের নাম কমও ডোমিন গানের সামনে পেছনে থাকতে পারে।

আবার মনসামঙ্গলের কাব্যকথার বেহুলা-লখিন্দর প্রসঙ্গও ডোমনির নামকরণের পেছনে থাকতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। বেহুলা কর্তৃক ডোমনির ছদ্মবেশ ধারণে চম্পক নগরে আগমনের প্রসঙ্গটি এ প্রসঙ্গে টেনে আনেন। আবার রাজা বল্লাল সেনের মৃগয়াকালে এক ডোম রমরির প্রতি আসক্তি বিবাহ ও রাজ্যে তুমুল আলোড়নে কুল-পুরোহিত ইত্যাদি প্রচলিত প্রসঙ্গের কথা বলেন। ডোমনি গবেষক মনে করেন, ডোমনি মালদা ঘাড়খণ্ড সীমানা লাগোয়া গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে চাঁই সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীত ডোমনি গানের অভিনেতা ও জনপ্রিয়তার চাঁইদের প্রাধান্য ছিল। বর্তমানে ডোমনি গানের প্রধান শিল্পী মানিকচক থানা ব্লরেক নিকট শ্যামসুন্দরী বাঁকিপুরের শচীন মণ্ডল সহ চাঁই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ শিল্পী অভিনেতা ছিল। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি, মালদা বসবাসকারী এই লক্ষাধিক চাঁই মণ্ডল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে গানের বেশী চল ছিল মালদার মধ্যে ভাটিয়ালি নামক দুটি বিভাগ ও উপবিভাগ কর্মকার, ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, কর্মকার প্রভৃতি জাত-সম্প্রদায়ের মানুষও আছেন যুক্ত। তেমনি উক্ত এলাকার কিছু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ ও আছেন শিল্পী মানিকচকের আবুল হোসেন বলতে শোনা যায় তাকে সামাজিক মানসিক নানান আপত্তি ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তবে এই গান ও গানের আদর্শ নীতি সর্বোপরি আন্তরিক টানই টেনে এনেছে আবুল বাবুর মতো অনেককেই।

বউ-শাশুড়ি, চাকর-মালিক, দেবর-বৌদি, স্বামী-স্ত্রী, শিক্ষক-ছাত্র-দুই সতীন, মহাজন, মোড়ল প্রেমিক প্রেমিকা প্রভৃতি গ্রাম্য ঘরোয়া জীবন কাহিনি আশা নিরাশা সমস্যা আনন্দ বেদনাকে ঘিরেই ছোট ছোট পালা তৈরী হয় এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন খরা, বন্যা, সমাজ আইন, নিয়মের সচেতনতা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ডোমনিতে পালা বা গান দেওয়া হয়। এর পেছনে শিল্প ও শিল্পীর জোড় ছাড়াও থাকে স্থানীয় শাসক বা সরকারের নির্দেশ অনুরোধ আর এভাবেই ডোমনি সম্পন্ন গৃহস্থের উঠোন ছাড়িয়ে আম-গাছতলা, মাঠ-ঘাট, শহরনগরে, চকচকে স্টেজেও দাঁড়িয়ে যায় কখনো কখনো বোধ করে আর এই করতে গিয়ে তথাকথিত সভ্য পরিশীলিত নাগরিক দর্শকের চোখে কখনো কখনো বোধ করে ডোমনি ও তার কলাকুশলীও। এই দর্শকদের বুঝতে অসুবিধা হবে বা ভালো ঠেকবে না তাদের মার্জিত রুচিতে এই ভেবে গানের কোন অংশ বিশেষ করে হাস্য-ব্যঙ্গ পরিহাস রসিক ভাঁড়-ভূমিকার জোকার অনুষ্ঠানকে বাদ দিয়ে ডোমনির কথা ভাবা হয়। আগে ডোমনি আসর বসত প্রায় ফাঁকা জায়গায়

মঞ্চ বলে কোন জায়গায় ছিল না, মাথার উপর থাকত একটি শুধু ত্রিপল। শিল্পীরা এই লোক নাটককে পেশা হিসেবে নয় নেশা হিসেবে গ্রহণ করে খুব সাধারণত পোশাকে যেমন পরনে সামান্য ন্যাকড়া, ছেঁড়া গেঞ্জি ও মাথায় আতা গাছের ডাল বেঁধে সাজাতো ডোম ও ঝাঁটা দিয়ে সাজাতো হতো ডোমনিকে।

ডোমনি গানে নির্দিষ্ট আসরে বসে প্রথমে কিছুক্ষণ বসে ঢোল, করতাল, হারমোনিয়াম, ফ্লুটের সমবেত গান-বাজনা। সবার মিলিত সুরে-তালে উচ্চনাদে বাজনায় আসরের আহ্বান শ্রোতাদের ধ্যান আকর্ষণ করে এভাবে। তারপর হয় আসর বন্দনা। এক বা একাধিক ছোকরা আসরের চারিদিকে ঘুরে বিভিন্ন দেবদেবীকে স্মরণ করে এতে স্থানীয় সুপরিচিত ও নামকরা দেবদেবী ও মন্দিরের প্রসঙ্গে আসে প্রথমে। এই আসর বন্দনায় ও বন্ধনে রক্ষা করার বিষয়টিও বাইরে-ভিতরে থাকে আসর বন্দনার পর চলে ছোকরার নাচ-গান। এরপর এরই মধ্যে জোকার তার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি ও কথায় গানে এককভাবে এবং ছোকরার সঙ্গে যৌথভাবে নাচ ও গান করে অত্যন্ত মজাদার ও উপভোগ্য এই পর্ব এরপর সব শেষ থেকে পালা তা হোক ছোট বা বড়। এই গানের পালা বা গান তাদের কথা ও সংলাপ থাকে না। অনেক লিখেও রাখতেন সামান্য। এই সব সামান্য ও অসামান্য সম্পদকালের গর্ভে হারিয়ে যায়। এরকমই অসামান্য সঞ্চয় হারিয়ে ডোমনি শিল্পী শচীন মণ্ডলকে আফসোস করতে দেখা যায়।

ডোমনি গানের গান-সংলাপ স্থানীয় তথা খোট্টা ভাষায় রচিত তবে প্রয়োজনে খোট্টা বাংলার মিশ্রণ হয়। এই খোট্টা আবার মালদার বিভিন্ন জায়গায় এমনকি এই ডোমনি অঞ্চলের মানিকচক-রতুয়া আলাদা আলাদা গ্রামে এবং অবশ্যই ভিন্নধর্মী চাঁই ধর্মের মানুষের কাছে সামান্য হলেও ভিন্ন। মালদহের পশ্চিমা অঞ্চলের এই জনগোষ্ঠী সমূহের তথ্য ভাষাকে গ্রিয়ার্সন মগহীর বিবর্তিত রূপ বলে আমরা এটিকে গণ্য করব। এই বিবর্তিত রূপটিকে খোট্টা নামে অভিহিত করেন। তার মতে চাঁই নগর ও অন্যান্য সমতুল্য জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা মুখ্যত এই ভাষায় কথা বলেন। ডোমনি গানের সংলাপ অংশ গদ্য, পদ্য ও গানে হয়। গদ্য ও পদ্য সংলাপের ব্যবহার কমই বলা যায়, নিতান্ত প্রয়োজনে শ্রোতা দর্শককে কিছু বোঝাতে এবং হাস্যরস সৃষ্টিতেই বিশেষ কথা বলা হয় আসরে এক একটি দলে আট থেকে বারো জন মানুষ থাকে। তাদের মধ্যে ছোকরা যদি বিশেষ দক্ষ থাকে তাহলে সেই দলের বা তার গানেরও আসরে জনপ্রিয়তা থাকে বেশী। গানের আসরে সাধারণত চড়া ধরনের মেকআপ বই থাকে আগে মেকআপের ব্যবহার ছিল কম বা প্রায় না। জোকারকেই বিশেষ মেকআপ নিতে দেখা যায়। ছোকরার সাজে উপরি চুল বক্ষোবন্ধনে ও তার ভেতর কৃত্রিম স্তন নির্মাণের চেষ্টা হয় এছাড়া কে পিউরি, খড়ি, মাটি, কাজল, আলতা, ফিতা, পাউডারও থাকে।

লোকসংস্কৃতি প্রাণ বিশিষ্ট মানুষ প্রধানের উদ্যোগে বামফ্রন্ট সরকারের এককালের মন্ত্রী সুবোধ চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগ ও আগ্রহ ছিল এর পেছনে সামনে বেশী। এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া দরকার সর্বপ্রথম ও অন্যতম নিয়ে পরিচায়ক গ্রন্থ লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থমালা সিরিজের চতুর্থ এই বইট লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রকাশ করে জানুয়ারি

১৯৯৯ সালে। মালদা জেলায় ডোমনি গান সাম্প্রতিক সমীক্ষা বিষয়ক একটি বই আছে বর্তমানে প্রবন্ধ রচনাতেও সহায়তা করেছে দুটি বই। যাই হোক লৌকিক সৃজনের যথাযাত্রা পথেও জোয়ার-ভাটা এসেছে এই গানের দল একটু হলেও দমেছিল কিন্তু বর্তমানে হাল ছাড়েননি। কিন্তু বর্তমানে হাল ধরে আছেন আর এক গান সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ মানিকচকবাসী শচীন কুমার মণ্ডল মানিকচকের শ্যামসুন্দরী বাঁকিপুরে তার বাড়ি। লৌকিক সৃজন এর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই সঙ্গে আছেন ডোমনি শিল্পী আবুল হোসেন এর মত প্রবীণ মানুষটি আরো দুই চার জন প্রখ্যাত শিল্পীর নাম করতে হলে অবশ্যই আছে খয়ের তলাবাসী রমণীকান্ত কর্মকার, মানিকচকের সুনীল কুমার দাস, সুধাংশু উপাধ্যায় প্রমুখ। এই সৃজনী সংস্থার উদ্যোগে মাঠ-ঘাট বা আম গাছ তলা ও গৃহস্থের উঠোন থেকে ছোট বড় স্থান পেতে থাকে জেলা ও জেলার বাইরে এমন কি পাশের দেশে ও প্রদেশেও।

এই লৌকিক সৃজনের আশেপাশেই ডোমনি শিল্পীদের শিল্পচর্চার জন্য ২০১১ সালে মানিকচকের শ্যামসুন্দরীতে গড়ে উঠেছে একটি দুই তিন কক্ষের রিসোর্স সেন্টার। এই আশ্রয় কক্ষেই ডোমনি শিল্পীদের শিক্ষা দীক্ষা সমস্যা সম্ভাবনা নিয়ে ২০১৮ এর ৮ই জুলাই থেকে ১২ই জুলাই এই পাঁচ দিনের বিশাল কর্মশালার আয়োজন হয় বিশ্ববাংলার তরফ থেকে। এই বছরের শেষে ডিসেম্বরে বহু শিল্পী শংসাপত্র বছর পূর্বেও কয়েকজন শিল্পী লাভ করেছিল তবে এখনো সংখ্যায় বেশী পরিমাণে। প্রায় ১০০০ টাকা করে শিল্পী ভাতা পেয়ে থাকে তারা আয়োজিত অনুষ্ঠানের সামান্য খরচ বা শিল্পীদের পারিশ্রমিকও প্রদান করে থাকে এই জাতীয় উদ্যোগে তারা সামান্য হলেও উজ্জীবিত। এই মুহূর্তে রতুয়া মানিকচকে প্রায় ৬-৭টি করে ডোমনি গানের দলের খবর পাওয়া যায়। সকলেই যে নিয়মিত গান পালা করে থাকে তা নয় তবে লৌকিক সৃজনী বেশ নিয়মিত বসে গানের আলোচনা।

পূর্বেও সরকারী বেসরকারী কোন উদ্যোগে ডোমনি গানের মাধ্যমে প্রচারের কাজে ব্যবহার করা হতো যেমন ২০০২, ২০০৪, ২০০৭ স্কুল চলো অভিযান, তার আগে বা পরে জনস্বাস্থ্য দায়িত্ব নিয়ে সচেতনতা, পোলিও টিকা কর্মসূচী, নারী-শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি বিষয়ক বক্তব্য পরামর্শ প্রচারে ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়াও বিশিষ্ট কোন সাংস্কৃতিক উদ্যোগ রাজ্য উৎসব তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের সংস্কৃতি উৎসবের জেলা রাজ্য জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তরে জায়গা পায়। লোকসংস্কৃতি উৎসবে যথাক্রমে মালদা শহরে ও ডোমনীর প্রাণকেন্দ্র মানিকচক ব্লক চত্বরে আসরের কথা ২০০৫ ও ২০০৭ এ কয়েক দিনের জন্য যথাক্রমে পাটনা ও দিল্লীতে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরে ডোমনি তার গান প্রাণে ছিল হাজির। যাইহোক, সামান্য সংরক্ষিত রূপের অভার যথেষ্ট অন্যান্য বহু শিল্পী ও শিল্পীর মতোই এদের ক্ষেত্রেও যা হওয়ার কথা ছিল বা আছে বা যা হয় বা না হয়।

আসর বন্দনার একটি গান —

কৌনারে ব্যঁধনিহ বাঁধ্যাবাই না...
আরে বাঁধিতেদেহো শ্রী জগ্গরনাথ
হো কৌনারে বাঁধনিহ বাঁধ্যাবাই না।।
পূর্ব বানহুঁ হ্যাম্মা সূর্যদেবকে চরণ
পশ্চিম্যা বানহুঁ হাম্মা পীর-পয়গম্বর।
উত্ত্যারা বানহুঁ হাম্মা কালী মাঈকে চরণ

হায় হো কালী মাঈকে চরব
দক্ষিণা বানহুঁ হাম্মা গঙ্গা-হনুমান।।
উপর বানহুঁ চান-সুরুজ হো
নীচে ধরছি মাঘ
সভাকে বিচয়ে দহ্যাকে চরণমে
হাম্মা দিহো মাতা ঠেকাই।।

পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, উপর-নিচ এবং সভা বা আসরে উপস্থিত জনতাকেও বন্দনা করা হচ্ছে বন্দনাটির আজ সাম্প্রদায়িক ভাবনাও লক্ষ্য করার মত বিষয়। এই আসর বন্দনায় স্থানীয় বা আসরের আশেপাশের কিছু সুপরিচিত ও বিখ্যাত নাম প্রতিষ্ঠান ও উঠে আসে দেব-দেবতার নাম।

প্রথমেই আসে এই গানের প্রচলন আমরা আগেই জেনেছি দিয়ারা অঞ্চলের লোকমানুষের ফসল এই ডোমনি গান। প্রধানত মানিকচক থানার খাসমহল, রতুয়া, দেবীপুর, কাহালা প্রভৃতি গ্রামে এবং হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভালুকা, গোমরা, খিদিরপুর এককালে গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। তাছাড়া গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চল রাজমহল এলাকার জামনগর, রাধানগর এলাকা থেকে ডোমনি গানের দল পূর্বে মানিকচক এলাকায় এসে গান করে যেত বর্তমান লেখকের মতো মানিকচকের প্রবীণ অনেক মানুষের স্মৃতি ফুটে উঠেছে এমনকি মুসলিম সমাজের পামারিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত একজন খালিফা রাজমহল এলাকা থেকে মানিকচকে তার ডোমনি গানের দল নিয়ে এসে অনুষ্ঠান করে যেতেন। গঙ্গার ওইপারে বর্তমানে ডোমনি গানের চর্চা দীর্ঘদিন ধরে লুপ্তপ্রায়। হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকাতেও গানের কোন দলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি। বর্তমানে শুধুমাত্র রতুয়া ও মানিকচক এলাকায় রয়েচে।

গান এই অভিধাটি প্রযুক্তি হলেও ডোমনি আসলে লোকনাট্য আলকাপ ও গম্ভীরার ক্ষেত্রেও লোকে বলে থাকেন আলকাপ গান গম্ভীরা গান। তাছাড়া আছে বিষহরি গান এমনকি অপেরার যাত্রাভিনয় ও এদের কাছে যাত্রাগান। যাই হোক মালদহ জেলার বিষহরি আলকাপ গম্ভীরার মতই নৃত্য-গীত-বাদ্য সংলাপ সম্বলিত একটি জনপ্রিয় লোকনাট্য এই ডোমনি গান।

হোলি বা দোল পূর্ণিমায় পরপরই সাধারণতঃ শুরু হয় ডোমনি গান। কোথাও কোথাও রামনবমীর সময় থেকে এই গান শুরু হয়ে যায় পুরনো ও প্রচলিত গানগুলোর রেওয়াজের সাথে সাথে চলতে থাকে নতুন গান ও নতুন পালা তৈরীর কাজ।

বছরের প্রথম দিনটি থেকে শুরু হতো ডোমনি গানের অনুষ্ঠান। চলতো সারা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস জুড়ে। নববর্ষের দিনটিতে ডোমনি গানের দল কৃষকদের বাড়ি গিয়ে ছোট ছোট অনুষ্ঠানে করে ফসল বা অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। তখন খোলা আকাশের নীচে দিনের বেলাতে গানের আসর বলে আসরের চারপাশে ঘিরে বসে থাকে দর্শক ও শ্রোতার দল। গৃহস্থ বাড়ির বাইরের উঠোনে সাধারণত এই আসর বসে।

তথ্য সাহায্য -
মণ্ডল শচীন কুমার, গ্রাম - শ্যামসুন্দরী, মানিকচক, মালদা

গম্ভীরা ঃ একটি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর

রাজকুমার মণ্ডল
স্যাক্ট, ইতিহাস বিভাগ

একটি দেশের ইতিহাস জানতে হলে সেই দেশের লৌকিক রীতিনীতি সম্পর্কে জানাও অতি আবশ্যক। কেননা, এই লোকসংস্কৃতির মধ্যেই রয়েছে সমকালীন সমাজের আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, সংস্কার, উৎসব, পূজা-পার্বণ, মেলা ইত্যাদি বিষয়। লোক সমাজের যাবতীয় কার্যকলাপ যুগে যুগে ইতিহাস রচনায় লোকসংস্কৃতির উপাদান হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লোকসঙ্গীত হল সমকালের একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে একমাত্র লোকসঙ্গীতই ঘরে ঘরে পৌছে দিয়েছে। শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই লোকসঙ্গীত হয়ে উঠেছে শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার। মার্ক্সের তত্ত্ব না জেনেও অনেক লোকশিল্পী শোষণের বিরুদ্ধে আগুন জ্বেলেছেন তাদের লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে।

মালদহ জেলার গম্ভীরা হলো এমনই একটি প্রতিবাদী লোকসংস্কৃতি। যদিও 'গম্ভীরা' শব্দটির

বুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। গম্ভীরা শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো অন্তপ্রকোষ্ঠ। গম্ভীরা সংক্রান্ত গবেষণার পথিকৃৎ প্রখ্যাত গবেষক মাননীয় হরিদাস পালিত মহাশয় 'গম্ভীরা' বলতে দেবালয়কেই বুঝিয়েছেন। আবার লোকসংস্কৃতিবিদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে ধর্ম ঠাকুরের আসন হিসাবে যে গামার কাঠ ব্যবহৃত হয় তা 'গম্ভীরা' নামেও পরিচিত।[১] তবে 'গম্ভীরা' অর্থ দেবালয় - এই বক্তব্যই অধিক প্রচলিত।

মালদহের অশিক্ষিত, প্রায় অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত আদিবাসী কৃষক সমাজের মধ্যেই গম্ভীরা উৎসবের প্রচলন রয়েছে। প্রাচীনকালে ধর্ম ঠাকুর ছিলেন মূলতঃ প্রাক আর্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের দেবতা। পরবর্তীকালে বৈদিক তথা পৌরাণিক দেবতার সাথে মিশে ধর্ম ঠাকুরের উদ্ভব হয়েছে।[২] এই ধর্মঠাকুরই শিব বা মহাদেব নামে পরিচিতি লাভ করেছে। অনেকে মনে কনে যে, গম্ভীরা সঙ্গীতই হলো গম্ভীরা উৎসব। প্রকৃতপক্ষে, ঘটভরা, ছোটোতামাসা, বড় তামাসা, ফুল ভাঙা, মশাল নাচ ও বাদ্য সহযোগে নৃত্য-সঙ্গীত সবকিছুকে একসাথে গম্ভীরা পূজা বলা হয়। অর্থাৎ গম্ভীরা গান কৃষকদের গ্রাম্য জীবনের সারা বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর একটি পর্যালোচনা। স্থানীয় কৃষকেরা ধান চাষ ও আমের ফলনের উপরেই সারাবছর নির্ভর করে থাকে। একটি নির্দিষ্ট বছর ঘুরে আসার পর শিবের বার্ষিক পূজোয় শিবের মূর্তি সামনে রেখে নৃত্য, বাদ্য ও সংলাপসহ তার সামনে এই গানের অনুষ্ঠান হয়। সেই বছরের অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, খাদ্যাভাব, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের অভাব ও তার আকাশ ছোঁয়া দাম ইত্যাদি সম্পর্কে গ্রামবাসীরা কোনো নেতা-মন্ত্রী বা রাজা-জমিদারের কাছে নয় বরং তারা অভিযোগ জানায় শিবের কাছে। বহুকাল ধরেই তারা তাদের অভিযোগ নৃত্য-সঙ্গীত-সংলাপের মাধ্যমে ধর্মঠাকুর অর্থাৎ শিবকে জানিয়ে আসছে। যতক্ষণ ধরে গম্ভীরার গান চলতে থাকে ততক্ষণই একজন ব্যক্তি শিব ঠাকুর সেজে আসরে দাঁড়িয়ে থাকেন, কোন মন্তব্য করেন না। একজন মূল গায়েন তার দোসরদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামবাসীদের পক্ষ নিয়ে শিব ঠাকুরের কাছে নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং সংলাপের মাধ্যমে নানা অভিযোগ পেশ করতে থাকে এবং শিবঠাকুরকে এই বিষয়ে তাঁর চরম ঔদাসীন্যের জন্য দায়ী করতে থাকে। স্থানীয় সমসাময়িক নানা ঘটনার উল্লেখ থাকে বলে গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তু সহজেই গ্রামবাসীদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিককালে নানান রাজনীতিক বিষয়ও এর মধ্যে প্রবেশ করেছে। ফলস্বরূপ এর শিল্পমূল্য কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে। চলমান ও পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় গম্ভীরা শিল্পীরা সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপস্থাপনের বিষয়বস্তু ও পরিবর্তন করে নেন। তাই আজকের গম্ভীরা গানে আজকের সমাজ জীবনেরই প্রতিফলন পাওয়া যাবে। অর্থাৎ সমকালের সামাজিক ঘটনাই এই গানের মুখ্য বিষয়।

যতদূর জানা যায় যে শুরু থেকেই গম্ভীরা গান

সামাজিক সচেতনতার পরিচয় দিয়ে এসেছে। সেনরাজাদের আমল থেকেই গম্ভীরা গান সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করে আসছে। কোম্পানী আমলে সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকারের সীমাহীন, অবর্ণনীয় ও নির্লজ্জ শোষণের চিত্র এই গম্ভীরা শিল্পীরাই গ্রামে অজ্ঞ-অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই গম্ভীরা সংস্কৃতি তার আঞ্চলিক পরিচয় মুছে ফেলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিল। বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে সাথে নিজেকে বিশ্বমনের ও অংশীদার করে তুলেছিল।ঁ সারা বিশ্বের শোষিত মানুষের মুখপত্র হয়ে ওঠে এই গম্ভীরা গান।

বিংশ শতকের সূচনা থেকেই গম্ভীরা আরো ব্যাপকভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়। অনেক গবেষক গম্ভীরা গানের এই রূপান্তরকে বৈপ্লবিক আখ্যা দিয়ে থাকেন। গম্ভীরার এই সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা শাসক ইংরেজকে বিচলিত করে তুলেছিল। চারণ কবি মুকুন্দ দাসের গান যেমন বাংলার আপামর জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করেছিল তেমনি বিশ শতকের প্রথমার্ধে মালদা জেলার রাজনৈতিক জীবন উদ্বেলিত করেছিল।

গম্ভীরা গানে মুগ্ধ হয়েছিলেন বাংলা মায়ের দুই দিকপাল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস। এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রায়ের নামও উল্লেখের দাবী রাখে। রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর প্রথম গম্ভীরা গান শুনেছিলেন ১৯১৪ সালে পাবনাতে অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অধিবেশনে। এই অধিবেশনে কবিগুরুকে নোবেল পাওয়ার জন্য সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। গম্ভীরা গানের প্রবাদপ্রতিম গায়ক মহঃ সুফীর গান শুনে আপ্লুত হয়ে তাঁকে প্রশংসাপত্র দেন।[৪] নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও গম্ভীরা গানে উচ্চ প্রশংসা করে বন্ধুবর বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপ রায়কে চিঠি লিখেছিলেন। ১৯২৫ সালের ৯ই অক্টোবর মান্দালয় জেল থেকে তিনি এই চিঠি লেখেন। সুভাষচন্দ্র লেখেন — " ... তোমার হয়তো মনে আছে, আমি তোমাকে একবার বলেছিলাম যে মালদার গম্ভীরা গানের সৌন্দর্য্যে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাতে সঙ্গীত ও নৃত্য উভয়ই ছিল। বাংলার অন্যত্র এরূপ জিনিস কোথাও আছে বলে জানি না — বাংলায় লোকসঙ্গীতের উন্নতিকল্পে মালদায় তোমার শীঘ্রই যাওয়া উচিত।[৫]

বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই গম্ভীরা লোকসংস্কৃতি তথাকথিত সভ্য সমাজে পরিচিতি লাভ করে। এক্ষেত্রে মালদহের জাতীয় শিক্ষা সমিতির প্রাণপুরুষ বিনয় সরকার বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। বিনয় সরকারের আহ্বানে সারা দিয়ে হরিদাস পালিত মহাশয় 'গম্ভীরা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং তৎকালীন 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' পত্রিকার সম্পাদক রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ১৯০৯ সালে তা প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে বিনয় সরকার ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আগ্রহ ও উৎসাহে হরিদাস পালিত 'আদ্যের গম্ভীরা' নামে গম্ভীরার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন, যা ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়। 'আদ্যের গম্ভীরা' প্রকাশের সাথে সাথেই গম্ভীরা লোকসংস্কৃতি গবেষণার নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এই পুস্তক অবলম্বনে বিনয় সরকার মহাশয় "The Folk Elements of Hindu Culture" (১৯১৭ সালে প্রকাশিত) নামে একটি ইংরেজী পুস্তক রচনা করে গম্ভীরাকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। এরপর ড. প্রদ্যোৎ ঘোষ দায়িত্ববান ও যত্নশীল গবেষক হিসেবে গম্ভীরা নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করে পুস্তক রচনা করেছেন। এছাড়াও ড. দেবশ্রী দাস, পুষ্পজিৎ রায় প্রমুখ এ বিষয়ে বিভিন্ন পুস্তক রচনা করেছেন। এছাড়া প্রবন্ধের আকারে বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতেও গম্ভীরা সম্পর্কে লেখা হয়।

গম্ভীরা গানকে স্বদেশী আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার প্রেরণা এসেছিল মালদহের স্বদেশী আন্দোলকদের নিকট থেকে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বর্তমান উত্তরবঙ্গ তো বটেই অবিভক্ত উত্তরবঙ্গেও মালদহের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় একটা ব্যাপক জাগরণ দেখা দিয়েছিল মালদহের সাংস্কৃতিক জীবনে। এই জাগরণের ঢেউই গম্ভীরা গানকে স্বদেশী স্বাধীনতার প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। এই সময় গম্ভীরায় স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবাদ, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি, স্বাধীনতা আন্দোলন ও তৎকালীন আন্তর্জাতিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাদের গানে বিপ্লবের আগুন জ্বেলেছিলেন। গম্ভীরা

গানকে রাজনৈতিক লড়াইয়ের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করার পেছনে মহঃ সুফীর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। গান রচয়িতা এবং গায়ক দুই ভূমিকাতেই মহঃ সুফী সমানভাবে উজ্জ্বল। মহঃ সুফী ছাড়াও এ ব্যাপারে আরো যারা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তারা হলেন — পণ্ডিত শরৎচন্দ্র আচার্য্য, ড. ধরণী সাহা, শেখ সুলেমান, গোপাল দাস, গোবিন্দ শেঠ, মেরাজুদ্দিন আহম্মদ, ফজলুর রহমান, বিশু পণ্ডিত, আব্দুল মজিদ, সতীশ মণ্ডল, গঙ্গাধর মণ্ডল প্রমুখ। এনারা গম্ভীরার মাধ্যমে শুধুমাত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, জোতদার - মজুতদারদের বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ করেন। নিম্নে স্বাধীনতা, স্বাদেশিকতা, বিভিন্ন বিদ্রোহ, ইংরেজদের অত্যাচার ও শোষণ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর গম্ভীরা গানের কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করছি —

মহঃ সুফী বিদেশী বস্ত্র বর্জন করে চরকার সুতো কেটে তাই দিয়ে দেশী প্রথায় বস্ত্র তৈরী করে ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়ে যে গানটি রচনা করেছিলেন তা আজও মালদবাসী ভুলতে পারেন নাই।

মিঞা সাহেরে উক্তি —

বিবিসাহেব বিবিসাহেব
ধর ধর ধর দ্যাশের চরখা।
দ্যাশের কাজ করতে নালাজ
ছাড় ছাড় ছাড় বোরখা।।

বিবির উক্তি —

মিঞাসাহেব মিঞাসাহেব
আজগুবি কল অ্যান্যাছো নতুন
এ্যাতে বিলাতী এঁনুর পড়বে মারা
দেখ্যাছি স্বপন।[৬]

গানটি ব্যাখ্যা করলে আশ্চর্য হতে হয়। আজ থেকে শতাধিক বছর পূর্বে সুফী বোরখা ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছিল। একে দুঃসাহসিক আহ্বান ছাড়া আর কি বলা যায়? এই একই সময় ইংরেজবাজার শহরের মনোরঞ্জন দাস রচিত গম্ভীরা গানটি স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণা যুগিয়েছিল। গানটি নিম্নরূপ —

স্বরাজ যদি পাই হে ভোলা
(তবে) খেতে দিব মানিক কলা
ইস্কুল কলেজ সব মেতেছে
মাষ্টার পণ্ডিত সব জেগেছে
স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে।[৭]

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে গম্ভীরা শিল্পী গঙ্গাধর মণ্ডল গান রচনা করেছেন -

বুঝি ফিরিঙ্গি দল এবার ভাইরে ধোর‍্যা নিলে খাঁটা
সিপাহী সব মিল্যা তাদের করলে বলির পাঁঠা।
গরু আর শুয়োরের চর্বি দিয়্যা করল্যে যে রে টোটা
হিন্দু আর মুসলিমের বুকে মার‍্যা খঁটা
জাতি ধর্ম নাই এক ফোটা।[৮]

বৃটিশ সরকারের সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে মহঃ সুফি ১৯১৪ সালে পাবনা জেলা সাহিত্য সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গান পরিবেশন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মুগ্ধ করেন।

বলি এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি
তবে দুই ভাবাও ক্যানে,

আজ হিন্দু মুসলমান এক কোর‍্যা দাও।
ভেদ না থাকে য‍্যানে।
পুনর্জন্ম নাই কোরাণে
আছে শুধু বেদ পুরাণে।
একই রক্ত অস্থি চর্ম
এক সৃষ্টি কেন ভিন্ন ধর্ম।[৯]

১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে যে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার হয় গম্ভীরা গানেও তা বর্তমান। বন্দনাধর্মী গানে মহঃ সুফী ইংরেজ সরকারকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলে তৎকালীন ইংরেজ সরকার মহঃ সুফীকে গ্রেপ্তার করে।

গানটির কিছু অংশ হল —

আর কতকাল হে মহাকাল
থাকব্যা বসে যোগে।
গা তোল উঠছে সব জেগে।
শুনতে পেয়ে ইউরোপবাসী
কামান গোলা এনে রাশি রাশি।
তোপেতে লাগিয়া আগুন
সকলকে করলে পোড়া বাগুন।
ইংরেজ সরকার অকারণে, মারলো প্রাণে
ঘেরে জালিয়ানবাগে।
গা তোলে উঠছে সব জেগে।[১০]

১৯৩৯ সালের পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি গম্ভীরা শিল্পীদের আতঙ্কিত করে তোলে —

চিন, জাপান, জার্মানী, ইটালী
মাথায় আগুন দিয়াছে জ্বালি
সবাই ঋণগ্রস্ত অতি ব্যস্ত
সকল দেশে মহাক্লেশ
নেতৃত্বপদ ত্যাজিলেন সুভাষ
আর মহাত্মাজির বৃন্দাবনে বাস
এ কি হলো দশা মাছি মশা
ভনভনিতে প্রাণ শেষ।[১১]

নেতাজীর নিরুদ্দেশ হওয়ার খবরে গম্ভীরা শিল্পীরা শিবের কাছে নিবেদন করেছেন...

কি বলিবো দুঃখের কথা বলতে ফাটে হিয়া
ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান রইলেন কোথা গিয়া।
তারে পাই না হে খুঁজিয়া
বলি শুন মহেশ দেখ সুভাষ আসে যেন পুনঃ ফির‍্যা।[১২]

দেশভাগের যন্ত্রণা তৎকালীন রাজনৈতিক নেতারা না বুঝলেও গম্ভীরা কবি সতীশচন্দ্র গুপ্তের গানে তা লুকিয়ে আছে —

স্বরাজ স্বরাজ কোহতে কোহতে
স্বরাজ আন্য দিল্যা
উপারেতে আল্লাহ্ আকবর
হাঁক শুনি হরদম।
(আবার) এপারেতে হাঁক
ছাড়ে বন্দে মাতরম্।
বুলি দুট্যায় সরগরম
আবার বর্ডারেতে অর্ডার মাফিক
পুলিশ পাহারায়।[১৩]

এরূপ আরো বহু গানের অংশ তুলে ধরতে পারলে ভালো লাগতো। কিন্তু এই স্বল্প পরিসরে তা সম্ভব নয়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে

গম্ভীরা লোকসংস্কৃতির অবদান হয়তো ইতিহাসের পাতায় নাই, কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষে গম্ভীরা শিল্পীরা যে তাদের গানে জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবের আগুন জ্বেলেছেন, তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে মালদহের তথা সারা বাংলার জনজীবনে।

গম্ভীরা সংস্কৃতি আজ অস্তিত্বের লড়াই করছে। বর্তমান প্রজন্ম Imported Entertainment ও Imported Culture-এর প্রতি আসক্ত। তাছাড়া গম্ভীরা সংস্কৃতি নিচু জাতির সংস্কৃতি বলে যুবক সম্প্রদায়ের গম্ভীরা গানের প্রতি আকর্ষণ প্রায় নেই বললেই চলে। ফলস্বরূপ বহু সংস্কৃতির পীঠস্থান ভারতেরই নিজস্ব কোনো সংস্কৃতি থাকবে না, যার ফল হবে মারাত্মক। তবে গম্ভীরা শিল্পীরা নিজ প্রচেষ্টায় ও অতি সাম্প্রতিককালে সরকারী সহযোগিতায় যুবক ছেলেদের নিয়ে গম্ভীরা গানের তালিম দিয়ে চলেছে। এক বুক আশা নিয়ে এই প্রবন্ধের ইতি টানলাম এই ভেবে যে তারাই হবে মালদহে গম্ভীরা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

সূত্র নির্দেশ —

১. দেবশ্রী দাস, বাংলার লোকনাট্য : গম্ভীরা ও আলকাপ, প্রভা প্রকাশনী, ২০০৬, কলকাতা, পৃঃ - ১১।
২. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, আশ্বিন ১৪০২, কলকাতা, পৃঃ - ৪৮৬।
৩. দেবশ্রী দাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ১৪।
৪. আনন্দগোপাল ঘোষ, উত্তরবঙ্গ : ইতিহাস ও সমাজ - ২, সংবেদন, বি.এস. রোড, মালদা, জুন ২০১৫, পৃঃ - ১০১।
৫. দেবশ্রী দাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ১৪।
৬. দেবশ্রী দাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ৭৩।
৭. প্রদ্যোৎ ঘোষ, লোকসংস্কৃতি : গম্ভীরা, পুস্তক বিপণনী, ১৯৮২, পৃঃ - ৭৯
৮. প্রদ্যোৎ ঘোষ, গম্ভীরা, লোকসঙ্গীত ও উৎসব, একাল ও সেকাল, চক্র অ্যাণ্ড কোং, ১৩৮২, পৃঃ - ৪৪।
৯. কমল বসাক, গৌড়ভূমি (পত্রিকা), ৩০ বর্ষ, ৫৩ শারদ সংখ্যা, ৭ই আশ্বিন ১৪০৫, মালদা, পৃঃ -১২৪।
১০. প্রদ্যোৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পুস্তক বিপণনী, ১৯৮২, পৃঃ - ৭৯।
১১. দেবশ্রী দাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ৭৭।
১২. পুষ্পজিৎ রায়, 'গম্ভীরা', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৯, পৃঃ - ১৪৫।
১৩. প্রদ্যোৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পুস্তক বিপণনী, ১৯৮২, পৃঃ - ৬৪।

The Present Days :
A Time to Revisit Classics on Screen

Dr. Debaditya Mukhopadhyay
Assistant Professor of English

Addressing this brief discussion primarily towards our dear students, I begin with a proposition --- of going back to the classics of Indian cinema at a time when majority of Indian film industry is undergoing a serious crisis. Perhaps the same holds true for Indian literature (both in regional language and in English) too but I speak of cinema here keeping in mind its appeal to students of all disciplines.

As we witnessed during the recently experienced festival season of 2022, neither Hindi nor Bengali film industry managed to deliver satisfactory content with repeat value. Films are releasing like they do every year but where is the depth that urged viewers to watch them multiple times? In fact, where is the quality that manages to retain the viewers' attention even when the films are being watched for the first time? Can we remember any recent film in Hindi

or Bangla that did not start to bore us or question basic logic after about an hour of watching? The answer, sadly, is none.

The solution I propose here is to return to the classic films. We cannot expect the commercial filmmakers to simply eschew contemporary trends and suddenly turn into revolutionary artists. Nor can we find a solution in simply boycotting films. Perhaps we can replace our viewing content but an overall rejection of films in general is rather an oversimplified and basically harmful solution. For no matter how crass films recently might have become, they were not always the same. Rather, our very own Bengali society had witnessed multiple filmmakers at work who managed to seamlessly combine entertainment and serious reflections about human life, society, and the world at large. I will talk about four such Filmmakers from Bengal who made this possible.

The first luminary I would draw attention to is none other than Satyajit Ray. His arrival as a film director with the cult classic Pather Panchali (1955) redefined Indian cinema's global reputation. I would especially ask our students belonging to rural India to watch this all time classic film for relishing the soothing beauty and turmoil of rural lives. The richness of Ray as a director is however not limited to Pather Panchali. Instead, his genius expressed itself in films ranging from children's classics like Goopy Gain Bagha Bain to nuanced portrayal of Bengali urban society like Mahanagar. Mention must be made of his classic detective films featuring Feluda as well.

While Ray was primarily known for working in Bengali film industry, the second director I speak of worked simultaneously in Bengali and Hindi. Tapan Sinha, the maverick director gained his reputation by developing historical romances like Jhinder Bandi, ever appealing tale of emotions like Rabindranath's Kabuliwala, and children's classics like Safed Hathi. He gave the cinema movement known as 'parallel cinema of India' a new direction.

Mention must also be made of Hrishikesh Mukherjee and Tarun Majumdar. The former delivered gems like Anand that teach basic lessons of living life with alluring charm and the latter proved that even blockbuster films can be made without taking recourse to vulgarity or cheap entertainment through his massively popular films like Balika Badhu, Sriman Prithviraj, and Dadar Kirti.

These legends have left us in the due course of their lives living behind a treasure trove. Now it is our duty to familiarize ourselves with their legendary works.

The Indian Gulliver? : A Comparative Study of *Gulliver's Travels* By Jonathan Swift & *Jajantarammamantaram* By Soumitra Ranade

Samim Aktar
Student, Department of English

Jonathan Swift's *Gulliver's Travels* shows the world the world of impossible. More the story progresses, it becomes more impossible. But ultimately this story becomes a kind of allegory for the reality for criticism of that particular, that is, the then contemporary society. Another text is different from Swift's text but is primarily inspired by *Gulliver's Travels book-1.* 'Jajantaram Mamantaram' directed by Soumitra Ranade follows the same motif and story where for a change the Indian society is represented. So, rather it is not only a brief adaptation of the original text but it is also an appropriation of the text as well i.e. primarily European in nature. But in context and mentality, it is an Indian world. The problem arises in the fact that can there be an Indian Gulliver? My paper actually focuses on both of these texts and we attempt to do a comparative study of these texts to mark those points of intersection. Another thing that my paper wants to focus on is the protagonist of the text i.e. on the one hand Gulliver and on the other hand Aditya Pandit in *Jajantaram Mamantaram.* My paper also tries to compare the different contexts that are actually forcing the director to change the characters according to the new culture he is presented with. To present an Indian society director only remains on the level of the Civil war, the war

between the kingdom and the individuals. It actually lives out the other aspect, religion for example plays an important role, and governance also plays an important role. So what are the factors that actually mark the changes between *Gulliver's Travels book-1* and *Jajantaram Mamantaram* is a focus of my paper as well.

In *Gulliver's Travels Book-1* Jonathan Swift presents two imaginary islands, one is Lilliput and the other is Blefuscu. The fact that the history of the conflict between Lilliput and Blefuscu is ultimately ridiculous. Gulliver represents it with complete seriousness. The more serious the tone, the more laughable this conflict appears. But swift tries to show us immediately that the entire history of Gulliver relates to European history. For example,the Lilliput-Blefuscu war reminds us of Anglo-French strife. On the other hand, Soumitra Ranade's *Jajantaram Mamantaram* is based on the Gujrati fable of Bakasur and Jonathan Swift's *Gulliver's Travels Book-1.* But in another way, it represents the island of Shundi as India. Though the director tries to entertain the audience, mainly the children. But it can be possible that Ranade represents the absolute monarchy of real life societies too.

The Lilliputians are six inches in height but possess all the pretension and self-importance of full-sized men. They are mean and nasty, vicious, morally corrupt hypocritical and deceitful, and filled with greed and ingratitude. But Gulliver, sized like a monster but he is kind, peaceful, and generous in nature. If he wants he can destroy the Lilliputians but he does not do that. On the other hand, the people of Shundi are also small in size but they are different from the Lilliputians. As they are facing a serious problem because in Shundi an evil monster named Jhamunda is creating many problems for them. Where Aditya, the hero of the film, is also another giant who arrived at Shundi and he becomes the savior of the Shundi, leading as a heroic character.

The Lilliput story is a mimicry of religious and political differentiation in England and power politics in Europe. Filmnap's performance as a rope-dancer refers to the English Prime Minister Robert Walpole's proneness to intrigues. Lilliput Queen's rage in Gulliver is a burlesque of Queen Anne's unjust spite against Tory leaders, Oxford, and Bolingbroke. The Tory-Whig rivalry exists in Lilliput as a high-heel (i.e. Tramecksan) and low-heel (i.e. Slamecksan) quarrel. The king

supports one party and his son. Similarly Queen Anne prefers Tories while the next king; Whigs. On the other hand, the film 'Jajantaram Mamantaram' also presents the Governing system and power politics. Fighting for position and power is represented in the movie. As Chattan Singh's devious plans include overthrowing king Bhoopati and forcibly marrying his only daughter Rajkumari Amolhi. Through this movie, we can assume that Soumitra Ranade has highlighted Indian politics because the movie released in 2003, and the next year Manmohan Singh became the Prime Minister of India.

In *Gulliver's Travels Book-1,* war plays a significant role. Jonathan Swift presents the war between Lilliput and Blefuscu. Lilliput and Blefuscu are at loggerheads over the ancient convention of breaking eggs on the bigger end. The grandfather of the present king ordered people to break the small end. He injured his finger while hitting the big end. Many people opposed the decree against the old

system. The violence occurred, causing the loss of lives and the fall of the king. The Big-Endians take shelter at Blefuscu, the neighboring country, that wages war against Lilliput. Swift also represents the civil war between Tramecksan and Slamecksan. The present king has chosen the low-heel Slamecksan in his administration. In Ranade's *Jajantaram Mamantaram.* We can't see the war but we can see the civil war, which is based on the position of the king. In the movie Chattan Singh tries to overthrow king Bhoopati and wants to become the king and marry his daughter.

Swift also represents the religious conflict that is the breaking of the egg metaphorically. Lilliput King contradicted the ancient convention of breaking eggs on the bigger end, violent agitation occurred in the country. Some Lilliputians refused to break eggs on small ends. Big Endian were banned in Lilliput. Through this conflict, Swift wants to show the religious conflict between Catholics and Protestants. The egg controversy is ridiculous because there cannot be any right or wrong way to break an egg. Similarly, there is no right or wrong way to worship God, at least there is no way to prove that one way is right and another way is wrong. On the other had, Soumitra Ranade didn't represent any religious conflict rather she included the Gujrati fable of Bakasur to create the story more interesting, enjoyable, and more Indian as well.

The relationship between Gulliver and the Lilliputians is not fully grown. Gulliver from the start helps the Lilliputians but they didn't give him his freedom to walk freely in Lilliput. Gulliver hopes to be set free as he is greeting their trust. Eventually, the emperor gives freedom to Gulliver but with a condition, Gulliver must swear to obey the articles, which include the stipulation that he must assist the Lilliputians in times of war, survey the land around them, help with construction, and deliver urgent messages. Though the only person with whom Gulliver grows a relation of friendship is Reldresal. Reldresal always gives him information about Lilliputians' culture, ruling system, education system, and so many things. When Gulliver knows that his life is in danger in Lilliput and Gulliver is told that Reldresal has asked for his sentence to be reduced. Ultimately Gulliver escapes secretly to Blefuscu with the ship that he captured. But in *Jajantaram Mamantaram* the story is totally

different from the book because in the movie the people of the Shundi believe Aditya Pandit and have a very good relationship with Jeran. In the movie, we can find friendship not only with Jeran but also with the children of Shundi. And when Aditya killed the evil monster and frees the Bhoopati from the trap of Chattan Singh, the king also becomes a very good friend of Aditya and he is considered a Saviour of Shundi.

From comparing both texts, I can say that *Gulliver's Travel's Book-1* is a satire on England and the *Jajantaram Mamantaram* is a comedy that has a happy ending. The purpose of both texts is different. We can say Swift allegorically represents Anglo-French strife and the political and religious problems of England. But Soumitra Ranade presents Aditya Pandit as Indian Gulliver and the savior. It would be interesting to compare all the parts of *Gulliver's Travels* and find the inner meaning of those texts to get more information about Swift's satire on England and the culture of Europe.

Co-presence of Science and Imagination of Satyajit Ray in selective stories (The Unicorn Expedition and El Dorado)

Tanmay Mandal
Student, Department of English

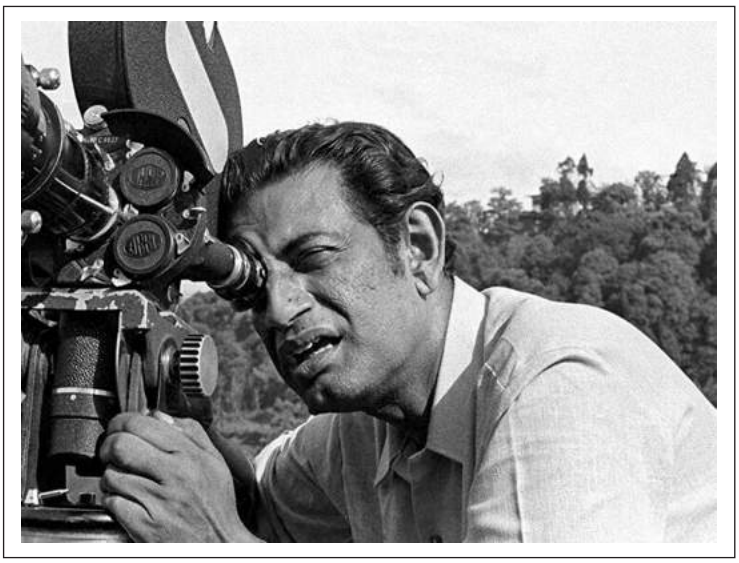

Satyajit Ray is famous all over India today and the first thing that comes to mind when reading Satyajit Ray is his creation Professor Shonku. In my dissertation paper I am going to discuss two stories which are The Unicorn Expedition and Nakurbabu O El Dorado. What do these two words mean? But is there any magic IN unicorn and El Dorado? In these two stories we can see Imagination, Fantastic Elements, Science Fiction, and Myth. We know they have a lot of power. But how do I understand that they have a lot of power ? So I have highlighted these points to explain why there is so much power in them. Would it have been possible to make Professor Shonku if there really was not so much power in them? Another question is what can be compared between these two Stories? Imagination, Fantastic Elements, Science Fiction, Myth, Desire, anything could be the answer. But what are these? This paper will attempt to answer these in brief.

Satyajit Ray, (bom May 2, 1921,

Calcutta [now Kolkata], India—died April 23, 1992, Calcutta), Bengali motion-picture director, writer, and illustrator who brought the Indian cinema to world recognition with Pather Panchali (1955; The Song of the Road) and its two sequels, known as the Apu Trilogy. In 1943, Ray started working at D.J. Keymer, a British advertising agency, as a junior visual artist, earning 80 rupees a month. Although he liked visual design (graphic design) and he was mostly treated well, there was tension between the British and Indian employees of the firm. Ray received four awards. At Venice in 1982 he won Golden Lion for "Aparajito" (1956) and "Seemabaddha" (1971). He also won a British Institute Fellowship in 1983 to go with the London Film Festival's Sutherland Trophy for "Apur Sansar." In 1987, the government of France made Ray a Commander of the Legion of Honor. "Byomjatrir Diary "(The Spaceman's Diary) is the first story of the Professor Shonku series created by Indian writer and filmmaker Satyajit Ray. It was first published in Sandesh, edited by Ray himself, in 196 l.It looks like some kind of meteorite has crashed nearby and this diary was found in that site. This diary is written by Professor Shonku, in which he writes about his attempts to build a rocket to reach Mars and what happens during that trip. The first "Shonku" story Byomjatrir Diary (An Astronaut's Diary) was published in the Sandesh in 1965. It was a long story describing Professor Shonku's space travel. He is one of the most important characters in the science fiction of Bengal. His full name is Trilokeshwar Shonku, and by occupation, he is a physicist and an inventor. Science fiction (sometimes shortened to sci-fi or SF) is a genre of speculative fiction which typically deals with imaginative and futuristic concepts such as advanced science and technology, space exploration, time travel, parallel universes, and extraterrestrial life. So, I would like to show here Prof. Shonku's the unicorn expedition and Nakurbabu and El Dorado where no unicorn or El Dorado can be found, and I will discuss whether they are fiction or true or even some myths which may not be real in fiction. So, now I am starting the discussion.

He even discovered many animals and objects in his imagination which is surprising to think. It is simply impossible to find out if there really is

one in this world. These are the Unicorn, the Dung Lo Do, and the El Dorado. If these are not proven, but Ray has created a lot with the help of his imagination and science. And what if they really existed on earth? Of course, we also have a strong desire to see the Unicorn, the El Dorado, and some of the unrealistic discoveries we have talked about before, such as the Anayhilin pistol or the Miraculous medicine, or the Omniscope or the Microsonograph, or the Memory Enhancer. However, this Miraculous Medicine is very powerful. In this UNICORN EXPEDITION story of Ray there is a character named Markovitch who is mentioned where he is laughing due to lack of oxygen as he climbs very high in the Tibetan mountain. Immediately his laughter stopped and they started walking again. Another story written by him is just like The Unicorn Expedition a similar kind of plot can be found in Nakurbabu and El Dorado, it means the city of gold but this city of gold is just a fantasy. Yes, but I have heard that gold can be obtained from coal mines. But here is a story about a gentleman named Nakurbabu who sees the future, and he said that El Dorado is a deep forest in the middle of a mountainous valley in the northwest of the big city of Sao Paulo in Brazil.

Fantasy is a genre of literature that features Magical and supernatural elements that do not exist in the real world. Although some writers juxtapose a real-world setting with fantastical elements, many create entirely imaginary universes with their own physical laws and logic and populations of imaginary races and creatures. Speculative in nature, Fantasy is not tied to reality or scientific fact. Satyajit Ray has created things through his imagination that are incredible in today's world. The instruments he made were an Anayhilin pistol, a miraculous medicine, or an omniscope, or a microsonograh, which looked at everything from ants to any creatures, and even when a tree was cut down, the weeping of the tree could be understood. Even the microsonograph instrument reminds us of the Crescograph instrument for which Jagadish Chandra Bose is still famous today. Ray imagined El Dorado, the city of gold, and the unicorn an animal that looked almost like a horse and had a horn on it is head.

Mythology is a term that refers to a collection of Myths. The word Myth

comes from the Greek Mythos, which means story. Myths are stories relating to religion and culture and come from a tradition of oral storytelling. The unicorn and El Dorado, is a mythical creature popularized in European folklore, has captivated the human imagination for over 2,000 years.

For most of that time, well into the Middle Ages, people also believed them to be real. The roots of the unicorn myth date back at least as far as 400 BCE, when an ancient Greek historian first documented a unicorn-like animal in his writings on the region of India. Descriptions of the unicorn can be traced throughout the following centuries in the writings of other prominent historical figures, such as Aristotle, Pliny the Elder, and even Julius Caesar, who claimed that similar animals could be found in the ancient and vast Hercynian Forest of Germany. Not only Mythology but also the idea of many scientists and many people and ideas that there is also Unicorn and El Dorado. Even the idea of Unicorn has caused thought in people's minds, even El Dorado which is the golden city that has created in the minds of people many high aspirations, greed, hopes but it is still being studied by many scientists through their instruments.

The things that I have learned through the above discussion, Shonku's stories are not typical examples of Science Fiction where only scientific theories, instruments are depicted. The story also depicts fantastic elements world of imagination, mythical beings, we know that imagination is a power from which Professor Shonku created a lot of things which are not only through imagination, but also through science fiction, fantasy, myth, desire related to imagination. Even where desire created the unicorn, the desire to see, El dorado created hope, aspiration, greed, lust. On the other hand fantastic elements such as Anayhilin, Miraculous medicine, omniscope are made by science. Therefore only human beings can make impossible things possible through imagination, science fiction, fantasy, myth and Desire.

The Omen King

Pratyay Chowdhury
English Deptt., Sem. - V

Fallen leaves, tell a story. An Omen child abandoned and imprisoned by his own parents.Rejected by the grace and the greater will, shunned from the Golden lineage, imprisoned in the sewers of Leyndell the omen child gazed upon the Erd tree and asked - "Oh Erd tree, of Erd tree why have I been rejected? How shall I worship thee from this dark cold place?" Prison festered with rats he wasn't the only one there. His kind belonged there as they were abandoned by the greater will. Omens, a cursed being, skin colored in horns, body deformed yet they possess great strength. They are known for their durability and endurance in the battelfield, they were used as instruments of war. Yet, this one was different perhaps because of his demi-god blood. He wasn't violent by nature but deeply in love with the ones who abandoned him.

Ages pass, his body grows, his horn penetrates his skin his screams in agony echoes through the sewers of

Leyndell. Still he holds no grudge against those who caused him such pain. “The Golden Order sees everything, everything is according to the plans of greater will” - he said accepting his fate. Mother did visit him time to time but not a word was spoken to him. But he greeted none as a mere visit filled his heart with joy.

From his cell he used to listen to the cheering the crowd as his brother Goldwyn the Golden siayed dragons and beasts. Mother’s dearest son he was yet the Omen had no envy. All he wished was to serve as a warrior in the Golden army. That dream did become true when he was 100 years old. Freed from his cell he was appointed to become as Assassin. Having omen blood in his body his strength was remarkable. He slayed everyone who dared to oppose the Golden Order. Mother’s words were absolute to him as he spared no children nor women. Inpressed by the Omen’s feat Mother Eternal granted him a throne among the Golden Lineage. But no one should know that a Omen is granted such position. He was ordered to remain in the dark. All that accomplishment yet no credit received still the Omen had nothing but love in his heart.

Years pass, Mother Queen Merika the Eternal was no more to be found.In the Night of the Black Knives Goldwyn the Golden was slain. The Grweat Elden ring was stattered. Merika’s offsprings fought each other. Each grabbed a piece of the Elden ring and tried to claim the throne of the Elden Lord. A war where no victor emerged. The omen had other ambition. Unlike his siblings he titled all of them willful traitors. They abandoned the Erd tree and broke the Golden Lineage.

Betraying Mother was too great of a sin to pass. He picked up his sword and protected the Erd tree, the symbol of Golden Order. None was able to enter the capital as a new king and his army defeated every lord that dared. A new king was born who protected the Erd tree with all his might. Thus was born Morgott the Omen King.

He protected the Erd tree for centuries. Yet the Erd tree still denied him. The inpenetrable thrones denied all who wanted to enter the Erd tree, even its protector for centuries. Was he rejected because of his Omen blood? Was he truly a king? Was he still a prisoner bound by duties? Was he just an instrument used by the Greater will? These questions he did not ask. Morgott took it upon himself to become the Erd tree’s protector. He loved not in return, for he was never loved, but nevertheless, love it he did.

প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী

শ্রাবণী মণ্ডল
ইংরেজী বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

এই যে আকাশের ধ্রুবতারা
যা দেখিয়া
মন আনন্দে ভরিয়া ওঠে।
সেই সাথে আকাশের স্নিগ্ধ সুমধুর বাতাস
মনকে আনন্দে উৎফুল্ল করে তোলে।
সেই আকাশে থাকা উজ্জ্বল চাঁদ
যা আলোকিত করে তোলে
ছোট্ট একটি গ্রামে সুখশান্তি ও
বসবাসরত গ্রামের মানুষের কিছু
করার অনুভূতি।
তারই সাথে সন্ধ্যাবেলায় ফুটে থাকা
ছোট্ট একটি ঘরের চালে
মাধবীলতা ফুলের সুমধুর সুগন্ধ
যা মনকে ভরিয়ে তোলে।
সেই সারারাতে কিছু গুঞ্জনরত
ঝিঁঝিঁপোকার ডাক
যা সান্ধ্য আকাশকে
নানা প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্যাবলিতে
ভরিয়ে তোলে।

জিজ্ঞাসা

পূজা মণ্ডল
ইংরেজী বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

তুমি কি থেমে যাবে যদি পথে আসা বাধা ?
যদি পায়ে বিঁধে কাঁটা
আর রঙিন হয়ে ওঠে আলতার ন্যায়,
তুমি কি থেমে যাবে ?
ঊর্ধ্ব আকাশের ঝোড়ো হাওয়া
যদি তোমায় করে জীর্ণ
উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ যদি তোমায় করে শীর্ণ,
পারবে তোমার খেয়া নৌকা পার করতে ?
যদি আকাশের ধ্রুবতারা ঢাকা পড়ে
কালো মেঘের বুকে,
তুমি কি ভুলবে পথ মনের সুখে ?
আচ্ছা, তুমি তো দুর্বল,
টিকে থাকো কোনোক্রমে।
সবাই বলে তুমি অবোধ,
রাখো না তুমি কোনোকিছুরই খোঁজ।
ঘুরে বেড়াও মনের সুখে,
কথা বল হাসিমুখে।
জানো, মানব সমাজ বড়োই জটিল
অদৃশ্য এক রহস্যময় চাদরে মোড়া,
যেথা নেই বিশ্বাসের একবিন্দু আশ্বাস
আছে শুধু মূল্যহীন উপহাস,
তবে তুমি কি থেকে যাবে
এই দুর্গম পথযাত্রায় ?

কন্যাদান

মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

মেয়ের বয়স কুড়ি হলেই
বিয়ে দিতে হবে
বুড়ি নামেও ডাকতে পারে
পাড়ার মানুষ সবে।
মেয়ের বাবার ভাবনা এলে
মাথায় পড়ে হাত
ভালো পাত্রের খবর পেলেই
করবে বাজিমাত।
টাকা-পয়সা যতই লাগুক
দিয়ে দেবে সব
মেয়ের সুখেই বাবার সুখ
এটাই শুধু রব।
মেয়ে হল বাবার সম্পদ
বাবা-ই করে দান
বলতে পারেন - কন্যাদান
লজ্জা নাকি মান ?

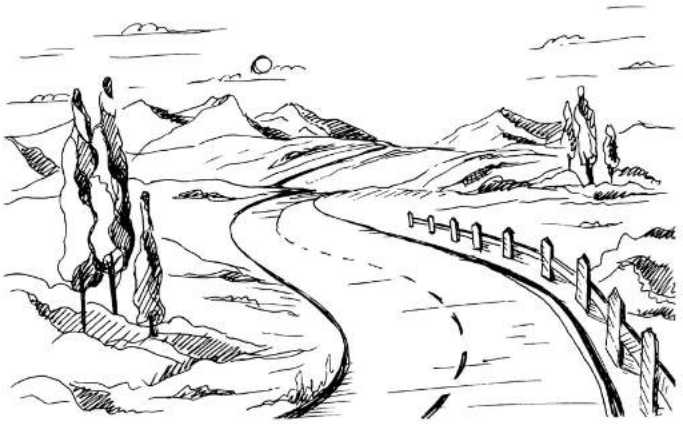

অভ্যেস

ব্রজশেখর ঘোষ
ইংরেজী বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

তুই শহুরে, আমি গ্রামের আভাস
তোর দোতলা, আমার টালির চাল
তোর ওই পছন্দের বৃষ্টির জল,
আমার ঘুমহীন ক্লান্ত রাত
তোর জোড়া মানিব্যাগ, আমার ছেঁড়া পার্স
তোর চনমনে স্বভাব, আমার শান্ত মেজাজ
তোর খানিকটা মান অভিমান,
আমার মানিয়ে নেওয়ার স্বভাব।
তোর জড়ানো মায়া, আমার
আঁকড়ে ধরার অভ্যাস।

এত অমিলেও, কেমন যেন অনন্ত মিল।

তোকে দূর থেকে দেখা
কিছুটা দূরত্ব রেখে, পাশাপাশি চলা
কিছু না বলেও, অনেক কিছু বলা
হাতে হাত না রেখেও, হাত না ছাড়া
মুখে ভালোবাসি না বলেও,
অনেকটা ভালোবাসা

এলোমেলো শুরুটা, আজ বেশ গুছানো
যেন অভ্যাস... যেন অভ্যাস
সত্যিই... তুই যেন আমার অভ্যাস।

নিদ্রা

জিমি আখতার
ইংরেজী বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

নিদ্রা, তুমি তো শিখাইলে আমাকে ঘুমোতে
তবু, তোমার জন্য আমাকে,
কেন, শুনতে হয় বকুনি
অন্ধকারে ভোরের বেলা
তোমাকে ছাড়তে হয়, নিদ্রা।
মনটা যেন তোমাকে ছাড়তে চায় না,
তবু কি করি
বাবার বকুনি শুনে
উঠতে হয় তক্ষুণি।

জ্ঞান, তুমি তো শিখাইলে আমাকে জানতে
যখন তোমার কথা মনে করি,
সবকিছু যেন ভুলে যায় তক্ষুণি।
তুমি, থাকো না কেন মনে
থাকো না কেন মাথায়
সব মুখস্ত করেও যেন,
সেগুলি বৃথা যায়,
কী করে তোমাকে মাথায় রাখব,
বলে দাও কৌশলখানি।
আমি তবে মানবো তোমার
এই নিয়মাবলী।
জ্ঞান, যদি তুমি না থাকো
আমার সাথে,
তবে, কেউ সম্মান করবে না আমাকে।

হারানো

সৈয়দ আরজুমান বানু
ইংরেজী বিভাগ, পঞ্চম সেমেষ্টার

যৌবনতার মন জানে হারিয়ে যাওয়া কিশোরতার মূল্য
ব্যস্ততার ভিড়ে হঠাৎ থমকে গেছি আজ, তাকিয়ে থেকে শূন্য !
মনে পড়েছে সেই দুর্লভ আনন্দ, আহ্লাদ,
রসে ভরা জীবনটা ছিল যেন সবকিছুতে পরিপূর্ণ।

ফিরে যেতে ইচ্ছে করে আবার সেই কিশোরের মনেতে,
সর্বহারা হয়ে ঘুমিয়ে যেতে চায় আবার মায়ের কোলেতে।
বিদায় দিতে ইচ্ছে করে এই কর্কশ বিরামহীন ক্ষণকে,
ফিরিয়ে পেতে চায় আবার, নিজের প্রিয় আপনজনকে।

হারিয়ে গেছে সব নিরন্তর সময়চক্রের খেলাতে,
হারিয়েছি, হারাবো সব এই স্বার্থপর মানুষের মেলাতে।
সাজানো কত আমার স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা,
বাঁধা কত স্বপ্ন আমার গুছিয়েছিলাম যে মনেতে
তাকিয়ে দেখি, শুকিয়ে গেছে সব পড়ে পড়ে এক কোণেতে।

খোলা চোখের স্বপ্ন নিমেষেই ভেঙে গেল ভিড়ের কলরবে,
মনে পড়ল, সম্ভব নাই যাহ্ সেটা ভেবেই বা কী আর হবে -
দায়িত্বভারে বাঁধা পা আবার হাঁটতে শুরু করে,
ভাসিয়ে দিলাম আজ আবার নিজ অবুঝ মন এই কিনারাহীন সমুদ্রের অন্তরে।।

ভাইয়ের অভাব

নাজিফা খাতুন
জেনারেল বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

একটি মেয়ের মনের কষ্ট
তার নেইকো কোনও ভাই
এই কষ্টে সব দিনের পরে
বছর শুরু হয়।
একদিন সে খুঁজে পেল
মনের মত ভাই
ভাইটি যে তার দুষ্টু ভারী
শোনে না কোনোই কথা,
ভাইকে নিয়ে হয়েছে তার
বড়ই মাথাব্যাথা,
রাত যায় দিন আসে
ভাই চলে যায় দূরে,
মনের কষ্ট থেকে গেল
কেউ দেখল না তারে
ভাই ভাই করেই চলে
শুধু সারাক্ষণ
ভাইয়ের অভাব থেকেই গেল
সারাটা জীবন।

নিষ্ঠুরত্ব

মৌসুমী মণ্ডল
সংস্কৃত বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

সেদিন ছিল শুধু ওষ্ঠ ভরা হাসি
ছিল বা মনে কোনো নিষ্ঠুতত্বের আঁধি।
সারাদিন কেটে যায় সম্মানের সাথে
সকাল-সন্ধ্যা ব্যাপী।
হঠাৎ দেখি আমরা শুকনো বুকে
বজ্রভাঙ্গা নিষ্ঠুরত্বের আঁধি।
ভেঙ্গে দিল গঙ্গা-পাড়ে গড়া বাঁধ,
ছাড়িয়ে দিল কষ্টের বাঁধা
সেই রীতি।
তুমি কে গো ? নিষ্ঠুরত্ব ?
তুমি কি সেই ১৯৯৮ সালের গঙ্গা
মনে গড়া বাঁধ ভেঙে নয়নে
অশ্রুধারা বেয়ে কষ্টের কালবৈশাখী
দিলে তুলে বুকে।

গ্রামের ছেলে

প্রদীপ মণ্ডল
সংস্কৃত বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

গ্রামের ছেলে আমরা গ্রামেতেই থাকি,
গ্রামেতেই বড়ো হব এই আশাই রাখি।
জানি আমি বড়ো হয়ে গড়বো কত স্কুল আর নার্সারী।
এই গ্রাম থেকেই বের হবে কত শত
শিক্ষক-শিক্ষিকা আর ছাত্র-ছাত্রী।
তাই আমি ভাবি, গ্রামের ছেলে মেয়েদের
দেখবে এবার গোটা শহর চত্বর।
গ্রামের ছেলে আমরা গ্রামেতেই থাকি।

গ্রামের ছেলেমেয়েরা থাকবে না পর্দার আড়ালে,
হাতে হাত রেখে লাগবে গ্রামের কাজে তারা সক্কলে।
জীবন যুদ্ধে পিছিয়ে পড়বে নাকো-তারা,
কত মানুষ শিখবে তাদের দেখে
কত মানুষ বুঝবে তাদের থেকে।
হবে না কখনো তারা পথহারা,
পরবর্তী প্রজন্ম শিখবে তাদের দেখে।
গ্রামের ছেলে আমরা গ্রামেতেই থাকি।

গ্রামের ছেলে আমরা শহর পানে যাই।
তা দেখে করবে না কেউ
অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা আর দূরছাই।
গ্রামের ছেলে বলে অসম্মানিত হব নাকো আর,
সম্মান করবে সবাই, আর বলবে ভাই ভাই।
আমাদের নিয়ে যা কুৎসিত ধারণা ছিল তা,
সে সবই বদলে যাবে যে তৎক্ষণাৎ
গ্রামের ছেলে আমরা গ্রামেতেই থাকি
গ্রামেতেই বড়ো হব এই আশাই রাখি।

আত্মহত্যা

রাজপতি রজক
বাংলা অনার্স, পঞ্চম সেমেস্টার

এক সুদৃঢ় আত্মচেতনা পূর্ণ -
অভাগার অবিচ্ছেদ্য পদ
সেসময় কথিত,
এই অভাগার জীবনের -
দুরাশা।
দিবা-রাত্র ঘুম নেই আমার চোখে
বসিয়া বিরলে, কাঁদি একা!
হাসি নেই মুখে
যেন বোধ হারিয়ে গেছে।
একমাত্র অবিচ্ছেদ্য অভাগার;
পথ কি!
আত্মহত্যা?
পৃথিবীর বুকে।
মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়ে,
এই কি! কাপুরুষতা?
হা ধিক!
শতাধিক তোমাদের!
শিক্ষালয়ে গুরুর বচন শুনে,
মনকে করলাম বশ
আত্মহত্যা মহা বড়োপাপ।

বিদায়ের বেদনা

রাইহান আনসারি
ইংরেজী বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

মন চায় না যেতে দিতে, তবু যেতে দিতে হয়।
চিত্তের জেলখানায় এতদিন যে বেঁচেছিল,
সত্যিই কি তাকে আজ মুক্ত করা হচ্ছে?
প্রশ্নটি মাথায় যেন ঘুরপাক খাচ্ছে।
মরুভূমির চিলেকোঠায় সব স্বপ্নগুলো বাঁধা
বাতাস যেন নিয়ে যাচ্ছে দূর-দূরান্তে।
সাথে দেখা হবে না তার কোনোদিন
তবু রোজ মিথ্যে ভাবি যে আসবে একদিন।
অপেক্ষায় কাটে প্রহর -
রয়েছি পরে অচেনা এক সমুদ্রের তলদেশে
পারি না উঠতে জলরাশির বুক ভেদ করে
হঠাৎ করে কে যেন প্রশ্ন করে বলল!
আমাদের একসাথে যে দিন গেঝে, সত্যিই কি গেছে?
উত্তরে বললাম, দিনের আলোয় চাপা
রাতের সব জোনাকির আলো।
বিদায়ী আমি, বিদায়ের বেদনা বড্ড কালো।
টুকরো হয়েছে সেই আনন্দের গানগুলি,
জুড়তে ইচ্ছে করে তবু পারি না জুড়তে।
চলছি মন্থর গতিতে, পাশে কালপুরুষ
মাথার উপরে যেন আবছা ছায়াপথ
আবারও মন চায় না যেতে দিতে, তবু যেতে দিতে হয়।

নদী পারাপার

সঞ্জয় চৌধুরী
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

নদী নদী নদী
কত তোমার অভিমান
তোমার নাইকো বিরাম।
তোমার দুই কূলে কত
জীব করে বসবাস।।

নদী তোমার দুই কূলের ভূমিরূপ
কত বার করলে তুমি চূর্ণবিচূর্ণ,
আবার তুমি তোমারই প্রতিকূলে
কত নতুন ভূমিরূপের জন্ম দিলে।।

নদী তোমার কৃপায় আমরা
তোমার প্রতিকূলে করি বসবাস।
প্রতিদিনের কাজকর্মের জন্য
নদী তোমার বুকের উপর দিয়ে
আমরা হই কত বার পারাপার।।

অসহায় জীবন

জীতেন্দ্র দাস
সংস্কৃত বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

মূর্খতা আজও মোদের নেশাই
রয়েছি মেতে হীনমন্যতার পেশায়
তাইতো নির্দেশিকা আজ এত অবজ্ঞায়
করোনা ভাইরাস.. না কোভিড ১৯
এটা নাকি রোগ নয় মহামারী।
চিনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়ায়
কেউ বলে চিনা ভাইরাস
থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার - বায়োওয়ার
চিনাদেরই তৈরি কার্তুত ভাই, সময়ের
পুতুল বলে, আজও মানুষ বড় অসহায়
এক এক করে সকল দেশ
লক-ডাউন-ই বাছল শেষ।
সব কিছু জেনে শুনে ভাই।
একটু কাজ পড়লেই, ঘর থেকে বেরোই
বেশ কিছু দিন পর
অসহায় জীবনে আমরা পেয়েছি
করোনার ভ্যাক্সিন।

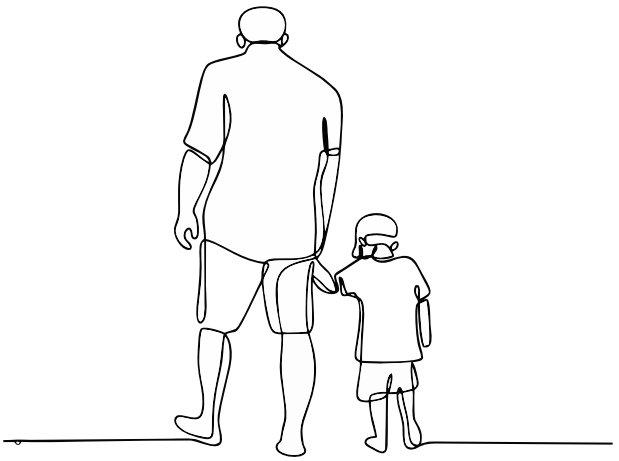

ঘুমিয়ে গেছে বাবা

বাপন রজক
সংস্কৃত বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

সবাই বলে - বাবার মতো
দেখতে আমি নাকি,
সেই কারণে বাবা যে আমায়
দিয়েই গেল ফাঁকি !
নিথর দেহ ছিলো বাবার
উঠোন জুড়ে রাখা,
বুঝিনি বাবা ফিরবে না আর
থাকতে হবে একা ?
মনে পড়ে - বাবা বাবা বলে
বাবার কাছে গেলাম
বুকের আদর পাবো বলে
কতো কেঁদেছিলাম।
ওরা সবাই চার দোলাতে
বাবাকে নিয়ে গেল,
শুধু বাবা আসেনি, সাঁঝের বেলা
সবাই ফিরে এল।

শঙ্কর

বিক্রম মণ্ডল
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

জানো শঙ্কর
আকাশের রং যেমন
নাম তার ঠিকই তেমন।
অতুলনীয় তার কলা
প্রেম প্রেম ভাব
কি অদ্ভুত তার ফাঁদ
আমিও তখন পুঁটি মাছই বটে।
সবাই যাইবে সেথা
আমি কেন বাকি হেথা
ফাঁদের সেই অন্ধকারের খেলা
কত লোকের কত মেলা।
শঙ্কর, আমিও খেলব একবার।
কত কি কত না চেষ্টা
মেটাতে তার মনের তেষ্টা
চাঁদ এনে দিতাম রোজ রাতে।
আমার মত আরও অনেকে ছুটে
তাই তো অমাবস্যা ভাগ্যে জোটে।
কিছু দিন খেলা হলে
মন ভরে গেলে
ছুড়িয়া ফেলত আকাশে।
কত কি ফরমাইস তার
চাঁদ তারা মনে হয় আমার বাবার!
ছাদে গিয়ে পেড়ে নিয়ে আসব এক্ষুণি!
শঙ্কর, তোমারই দয়ায় ভাই
ফাঁদ পেতেছি হায়
সবার কপালে কি আর শঙ্কর জুটে!

মধ্যবিত্ত ছেলে

মাসুম রেজা
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমেষ্টার

জীবনে কত আশা, কত স্মৃতি নিয়ে
জন্মিল এ মায়াবী ভবনে,
দিবানিশি ভাবনায় বসিয়া থাকে
মধ্যবিত্ত ছেলে কি করিব এ জীবনে।।

সারাক্ষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে কেটে যায় বেলা...
তবু কিছু খুঁজিয়া না পায় ভাবিয়া।
কর্ম করিতে গেলে লোকে বলে,
কি করিলি এত ডিগ্রী অর্জন করিয়া।।

লজ্জায়, দুঃখে ফিরে আসে নিজ ভবনে,
যত ছিল স্বপ্ন হয়ে যায় চূর্ণ-বিচুর্ণ।
তবু শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হয় চেষ্টা,
এই হলো মধ্যবিত্ত ছেলের জীবনের অবস্থা।

উড়া

শুভ্রা শর্মা
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

তোমাকে কি নামে সম্বোধন করবো ভাবছি
প্রিয় নাকি তোমার সুন্দর নামটা ধরে,
সারা ঘর ছড়িয়ে আছে কাগজগুলো
সবেতেই কাটাকুটি দাগ !
তোমাকে চিঠি লিখতে এতো যে
কাগজ উড়িয়ে দেব ভাবিনি -
সময় পেরোচ্ছে;
কলমের কালি হচ্ছে অদৃশ্য
তবু একটা কথাও সম্পূর্ণ রূপ নিতে পারে নি
শব্দগুলো বড়ো অভিযোগ করে আজকাল,
ওরা চায় আমি শুধু ওদের কাছে
বিলিয়ে দিই নিজেকে
ওরা বড্ড হিংসে করে তোমাকে
এই যে তুমি দূরে সরে গেছো,
ওরা বলে আমি নাকি ভুলেছি শব্দের খেলা
ভুলে গেছি শব্দের ভালোবাসা
ওরা বোঝে না —
বুকের ভেতর শব্দগুলোই এক-একটা তুমি;
তোমাকে তো শব্দেই আমি জাগিয়ে রেখেছি অনন্তকাল।
শব্দগুলো আজ ভিজে উঠেছে
কালি তাই ফ্যাকাশে,
চিঠিতে চার কলম ঝাপসা আলো ছায়া
তোমাকে কি বলে করি সম্বোধন
একবার যদি বলতে ;
আজ হয়তো সম্পূর্ণ হয়ে উঠতো চিঠিটা —

Picture of him in my eyes

Reecha Parveen
English Deptt., 3rd Semester

Those two bright eyes ...
Like two deep blue oceans, where
The prevailing moon and sun seem dull to me.
His lips...
Like a pinkish buds of pink rose.
His arms...
Which have a feeling of endearment and infinite love
His soul...
Like mirrors of rainy clouds.
His smile...
Charming as an innocent child, which
Pours honey by touching my spirit.
He is my colourful dream,
I have painted the picture of him...
In the palace of my blood-smeared heart.
He is my moonlight of the gloomy night,
The rising sun of the morning,
He is the only boat to a never ending sea,
You are the only star of my sky,
You are the one, with whom
I always want to be.

অসুখী একজন ছাত্র

সিন্টু মণ্ডল
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

একদিন এমন অবস্থা হল যে, তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত। ছেলেটা বাংলা বিভাগের স্নাতক করছে। বাড়ি থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে কলেজ। তার পক্ষে সম্ভব ছিল না বাড়ি থেকে সাইকেলে করে কলেজ যাওয়া-আসা করা। কারণ সে রোগা, পাতলা, ফিনফিনে শরীর।

বাড়ি থেকে তাকে একটি মেসে থাকার পরামর্শ দেয়। মেসে যাওয়ার সময় তার হাতে বারো শতক টাকা দিয়ে বলে বাকি টাকা সাত আট দিন পর পাঠিয়ে দিব। তারপর ছেলেটি মেসে থাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। মেসে ঢোকার কিছুক্ষণ পর একজন মেসের বন্ধু এসে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে, যে তুমি প্রতিদিন আমাদের সাথে খাবে নাকি বাইরে কোন দোকান থেকে খেয়ে নিবে? তখন ছেলেটা ভেবে দেখল যে, বাইরে খেলে তো অনেক টাকার ব্যাপার, তাই সে নিঃসন্দেহে উত্তর দেয়, 'আমি তোমাদের সাথে খাব।' এই কথা বলার পর সেই বন্ধু বলে আমাদের সাথে খেতে গেলে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। তখন ছেলেটি উত্তর দিল কি নিয়ম ভাই? এই মেসে খাবারের জন্য ১ থেকে ৫ তারিখের মধ্যে সাতশত টাকা জমা করতে হবে। আর ৬ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে সাতশো টাকা। তারপর বাকি সব টাকা মাসের শেষে হিসেব করে দিতে হবে। ঠিক তখনই ছেলেটি বারো শতক টাকার মধ্যে থেকে সাতশত টাকা দিয়ে বলে বাকি টাকা ঠিক সময়ে দেবার চেষ্টা করব। তারপর ছেলেটির কাছে পড়ে থাকলো মাত্র পাঁচশত টাকা।

পরের দিন প্রাইভেট গেলে শিক্ষক মহাশয় বলে এখানে পড়তে গেলে অগ্রিম পাঁচশত টাকা লাগবে। কারণ প্রাইভেটের ফিস হচ্ছে পাঁচশত টাকা আর এই টাকাটা মাসের শুরুতে নেওয়া হয়। ছেলেটির কাছে যে পাঁচশত টাকা ছিল তার তা পকেট থেকে বের করে টিউশন স্যারের হাতে

তুলে দেয়।

তারপর বেশ কিছুদিন ভালোই কাটলো ছেলেটির। কিছুদিন বলতে দুই তিন দিন আর কি? তারপর শুরু ভর্তি প্রক্রিয়া। সেই ভর্তি প্রক্রিয়ার ফিস একুশশো একত্রিশ টাকা। তা অলনাইনে পে করতে হবে। শুনে বুকটা কেঁপে উঠল ছেলেটির। তারপর ছেলেটি মনে করলো যে, এই ভর্তি প্রক্রিয়ার ফিস দিতে পারলে আপাতত আর ছয় মাস কলেজে আর কোন টাকা লাগবে না। তাই ছেলেটি একটা বন্ধুর কাছ থেকে টাকাটা ধার করে অনলাইনে পে করার সিদ্ধান্ত নেয়। আবার কিছুদিন বাদে খাবারের টাকা দেওয়ার সময় এলে বাড়িতে বলে মা টাকা লাগবে। মায়ের কাছ থেকে উত্তর আসে, 'আরে, তোকে তো সেদিনই বারোশো টাকা যাওয়ার সময় দিলাম সেটা শেষ করে দিলি।' মায়ের মুখে একথা শোনার পর ছেলেটি করুণ কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, শেষ হয়ে গেছে।' তখন ছেলেটির মা বলে ঠিক আছে কালকে আট শত টাকা পাঠিয়ে দেবো আর হ্যাঁ এই টাকাটা যে সামনে মাস পর্যন্ত চলে যায় মনে রাখিস। এদিকে অনেক টাকার প্রয়োজন ছেলেটির। মস্তিষ্ক যেন আর কাজ করছে না। তবুও ছেলেটি স্থির মস্তিষ্ক দ্বারা এদিক ওদিক করে ঠিক যেন মেইনটেন করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। তারপর যে আট শত টাকা পাঠিয়েছিল তার মা সেই টাকার মধ্যে থেকে সাত শত টাকা খাবারের খরচ দিল। মেসের খাবার বলতে ডাল,ভাত আর হয়তো আলু সেদ্ধ। একটু খামখেয়ালির জন্য মেসের ছেলেরা রান্নাঘরের দরজা না লাগানোর ফলে রান্নাঘরে ঢুকে গরুতে সব চাল খেয়ে ফেলে। এমতবস্থা দেখে ছেলেটির চোখে কান্নার অশ্রু নেমে আসে। তারপর কলেজে গিয়ে স্যারের মুখে শুনতে পেল যে সেমিনারের জন্য পাঞ্জাবি নাকি আবশ্যিক। পাঞ্জাবি কেনার জন্য টাকা লাগবে। সমস্যা বলতে এখনো শেষ না। এদিকে মোবাইলে এসএমএস দিচ্ছে যে আপনার রিচার্জ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। এত সমস্যার মধ্যে দিয়েও পড়াশোনা করলে বাড়ি থেকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে, 'কি রে, পড়াশোনা করছিস না শুধু ঘুমিয়ে থাকছিস? ছেলেটি একথা শুনে কান্না আর ধরে রাখতে পারলে না। ফোনটি শেষ করার পর নীরবে ছেলেটি কাঁদতে থাকলো।

ছেলেটি জানতো বাড়িতে টাকা চাইলে অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করত সে যেভাবেই হোক। কিন্তু ছেলেটিও জানে বাড়ির অবস্থা কি রকম। বাবা-মার বয়স হয়েছে। বাবা আগে যে কাজ করতো তা আজ গ্রামগঞ্জে আর দেখাই যায় না। তার বাবার কাজ ছিল গ্রামেগঞ্জে কাঁচা বাড়ি তৈরি করার। ছেলেটির বাড়িতে আয় বলতে একটি গরু আছে, সেই গরুর দুধ বিক্রি করে কোনমতে সংসার চলে। ছেলেটির পড়ার টাকা পাঠায়। সেই টাকায় যদিও হয় না তাও ছেলেটি দীর্ঘ মস্তিষ্কে এদিক-ওদিক থেকে ধার করে কোনরকমে কলেজ শিক্ষা সম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ছেলেটি স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম স্কলারশিপের যে টাকা পেত তা দিয়ে তার ধারগুলি শোধ করত। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে, প্রত্যেক বছরই সে স্কলারশিপ অবশ্যই পাবে। এ থেকেই তার সর্ম্পূ ঋণ শোধ হবে এবং সে কলেজের পড়াশোনাও সম্পূর্ণ করতে পারবে।

অলৌকিক এক ঘটনা

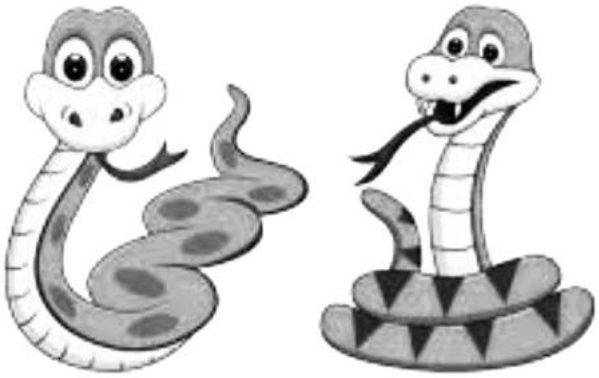

মাসুম আজহার
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

আমাদের উত্তর চণ্ডীপুর অঞ্চলের অলৌকিক এক ঘটনা।

প্রথমত ঘটনাটি ঘটে আমাদের গ্রামেই। আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগের কথা বলছি। সেই সময়টা ছিল চৈত্র মাসের। তখন প্রচণ্ড গরমে আমি এবং আমাদের গ্রামের আরো অনেক লোকজন গাছের ছায়ায় মাচানে বসেছিলাম। ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ একটা হই-হট্টগোল শোনা গেল। শুনে আমরা সবাই দৌড়ে গেলাম সেখানে। গিয়ে দেখি প্রায় ৫০০-৬০০ জন লোক সমবেত হয়ে দুটি নাগ-নাগিনী সাপের খেলা দেখছে ছোট একটি জঙ্গলে। ইতিমধ্যে কেউ আবার ওঝা ডেকে নিয়ে এসেছে সাপ দুটিকে ধরার জন্য। কিন্তু সেই ওঝা ওই সাপ দুটিকে দেখেই বলে, এটা কোন সাধারণ সাপ নয় এটি একটি মায়াবী সৌন্দর্যের অধিকারী নাগ-নাগিনী সাপ। একে ধরা কারোর পক্ষে সম্ভবপর নয়। একথা বলে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন এবং তিনি যাবার সময় বলে গেলেন যে, কেউ যদি ওই সাপটিকে ধরবার কিংবা প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করেন তাহলে ওই ব্যক্তির প্রাণহানি হতে পারে। আর ঠিক এমনটাই হয়েছে কারণ, ওই ওঝা সেখান থেকে চলে যাবার পর তিনজন লোক ওই সাপটিকে প্রাণে মেরে ফেলার জন্য ওই জঙ্গলের মধ্যে সঙ্গমরত অবস্থায় থাকা সাপদুটির ওপরে লাঠিচার্জ করলে সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গায় আগুন লেগে যায় এবং সাপদুটি সেখান থেকে কিছুটা দূরে আবার অন্য একটা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। এরকম করে একের পর এক চেষ্টা চলতেই থাকে, কিন্তু সকলেই ব্যর্থ হন। তারপরে সাপদুটি সেখান থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। সবাই নিজের নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন। সেদিন সন্ধ্যায় আবার সেখানে দেখা যায় এক অপূর্ব সুন্দরী নারী ও পুরুষ সুসজ্জিত সাজে ঠিক সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। সবাই তাঁদেরকে দেখার জন্য সেখানে গেলে তারা সেখান থেকে উধাও হয়ে যায়। অন্যদিকে, যারা তাদের উপর লাঠিচার্জ করেছিল তারা সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন, এমনকি তাদের মধ্যে থেকে দুজন মারাও যায়। তারপর থেকে সেখানে আর সাপ দুটিকে দেখা যায়নি।

জীবনের প্রথম দিনগুলি

বেচন মণ্ডল
তৃতীয় বর্ষ

জন্মের পর পৃথিবীতে যা কিছু আছে, দেখতে, জানতে, শুনতে, অনুভব করতে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা গড়তে শিখেছি; ভাবনাগুলো মনে পড়লে ভীষণ হাসতে ইচ্ছে করে। যেমন ধরুন, জীবনে প্রথম রং দেখেছি কিন্তু জানি না সেটা কী? লক্ষ্য করলাম ছেলেমেয়েরা সেটা মুখে মেখে রয়েছে তা দেখে বাড়ি থেকে মায়ের কাছ থেকে দু টাকা নিয়ে ছুটে গেলাম দোকানে। সেখানে হোলির রং কিনলাম। রাস্তায় আসার পথে কল থেকে হালকা জল নিয়ে রং করে নিজের মুখে মেখে নিলাম, তা দেখে এক বৃদ্ধা খুব হাসছে। আমি খুব লজ্জিত হয়ে পালিয়ে এলাম বাড়ি। বাড়ি ফিরতেই বাড়ির লোকেরা জিজ্ঞাসা করল রং কে মাখিয়েছে? কিছুক্ষণ ভাবার পর বুঝতে পারলাম যে একেই রং মাখা বলে। আবার বাইরে গেলাম রং মাখা দেখতে।

এর পর আসি পড়াশোনার অভিজ্ঞতায়। পড়াশোনা কিরকম একটা জিনিস যে সেখানে কী সব লেখালেখি ও বলাবলি করতে হয়, আবার না করলে পিটুনি ও গালাগালিও খেতে হয়। এসব দেখে ভয় করতাম এবং ভাবতাম এসব আমি পারব না হয়তো। মা প্রতিদিন পড়াতে বসতেন আমাকে আর আমি ভয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতাম জ্বর হয়েছে ভেবে। ফলে মাও কিছু বলতেন না।

পড়ানো শেষ হতেই জ্বরও পালিয়ে যেত আর আমি খেলায় মেতে উঠতাম। খেলায় কারো কথা নাম শুনলে বলতো তোর বাবা-মা মরে যাবে। আমি বলতাম, শুধু আমার কেন, সবারই বাবা-মা একদিন মরবে। ওদের সাথে কথাতে না পারলে আমাকে খেলা থেকে বাদ দিয়ে দিত আর আমি চলে আসতাম বাড়ি। দুই থেকে তিনদিন পর সকালে মা আমাকে ঘুম থেকে ওঠাতে এসে দেখে আমার খুব জ্বর। আমি তো জ্বরে কুপোকাত। মা আমাকে ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নামালো আর বললো, 'আজ থেকে ঠিকমত পড়াশোনা করবি?' আমি বললাম, হ্যাঁ মা, আমি পড়াশোনা করব।' মা বলল, 'সব ঠিকঠাক করবি। একটাও ভুল করবি না তো?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমি সব পারব মা।' এই কথাগুলো আমার এখনও মনে আছে। তারপর আমি একটা ভুসো কালির স্লেটে লেখা শুরু করলাম। স্কুলে গেলাম । স্কুলের বন্ধুরা আমাকে দোতলায় নিয়ে গেল। সেখান থেকে নিচে তাকালাম আর মনে হল স্লেটটাকে নীচে ফেলে দিলে কেমন হয়? যেমন ভাবা তেমন কাজ। ফেলে দিলাম স্লেটটাকে নীচে। বন্ধুরা ওটাকে নীচ থেকে আবার উপরে নিয়ে এল। আমি আবার স্লেটটাকে নীচে ফেলে দিলাম। এইভাবে আমাদের খেলা চলতে থাকল। এরপর স্যার আসতেই সবাই বলে উঠল, 'গুড মর্নিং স্যার'। সেটাই ছিল আমার স্কুলে প্রথম দিন। বাড়ি ফিরতেই দেখলাম স্কুলের বন্ধুরা আমার স্লেট নিয়ে খেলার কথা মাকে বলে দিয়েছে। ফলে মার কাছে খেলাম পিটুনি। পেলাম নতুন স্লেট, আর সাথে মাকে কথা দিলাম স্লেটটিকে যত্ন করে শ্রদ্ধার সাথে রাখব। সেই স্লেটেই আমার প্রথম লেখা শুরু হল ক, খ,গ,ঘ,ঙ।

আর একদিনের স্কুলের এক ঘটনা বলি। স্কুল এক অচেনা বন্ধু আমাকে বলল, যে তু সিঁড়ি ছাড়া এই স্কুলের দোতলায় যেতে পারবি না। আমি বললাম, 'আমি পারবো'। এবং সিঁড়ি ছাড়াই আমি দোতলায় উঠে গেলাম। তখন সেই বন্ধুটি কোন কথা না বলে চুপচাপ থেকে গেল। কিন্তু স্কুল শুরু হতেই সে হেডমাস্টারমশাইকে আমার নামে নালিশ করল যে, আমি সিঁড়ি ছাড়াই দোতলায় উঠেছিলাম। হেডমাস্টারমশাই তো আমার কান ধরে আমাকে মাঠে নিয়ে গেলেন আর কান ধরে উঠ-বোস করালেন। এই ঘটনায় আমি খুব লজ্জিত হলাম।

যাই হোক, এত কিছু হওয়ার পর আজও একটা বিশ্বাস আমার মধ্যে সবসময় কাজ করে যা হল — আমি সব পারবো।

MANIKCHAK COLLEGE

OVERALL ACTIVITY 2019-22

Sl. No.	Date	Activities
01.	02.12.2022	Nabinboron & Batsorik Sanskritik Anusthan
02.	09.11.2022	Attend Duare Sarkar for Student Credit Card
03.	19.11.2022	IAF Awareness Programme
04.	18.11.2022	International Seminar (English Dept.)
05.	21-22.09.2022	Vaccination Camp
06.	15.09.2022	Participate in Y.P.C.
07.	05.09.2022	Teacher's Day Celebration
08.	26.09.2022	Vidyasagar Birthday Celebration
09.	13.09.2022	Re-union (Alumni)
10.	15.08.2022	Independence Day Celebration and cultural programme
11.	18.06.2022	Wall Magazine (English Dept.)
12.	31.05.2022	Samprotik Bangla Kobita Charcha (Bengali Dept.)
13.	10.05.2022	Carrier Counselling
14.	19.05.2022	Wall Magazine (History Dept.)
15.	20.05.2022	Exhibition (History Dept.)
16.	23.04.2022	Shakespeare Birthday Celebration (English Dept.)
17.	18.04.2022	Folklore Discussion (Bengali Dept.)
18.	18.04.2022	Programme on Bangal Natoker Samprotik Dhara (Bengali Dept.)
19.	5-7.04.2022	Gambhira-Domni-Khon Gan (Bengali Dept.)
20.	25.03.2022	Quiz Competition
21.	21.02.2022	Bhasa Dibas (Bengali Dept.)
22.	29,31.03.2022	Intra College Cricket Match
23.	27.12.2021	Student Credit Card Help-desk Camp
24.	23.12.2021	Guardian Meet
25.	09.12.2021	Programme on Shibayan O Birangana Kabya (Bengali Dept.)
26.	10.07.2021	Programme on Dalit Sahityatattwa (Bengali Dept.)
27.	28.06.2021	Programme on Abhijit Sener Uponyas O Rahu Chandaler Har (Bengali Dept.)
28.	19.06.2021	Programme on Bangla Chhanda (Bengali Dept.)
29.	16.06.2021	Programme on Ranga Mancher Itibrittwa (Bengali Dept.)
30.	12.06.2021	Programme on Bankim Chandrer Uponyas Bishbriksha (Bengali Dept.)

MANIKCHAK COLLEGE

OVERALL ACTIVITY 2019-22

Sl. No.	Date	Activities
31.	28.05.2021	Programme on Rabindra Kabya Ekti Rabindra Project (Bengali Dept.)
32.	21.05.2021	Programme on Dakghor
33.	24-25.07.2020	International Webinar on History of Bengali : From Micro to Macro. (History Dept.)
34.	06.07.2020	International Webinar on Basudhoibo Kutumbokom : its relevance in present context (Sanskrit Dept.)
35.	02.07.2020	National Webinar on spread of N-Covid-19 and its impact on society (Education Dept.)
36.	30.06.2020	International Webinar on New Pandemic : Emerging challenges and opportunities to Governance. (Political Science Dept.)
37.	26-27.06.2020	International Webinar on Prakritik Biporjoy O Bangla Sahitya (Bengali Dept.)
38.	09.06.2020	National Webinar on Disease and Dynamics of othering (English Dept.)
39.	05.06.2020	Mask and Sanitizer Distribution surrounding the College locality.
40.	04.06.2020	Chemicals, You and Covid – 19 – a pivotal relationship, collaboration with Malda College.
41.	19.12.2019	Annual Sports
42.	17.12.2019	Intra-college Cricket Competition
43.	21-22.11.2019	Freshers' Welcome & Cultural Programme
44.	09.11.2019	YPC Organized by Manikchak College
45.	27.09.2019	Guardian Meet
46.	26.09.2019	Vidyasagar's 200 yrs. Birthday Celebration
47.	23.09.2019	Students' Seminar, Semester – I (English Dept.)
48.	05.09.2019	Teacher's Day Celebration
49.	02.09.2019	Women's Awareness Camp, collaboration with Rotary Club, Malda
50.	28.08.2019	One Day Seminar on Animation
51.	26.08.2019	Poster Presentation (English Dept.)
52.	08.08.2019	Tree Plantation Programme
53.	05.04.2019	Programme on Rabindranath ebong tar Probondho O Grantho (Bengali Dept.)

MANIKCHAK COLLEGE

DATA SHEET OF SCHOLARSHIP(2019-20)

SCHOLARSHIP	UR		SC		ST		OBC-A		OBC-B		TOTAL	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
KANYASHREE	118	118	62	62	0	0	21	21	12	12	213	213
SWAMI VIVEKANANDA MERIT-CUM MEANS	48	21	0	0	0	0	0	0	0	0	48	21
POST MATRIC SCHOLARSHIP FOR SC/ST/OBC	0	0	765	368	0	0	78	37	176	81	1019	486
NATIONAL SCHOLARSHIP	52	23	73	34	0	0	0	0	0	0	125	57
AIKYASHREE	1122	523	0	0	0	0	386	168	0	0	1508	691
CHIEF MINISTER SCHOLARSHIP	28	13	0	0	0	0	0	0	0	0	28	13

DATA SHEET OF SCHOLARSHIP (2020-21)

SCHOLARSHIP	UR		SC		ST		OBC-A		OBC-B		TOTAL	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
KANYASHREE	33	33	16	16	0	0	6	6	4	4	59	59
SWAMI VIVEKANANDA MERIT-CUM MEANS	168	77	0	0	0	0	0	0	0	0	168	77
POST MATRIC SCHOLARSHIP FOR SC/ST/OBC	0	0	1149	551	0	0	154	72	229	106	1532	729
AIKYASHREE	1845	867	0	0	0	0	461	212	0	0	2306	1079

MANIKCHAK COLLEGE

DATA SHEET OF SCHOLARSHIP (2021-22)

SCHOLARSHIP	UR		SC		ST		OBC-A		OBC-B		TOTAL	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
KANYASHREE	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
SWAMI VIVEKANANDA MERIT-CUM MEANS	553	306	0	0	0	0	0	0	0	0	553	306
POST MATRIC SCHOLARSHIP FOR SC/ST/OBC (OASIS)	0	0	1107	524	0	0	90	42	130	74	1327	640
AIKYASHREE	2310	1096	0	0	0	0	256	118	0	0	2566	1214

MANIKCHAK COLLEGE

APPRECIATION

Sl. No.	Name of Teaching Staff	Orientation	Refresher	Ph.D.
1.	Dr. Debaditya Mukhopadhyay	31.10.2021 - 22.11.2021 Ishwar Saran Degree College	26.07.2022 - 08.08.2022 Burdwan University	11.04.2022 Rabindra Bharati University
2.	Bijan Sarkar	02.11.2021 - 22.11.2021 Mizoram University	11.08.2022 - 26.08.2022 North Bengal University	
3.	Somnath Das	26.06.2020 - 24.07.2020 Ramanujan College	11.08.2022 - 26.08.2022 North Bengal University	
4.	Dr. Goutam Sarkar	26.06.2020 - 24.07.2020 Ramanujan College	07.01.2022 - 21.01.2022 North Bengal University	19.04.2022 Rabindra Bharati University
5.	Md. Masud Ali	26.06.2020 - 24.07.2020 Ramanujan College	07.01.2022 - 21.01.2022 North Bengal University	
6.	Dr. Md. Sadequl Islam	04.07.2022 - 06.08.2022 Aligarh Muslim University		
7.	Samaresh Adhikary	02.11.2022 - 29.11.2022 Mizoram University		
8.	Prashanta Chowdhury	02.11.2022 - 29.11.2022 Mizoram University		

MANIKCHAK COLLEGE

FACILITIES

Library
Canteen
Boys' Hostel (College attached)
Girls' Hostel (College attached)
Smart Classroom
ICT enabled Classrooms
Seminar Room
Play Ground
Sports Supports
Computer Lab
Reading Room
Wifi
Purified drinking Water
Parking Zone
CCTV surveillance
Career Corner
Common Rooms (boys & girls)
100% Cashless Transaction
Digital Library
Inflibnet
Departmental Library

FUTURE PLAN

NAAC
Opening of Science stream

NEW SUBJECTS
Physical Education, Economics
Geography, Defense Studies

NEW HONOURS
Sociology, Philosophy, Arabic

PG Course
Auditorium
Ensure 100% Students Attendance
Creation of more Teaching and Non-Teaching post
Paperless Office
NCC
Research

ACTIVITY(S)

Seminar : National, International
Workshop
Career Counseling
Special Lectures

NSS
Blood Donation Camp, Awareness Program, Safe Drive Save Life, Campus Cleaning etc.

Interaction with Stakeholders
Educational Tour
Field Trip, Students' Seminar, Cultural Program, Games & Sports,
Wall Magazine, Institutional Magazine, Poster Presentation, Exhibition, Quiz, Debates,
Extempore, Short Drama

ELEMENTARY EDUCATION
& IT'S PRESENT STATUS
FRESHERS
WELCOME
DEPARTMENT OF
BENGALI
INDEPENDENCE DAY
India

মানিকচক কলেজ
COLLEGE